অগস্ট ২০২১ ◻ ২০ টাকা ◻ ৬৮ পাতা ◻ ১

ডব্লু বি সি এস মেন

পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের

কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল

পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫৮৩০ ক্লার্ক

নিয়োগের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

ইংরেজি শিক্ষার আসর • অর্থনীতির হালচাল • ভারতের ইতিহাস • ভারতের ভূগোল

*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

৩ জুলাই, ২০০৫

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

*

সপ্তদশ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা অগস্ট ২০২১ ভাদ্র ১৪২৮

সূ চি প ত্র

প্রধান সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সম্পাদক: মহাশ্বেতা সমাজদার

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, নবমুদ্রণ প্রাঃ লিঃ, ব্লক-সিপি, প্লট নম্বর-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

দাম ২০ টাকা

PESHAPROBESH
A Monthly on Career and Competition

29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2290 0008
Fax: 2287 6448
E-mail: swarnakshar.prakasani@gmail.com
Website: www.swarnakshar.in

*

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশের সংবিধানে গোপনীয়তার অধিকার নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই অপার নয়। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে তার সংঘাত লাগলে আইন আছে, বিচারালয় আছে।

বাস্তবে, তথ্য-প্রযুক্তির এই বিপুল আগ্রাসনের যুগে সত্যিই কি সম্পূর্ণ ভাবে আমরা এই বিশেষ গোপনীয়তার অধিকারটুকুও ভোগ করতে পারি? এ কথা তো সত্যি, তথ্য সংযুক্তিকরণের ফলে আপনার নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর-ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-সহ সমস্ত তথ্যের চাবি সরকার-প্রদত্ত আধার কার্ড। হামেশা অনলাইন কেনাকাটার সুবাদে আপনার খাদ্যাভ্যাস, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ও দোকানি-ওয়েবসাইটগুলির ডেটাবেসে চির কালের মতো ঢুকে যাচ্ছে। আপনার স্মার্ট ফোনে থাকা জরুরি তথ্যও নিরাপদ নয়, তা লুটেপুটে নিতে পারে শত্রু ম্যালওয়্যার। আমরা ক্রমশ এমন এক আশ্চর্য ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবেশ করছি, যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ বোতলবন্দি জিনের মতো কোনও এক বিরাট সার্ভারে ধরা পড়েই আছে। এ জগতে তথ্যই সবচেয়ে দামি বস্তু, যা রাষ্ট্র থেকে শুরু করে কর্পোরেট সংস্থাগুলির নজরদারি বাড়াতে সাহায্য করছে। সম্প্রতি পেগাসাস স্পাইওয়্যার কাণ্ড সামনে এসে সেই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

দেশের সার্বভৌমত্ব বা শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন ক্ষেত্রে ফোন হ্যাকিং বা আড়ি পাতা গোয়েন্দাদের খবর সংগ্রহের একটা পুরনো মাধ্যম। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে এ ধরনের ঘটনার প্রকাশ্য নজির এ দেশে প্রায় নেই। এ ক্ষেত্রে কেবল আড়ি পাতাই নয়, রাজনৈতিক বিরোধী, সুশীল সমাজের সমালোচক, এমনকী সরকার-ঘেঁষা উচ্চপদাসীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মামলাকারীর ফোনে গোপনে স্পাই-প্রযুক্তি ঢুকিয়ে তথ্য চুরির যে-অভিযোগ উঠেছে, তা সত্যি হলে অত্যন্ত ভয়ংকর দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। এ দেশের প্রতিটি ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন।

এখনও পুরো বিষয়টাই অভিযোগের স্তরে। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এই অভিযোগের তদন্ত করবেন বা যথাযথ তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডন করবেন। জনগণের করের কোটি-কোটি টাকা ভোট সংগ্রহ বা গদি বাঁচানোর ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ব্যয় হয়ে থাকলে, তা সরকারের পক্ষেও অস্বস্তির। আশা করা যায় বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই ফের তুলে ধরতে পারবেন। তাতে মূল্যবৃদ্ধি-অতিমারিতে বিদ্ধ সাধারণ মানুষও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

*
জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।
কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

*

পাঠকের চিঠি

ভারত-জাপান সম্পর্ক

বৈচিত্রময়ী সর্বসংস্কৃতিগ্রাহক ভারতবর্ষে 'মহামানবের সাগরতীরে', 'শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল/ একদেহে হল লীন'। প্রাচীনকাল থেকেই অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির মতো, সূর্যোদয়ের দেশ নিপ্পন বা জাপানের সংস্কৃতিও এসে মিশেছে ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনস্রোতে। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন জাপানি বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী— ওকাকুরা তেনশিন। জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া-র ছবির গীতিময়তার সঙ্গে আমরা সহজেই সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার সারল্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। জাপানি 'ইকেবানা', 'বনসাই', 'ওরিগামি', 'রিকশা' শব্দগুলি আজ বঙ্গভাষাতে সুমিশ্রিত। জাপানি চা-সংস্কৃতি, বাংলার ঘরে ঘরে। এখানে অতীতে ভারত-জাপান সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

১। শিকাগো ধর্মমহাসভাতে যাওয়ার পথে জাপানের নাগাসাকি ও কোবে শহরদুটিতে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

২। জাপানিরা একসময় ভারতকে 'তেনজিকু' (স্বর্গ) বলে উল্লেখ করতেন।

৩। গোয়া এবং জাপানের কিউস্ড দ্বীপের অন্তর্গত কাগোশিমা শহরের মধ্যে ধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় স্পেনের জেসুইট ধর্মযাজক— সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-এর মাধ্যমে।

৪। জাপানি ধর্মে দেবতা দাইকোকুতেন-এর সঙ্গে শিব বা মহাকাল, বোনতেন-এর সঙ্গে ব্রহ্মা, কাতেন-এর সঙ্গে অগ্নিদেব এবং দেবী বেন্তজাইতেন-এর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে।

৫। জাপানের 'ইয়াসাকা জিনজা' নামক ধর্মীয় উৎসবটি প্রভাবিত হয়েছে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবটির দ্বারা।

৬। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ— বোধিসেন, জাপানের নারা শহরে ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত শেখাতে শুরু করেন।

৭। জাপানের 'হিরাগানা' আর 'কাতাকানা' বর্ণমালাগুলি, অনেকাংশেই সংস্কৃত দেবনাগরী বর্ণমালা দ্বারা প্রভাবিত।

৮। ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে জাপানি ভাষাতে লেখা হয় 'কোনজাকু মোনোগাতারি' বইটি।

৯। ভারতীয় 'বীণা' বাদ্যযন্ত্র থেকে এসেছে জাপানি 'বিওয়া' বাদ্যযন্ত্রটি।

১০। ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র— ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে জাপানের দু'টি 'কাবুকি' নৃত্যনাট্য— 'নারুকামি' এবং 'ইক্কাকু সেন্নিন'।

১১। দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত শিল্পীর অঙ্কন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে জাপানের হোরিয়ুজি মন্দিরের দেওয়ালচিত্র বা ফ্রেস্কোগুলি।

১২। ৭৫২ খ্রিস্টাব্দে জাপানের তোদাজি মন্দিরে বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি— 'দাই বুৎসু' নির্মাণ করেন ভিক্ষু বোধিসেন।

১৩। ভারত থেকে আমদানি করা তুলো থেকে উৎপন্ন সুতোর ওপর ভিত্তি করে, ১৮৮৮ সালে তাকাশি মাসুদা এবং দাইচি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রধান এইচি শিবুসুউয়ার উদ্যোগে স্থাপিত হয় ওসাকা স্পিনিং মিল।

১৪। ১৮৯৩ সালের ২৪ জুন 'ভেরোনা' জাহাজে করে জাপানের দিকে রওনা দেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৫। ওকাকুরা তেনশিন-এর 'আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট' গ্রন্থটির সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং করেন ভগিনী নিবেদিতা।

কৌশিক রায়
সহশিক্ষক (ইংরেজি), আবেশকুড়ি উচ্চ মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)
সবরণদিঘি, পোঃ সর্বমঙ্গলা, থানা-গঙ্গারামপুর

খবরের পাতা

*

১ জুন - ৩০ জুন

আ ন্ত র্জা তি ক

লন্ডনে আয়োজিত জি-৭ বৈঠক

১১ থেকে ১৩ জুন লন্ডনে আয়োজিত হল ৪৭তম জি-৭ বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জোটের নয় সদস্য দেশেরই শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পরে যে যৌথ বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে নাম করেই তোপ দাগা হয়েছে বেজিংয়ের বিরুদ্ধে।

এবারের জি-৭ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মর্কেল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের তরফে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরশুলা ভন ডার লেয়েন ও ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিখেল। এ ছাড়া আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুন জায়ে-ইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা।

এই বৈঠকের পর মনে করা হচ্ছে, ফের একটি ঠান্ডা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব, যার এক দিকে বিশ্বের উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলির জোট জি-৭, অন্য দিকে চিন। বৈঠকের পরে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বেজিংয়ের নিন্দা করা হয়েছে। হংকংয়ে আন্দোলনকারীদের উপর নিপীড়নেরও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'চিনের উচিত মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধি আরও দায়িত্ব সহকারে মেনে চলা।'

এখানেই যদিও শেষ নয়, বেজিংকে টেক্কা দিতে এবার তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বি আর আই) বিকল্প হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেছে জি-৭। নতুন ওই পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করা হবে।

অন্য দিকে, জি-৭ গোষ্ঠীর দেশগুলিকে নিয়ে পালটা বিরূপ মন্তব্য করেছে চিন। এদিন লন্ডনে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ছোট একটি গোষ্ঠীর' তরফে বিশ্বের ভাগ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কোভিডের উৎস অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া নিয়েও সরব হয়েছে বেজিং।

জি-৭ গোষ্ঠীর শীর্ষ বৈঠকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বক্তৃতা দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিডের মতো অতিমারি রুখতে 'এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য নীতি' গড়ে তোলা, গোটা বিশ্বে প্রতিষেধকের সুষম বণ্টনকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বিভিন্ন দেশে টিকা তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করে দেওয়ার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব চুক্তি (ট্রিপস) তুলে নেওয়ার বিষয়গুলিতে জোর দিয়েছেন মোদী।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের ধন্যবাদ জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

কানাডায়*তাপপ্রবাহে মৃত ২৩০

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে ভারতের মরুশহরের তাপমাত্রাকেও টেক্কা দিল শীতল আবহাওয়ার দেশ কানাডা। ২৫ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে সেখানে প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছোঁয় তাপমাত্রার পারদ। ঘটেছে প্রাণহানি।

ওই সময়ের মধ্যে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে প্রবল তাপপ্রবাহের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২৩০ জন বাসিন্দা। ভ্যাঙ্কুভারেও কমপক্ষে ৬৯ জনের প্রাণ কেড়েছে এই নজিরবিহীন আবহাওয়া। উচ্চ তাপমাত্রার কারণেই ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং আলবার্টার মতোই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ইউকনের বহু জায়গায় বিশেষ সতর্কতা জারি করে সরকার। এই পরিস্থিতিতে একাধিক জায়গায় কোভিড টিকাকরণ বন্ধ রাখা হয়। আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে স্কুলগুলিও।

এই 'বিরল সপ্তাহের' আগে কানাডায় শেষ কবে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা উঠেছিল মনে করতে পারছেন না প্রশাসনের কর্তারা। ৪৫ ডিগ্রিও কয়েক দশক আগের রেকর্ড। বাড়তে থাকা তাপমাত্রার জেরে তৈরি হওয়া সংকট মোকাবিলায় যেমন বাসিন্দারা প্রস্তুত ছিলেন না, তেমনই প্রস্তুতি ছিল না সরকারেরও। যে কারণে সমস্যা আরও বেড়েছে বলে দাবি প্রশাসনিক কর্তাদেরই একাংশের।

ইরানের নয়া প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি

হাসান রৌহানিকে সরিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন সে দেশের অতিরক্ষণশীল কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতা ইব্রাহিম রাইসি। ১৯ জুন ইরানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৬১.৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হয়েছেন কমব্যাট্যান্ট স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের নেতা তথা ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের শিষ্য রাইসি।

বস্তুত রাইসির নির্বাচন একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। তাঁর বেশির ভাগ প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ভোটগ্রহণ পর্ব শুরুর আগে বাতিল করে দিয়েছিলেন খামেনেই। যে-তিন মধ্যপন্থী নেতা শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন, সেই রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট অব ইসলামিক ইরানের মহসেন রেজাই, এক্সিকিউটিভস অব কনস্ট্রাকশনস অব ইরান পার্টির আব্দলনাসের হেম্মতি এবং ইসলামিক ল পার্টির আমির-হোসেন হাশেমিও চূড়ান্ত গণনার আগেই হার স্বীকার করে নেন। এক কোটিরও বেশি

ভোট পড়ে ৬০ বছরের রাইসির পক্ষে।

নতুন প্রেসিডেন্টের সামনে চ্যালেঞ্জ অবশ্য অনেক।

ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিলেন ইরানের উপর। এর ফলে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বেকারত্ব আর মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত দেশের মানুষ। জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পর এই চুক্তি নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাইসিকে ওয়াশিংটন কী ভাবে গ্রহণ করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ এক সময় এই রাইসির উপরই একাধিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল আমেরিকা।

১৯৮৮ সালে রাজনৈতিক বন্দিদের গণহত্যার বিতর্কিত রায় দিয়েছিলেন ইরানের তৎকালীন বিচার বিভাগীয় প্রধান রাইসি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আমেরিকা-সহ অর্ধেক বিশ্বের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

আবার, ইরানের সাধারণ মানুষের একাংশ রাইসির জয়ে খুশি নন। রাইসির জয় নারী-স্বাধীনতার পক্ষে অন্যতম বাধা বলেও মনে করছেন তাঁরা।

ফ্লয়েড খুনে সাড়ে বাইশ বছর কারাদণ্ড

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড হত্যার মামলায় বাইশ বছর ছ'মাসের কারাদণ্ড হল প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক ডেরেক শভিনের। ২৬ জুন মিনেসোটার এক আদালত এই সাজা ঘোষণা করেছে।

রায় ঘোষণার আগে অনলাইনে ফ্লয়েডের সাত বছরের মেয়ে জিয়ানা এবং ডেরেকের মা ক্যারোলিনের সঙ্গে কথা বলেন জুরিরা। সাড়ে বাইশ বছর হাজতবাসের সাজা শুনেও ভেঙে পড়েনি শভিন। বরং ফ্লয়েডের আইনজীবীর দাবির তুলনায় কম মেয়াদের কারাদণ্ড হওয়ায় বিচারককে ধন্যবাদ জানিয়েছে সে। পাশাপাশি ফ্লয়েডের পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে সে বলে, 'খানিকটা হলেও শান্তি পাবেন ওঁরা।' যদিও এদিনও নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়নি ওই প্রাক্তন পুলিশকর্মী।

রায় ঘোষণা করে বিচারক পিটার কাহিল বলেন, 'ডেরেকের প্রতি কোনও রকম সহানুভূতি দেখানো হয়নি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সে তার পদের প্রতি যে-অনাস্থার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এবং ফ্লয়েডের প্রতি যে-নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে, তার ভিত্তিতেই সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।'

ফ্লয়েডের আইনজীবী বেন ক্রাম্প টুইটারে এই রায়কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'এই রায় দেশকে এগিয়ে দেবে। ফ্লয়েডের পরিবারের ক্ষত আরও একটু নিরাময় হবে।' তবে রায় শুনে হতাশ ফ্লয়েডের পরিবার। মিনিয়াপোলিসে এই ধরনের অপরাধে সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনকারীদের একাংশও এই রায়ে সন্তুষ্ট নন। ডেরেকের আরও কড়া শাস্তি চেয়েছিলেন তাঁরা।

সাজা ঘোষণার পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'কোন বিষয়গুলিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমি জানি না, তবে আইনের পথে এই সাজা আমি যথাযথ মনে করছি।'

প্রসঙ্গত, গত ২১ এপ্রিল ডেরেক শভিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এদিন সাজা ঘোষণার কথা থাকায় আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আটোসাঁটো করা হয়। মোতায়েন করা হয় বিপুল নিরাপত্তা বাহিনী।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৫ মে পাড়ার একটি দোকানে গিয়েছিলেন বছর ছেচল্লিশের ফ্লয়েড। অভিযোগ, দোকানে একটি ২০ ডলারের জাল নোট চালানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। দোকানের সামনে ফ্লয়েডকে আটকায় তিন পুলিশ অফিসার। তারপর তাঁকে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে অফিসার শভিন। ৯ মিনিট ২৯ সেকেন্ড এ ভাবেই ফ্লয়েডকে চেপে ধরে রেখেছিল সে। এই সময়ে অন্তত ২৭ বার 'নিঃশ্বাস নিতে পারছি না' বলতে বলতে থেমে যান ফ্লয়েড। হাসপাতালে পাঠানো হলে ফ্লয়েডকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ প্রথমে বিবৃতি দিয়ে জানায়, গ্রেপ্তারিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ফ্লয়েড। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেই আঘাত লাগে তাঁর। কিন্তু তা অসত্য বলে প্রমাণিত হয় জনৈক ডার্নেলা ফ্রেজিয়ারের মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ভিডিও প্রকাশ্যে এলে। এই ভিডিও সামনে আসার পর 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। চাপের মুখে শভিন ও তার দুই সঙ্গীকে বরখাস্ত করে মিনেসোটা পুলিশ।

জেনেভায় বাইডেন-পুতিন বৈঠক

জেনেভায় এক শতাব্দীপ্রাচীন ভিলায় ১৬ জুন প্রথম বার মুখোমুখি বৈঠক করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ছিলেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

জেনেভা হ্রদের ধারে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন ভিলায় ঘণ্টা দেড়েকের এই বৈঠকে নির্দিষ্ট ভাবে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি। কোনও যৌথ সাংবাদিক বৈঠকও করেননি দুই রাষ্ট্রনেতা। তবে বৈঠক শেষে পুতিন জানান, বৈঠক ছিল পুরোপুরি গঠনমূলক।

কূটনৈতিক মহলের মতে, বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, সাইবার-হানা, রাশিয়ার জেলবন্দি বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির মুক্তি এবং রাশিয়ার হাতে 'বন্দি' মার্কিনিদের বিষয় উঠে এসেছে আলোচনায়।

অন্য দিকে কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা সংশয় প্রকাশ করেছেন পুতিনের 'গঠনমূলক' বৈঠকের দাবি নিয়েও। কারণ, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সেরে বেরোনোর পরই গত জানুয়ারিতে আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে হামলা চালানো দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পুতিন। সেই সঙ্গেই রুশ প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, তাঁর দেশের বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে তিনি কথা বলতে চান না। পুতিনের কথায়, 'গত কয়েক মাসে আমেরিকায় নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আমি আমেরিকার মানুষের সহমর্মী। আমরা কখনও চাইব না আমাদের দেশেও এই ধরনের (বর্ণবিদ্বেষী) কোনও ঘটনা ঘটুক। আবার অন্য দিকে, ক্যাপিটলে প্রায় ৪০০ জন মানুষ রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের অনৈতিক ভাবে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁদের জঙ্গিও বলা হচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে আক্রমণ ও তাঁর কারাবাসের বিষয়ে মার্কিন সরকার যাতে কোনও হস্তক্ষেপ না করে সেজন্যই পালটা বর্ণবিদ্বেষী হামলা ও ক্যাপিটল হিল প্রসঙ্গ তুলেছেন পুতিন। যদিও ক্ষুব্ধ বাইডেনের বক্তব্য, 'এই দু'টো বিষয়কে এক করে দেওয়া তো হাস্যকর।'

পাকিস্তানে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত ৫০

পাকিস্তানের দক্ষিণ সিন্ধু প্রদেশে একই লাইনের উপরে দু'টি যাত্রিবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫০ জনের। আহত শতাধিক। ৭ জুন ভোরবেলা ঘোটকি জেলার রেতি ও ধারকি স্টেশনের মঝামাঝি স্থানে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে তিনটের সময় করাচি থেকে সরগোদাগামী মিল্লত এক্সপ্রেসের বেশ কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনে নেমে যায়। সে সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিল রাওয়ালপিন্ডি থেকে করাচিগামী স্যর সৈয়দ এক্সপ্রেস। মিল্লত এক্সপ্রেসের কামরাগুলির সঙ্গে সৈয়দ এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হয়। তার ফলেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। সংঘর্ষের তীব্রতায় অন্তত ছ'টি কামরা দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনার সময় দুই ট্রেনের মোট ১,২০০ জন যাত্রীর বেশির ভাগই ঘুমোচ্ছিলেন।

স্থানীয় কৃষক ও গ্রামবাসীরা দুর্ঘটনার কথা প্রথম জানতে পারেন। দ্রুত উদ্ধারকার্যও শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এই ঘটনায় মর্মাহত বলে জানিয়ে ঘটনার পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ জানিয়েছেন, যে-লাইনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা ১৮৯০ সালে তৈরি। ফলে সেটির অবিলম্বে রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

পুলিৎজার দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূতের

সাংবাদিকতার পুলিৎজার পুরস্কার জিতে নিলেন মেঘা রাজাগোপালন এবং নীল বেদি। দুজনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ১২ জুন ঘোষিত হল এ বছরের 'আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং' বিভাগের পুলিৎজার।

চিনের শিনজিয়াং প্রদেশে প্রশাসনের তৈরি গোপন ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে মেঘা রাজাগোপালনের অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনটি নজর কেড়েছিল বিশ্বের কূটনৈতিক মহলের। একটি নিউজ ওয়েবসাইটের সাংবাদিক মেঘা ২০১৭ সালে গোপন সূত্রে খবর পান, চিনের অশান্ত শিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের অন্যায় ভাবে বন্দি করা হচ্ছে। গড়ে উঠেছে একাধিক ডিটেনশন ক্যাম্প। চিনা প্রশাসন যদিও তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়নি আন্তর্জাতিক মহলকে। মেঘা সেখানে পৌঁছে যান। কিন্তু বিপদ বাড়ে চিনা প্রশাসন তাঁর উপস্থিতি ও উদ্দেশ্যের কথা জেনে ফেলার পর। ভিসা ফিরিয়ে নিয়ে সে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয় মেঘাকে। তাতে দমে যাননি এই সাংবাদিক। ১০ লক্ষেরও বেশি উইঘুর, কাজাক এবং অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘুদের চিনা প্রশাসন কোথায় আটক করে রাখছে, তা জানতে উপগ্রহ চিত্র-সহ শিনজিয়াং অঞ্চলের প্রায় ৫০ হাজার ছবি বিশ্লেষণ করে দেখেন তিনি। প্রায় ২৫০টি ভবন চিহ্নিত করেন, যা নিঃসন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্প। এই ডিটেনশন ক্যাম্পগুলি থেকে পালিয়ে এসে কাজাকস্তানে আশ্রয় নেওয়া কয়েক জনের সঙ্গেও তিনি সরাসরি গিয়ে কথা বলেন। এই বিপুল তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে মেঘা রাজাগোপালনের প্রতিবেদনটি চিন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যাবতীয় কীর্তিকলাপ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এই প্রতিবেদনটি তৈরি করতে মেঘাকে সাহায্য করেন স্থাপত্যের ফরেন্সিক পর্যালোচনা ও উপগ্রহ চিত্রের বিশ্লেষণে পারদর্শী অ্যালিসন কিলিং এবং প্রোগ্রামার খ্রিস্টো বুসচেক। পুলিৎজারের তরফে সম্মান জানানো হয়েছে মেঘার এই দুই সহযোগীকেও।

অন্য দিকে, নাগরিকদের উপর প্যাসকো কাউন্টির শেরিফের দপ্তরের আপত্তিজনক নজরদারি ফাঁস করে 'স্থানীয় রিপোর্টিং' বিভাগে পুরস্কার জিতলেন নীল বেদি। কম্পিউটার অ্যালগরিদম-এর ভিত্তিতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ নিশানা করছিল শিশু-সহ প্যাসকো কাউন্টির একাধিক বাসিন্দাকে। কারা আগামী দিনে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে তারই পূর্বাভাস দেয় এই প্রযুক্তি। সহকর্মী সাংবাদিক ক্যাথলিন ম্যাকগ্রোরিকে নিয়ে বিষয়টির অনুসন্ধানে নামেন নীল। এক্ষেত্রেও নীলের সঙ্গে ম্যাকগ্রোরিকে যৌথ ভাবে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

জা তী য়

বিনামূল্যে টিকার ঘোষণা কেন্দ্রের
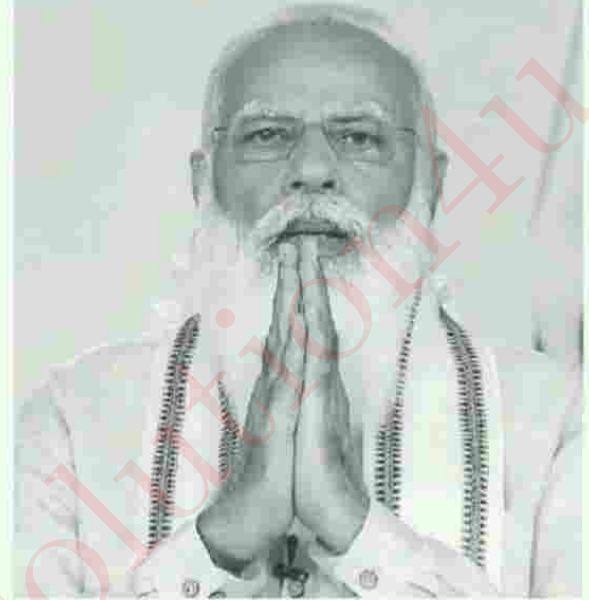
৭ জুন বিকেল পাঁচটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের টিকা-নীতি বদলানোর কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, বিরোধীদের পাশাপাশি বি জে পি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চাপ, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সামলানোয় কেন্দ্রের ব্যর্থতা এবং 'ব্র্যান্ড মোদী' ধারণার জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়তেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৮-৪৪ বছর বয়সিদের জন্য টিকাও এখন থেকে কেন্দ্রই বিনামূল্যে জোগাবে রাজ্য সরকারগুলিকে। এত দিন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ছিল, স্বাস্থ্যকর্মী, ফ্রন্টলাইন কর্মী বাদে কেন্দ্র কেবল ৪৫ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য রাজ্যকে টিকার জোগান দেবে। ১৮-৪৪ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়ার দায় রাজ্যের। এদিন নরেন্দ্র মোদী জানান, ২১ জুন, যোগদিবস থেকে সকলের জন্যই টিকা সরবরাহ করবে কেন্দ্র।

বেসরকারি হাসপাতালে কোভিডের তিনটি টিকার সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। ১৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ ও জি এস টি-সহ কোভিশিল্ড টিকা নেওয়ার জন্য ৭৮০ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। কোভ্যাক্সিনের সর্বোচ্চ দাম ১,৪১০ টাকা এবং স্পুটনিক ভি-র দাম ১,১৪৫ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে অবশ্য টিকা নিখরচাতেই মিলবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'ফেব্রুয়ারি থেকে বার বার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি, সবাইকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হোক। চার মাস পরে, চাপের মুখে উনি সেটা শুনলেন। দুঃখের কথা হল, প্রধানমন্ত্রীর এই দেরিতে সিদ্ধান্তের কারণে অনেকেই প্রাণ হারালেন।'

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ কেন্দ্রের পুরনো টিকা-নীতিকে আগেই 'খামখেয়ালি' ও 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়েছিল। প্রশ্ন তুলেছিল, কেন্দ্র কেন সকলকে টিকা দেবে না? টিকার জন্য বরাদ্দ ৩৫ হাজার কোটি টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে? সব বিরোধী দল, বি জে পি, অ-বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলি দাবি তুলেছিল, কেন্দ্রই সকলের জন্য টিকা কিনে রাজ্য প্রশাসনের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিলি করুক। মনে করা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে সকলের জন্য বিনামূল্যে টিকাকরণের নির্দেশ দিয়ে দিতে পারে— এমন আশঙ্কাও তড়িঘড়ি নীতি পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে এই নিয়ে তিন বার টিকা-নীতির বদল হল। ১৬ জানুয়ারি থেকে শুধু ৪৫ বছরের বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। ১ মে থেকে ১৮-৪৪ বয়সিদের টিকার ছাড়পত্র দিলেও তা রাজ্যকে দিতে হবে বলে কেন্দ্র জানায়। এবার ২১ জুন থেকে কেন্দ্র সকলের টিকার খরচ জোগাবে বলে জানাল। যদিও নীতি বদলালেও যথেষ্ট টিকার অভাব ক্রমশই দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলছে।

সুইস ব্যাঙ্কে জমা টাকার রেকর্ড বৃদ্ধি

সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিল। ২০২০ সালে তা ২০,৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ১৩ বছরে সর্বোচ্চ।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমানো টাকার পরিমাণ তুলনায় কিছুটা কম থাকলেও, এবার ২৮৬ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে সেই পরিমাণ।

১৮ জুন সুইৎজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ কমলেও বন্ড, সিকিউরিটিজ ও অন্যান্য ভাবে সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ বিপুল ভাবে বেড়েছে। অন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুইস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণও বেড়েছে।

২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের প্রচারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে তিন বছরের মধ্যে বিদেশে গচ্ছিত সমস্ত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে এনে গরিবদের মধ্যে বিলি করে দেবেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, ইউ পি এ সরকারের বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরানোর 'হিম্মত' নেই। কারণ কংগ্রেসের লোকেরাই এই 'পাপ'-এ ডুবে রয়েছে। পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে এদিন কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, 'তিন বছরের বদলে সাত বছর কেটে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কি ইচ্ছাশক্তি নেই? নাকি ওই সব অর্থ তাঁর বন্ধুদের?'

অর্থ দপ্তরের কর্তাদের অবশ্য বক্তব্য, সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ মানেই তা করফাঁকির কালো টাকা নয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সুইস ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখায় জমা অর্থও রয়েছে। বিভিন্ন ট্রাস্ট, সংস্থাও টাকা রাখে। অতীতে ভারত ও সুইৎজারল্যান্ড, দুই দেশই বলে এসেছে, বি আই এস (ব্যাঙ্ক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্ট)-এর পরিসংখ্যান থেকে আরও ভালো ভাবে বোঝা যায়, ব্যক্তিগত স্তরে ভারতীয়রা কতখানি অর্থ জমা রেখেছেন। এবার সেই পরিসংখ্যানও বলছে, ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০-তে ভারতীয়দের জমা অর্থের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ বেড়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ থেকে ভারত ও সুইৎজারল্যান্ডের মধ্যে কর জমা সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান শুরু হয়েছে। তার পরেও কেন সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর প্রবণতা বাড়ছে, এ নিয়ে সরকারি ব্যাখ্যা মেলেনি।

কেন্দ্র-টুইটার চাপান উতোর

বাগযুদ্ধ চলছিলই। ৫ জুন খোদ উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং আর এস এসের পাঁচ শীর্ষ নেতার অ্যাকাউন্টের 'নীল টিক' মুছে দেওয়ার পর টুইটারের সঙ্গে চরমে উঠল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ। ২৫ মে থেকে চালু হওয়া তথ্য-প্রযুক্তি বিধি অবিলম্বে মানার জন্য টুইটারকে নোটিস পাঠাল কেন্দ্র।

টুইটারে নীল টিক দিয়ে বোঝানো হয়, অ্যাকাউন্টটি যে ভুয়ো নয় তা যাচাই করে দেখা হয়েছে (ভেরিফায়েড)। এদিন আচমকাই উপরাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে সেই চিহ্ন মুছে ফেলে টুইটার। যুক্তি, দীর্ঘদিন ধরে অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় রয়েছে। একই যুক্তিতে আর এস এস-প্রধান মোহন ভাগবত ও সঙ্ঘের চার শীর্ষস্থানীয় নেতা সুরেশ সোনি, অরুণ কুমার, সুরেশ জোশী ও কৃষ্ণ কুমারের অ্যাকাউন্ট থেকেও উধাও হয়ে যায় নীল টিক। পরে অবশ্য সকলের নীল টিক ফিরে আসে। কিন্তু তার আগে মাইক্রো ব্লগিং সংস্থাটিকে চরম হুঁশিয়ারি পাঠায় কেন্দ্র।

ভারতে ৫০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে, এমন সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলির জন্য নতুন তথ্য-প্রযুক্তি বিধিতে কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্য সংস্থাগুলি তা মানলেও টুইটার তা এখনও পর্যন্ত মানেনি। অবিলম্বে তা না মানলে ওই বিধির সুরক্ষাগুলি টুইটার পাবে না এবং ২০০০ সালের তথ্য-প্রযুক্তি আইনে সরকার পদক্ষেপ করতে পারবে বলে সংস্থাটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টুইটারের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযোগের ফিরিস্তি যথেষ্টই দীর্ঘ।

● নতুন তথ্য-প্রযুক্তি বিধি অনুযায়ী, সামাজিক মাধ্যম-

সংস্থাগুলিকে ভারতে বসবাসকারী চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার, গ্রিভান্স অফিসার ও নোডাল কন্টাক্ট পার্সন নিয়োগ করতেই হবে। ভারতে টুইটার ব্যবহার করেন ১.৭৫ কোটি মানুষ। সরকারি নোটিসে দাবি করা হয়েছে, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা চালানোর পরেও ভারতীয়দের অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করছে টুইটার। টুইটারের প্রতিনিধি দিল্লি হাইকোর্টকে গত ৩১ মে অবশ্য জানিয়েছেন, ২৮ মে তাঁরা গ্রিভান্স অফিসার নিয়োগ করেছেন।

● নতুন তথ্য-প্রযুক্তি বিধিতে বলা হয়েছে, নগ্নতা বা পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত পোস্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং আপত্তিকর হিসেবে চিহ্নিত (ফ্ল্যাগড) পোস্ট ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সরকার আপত্তি জানানোর পরও কিছু পোস্ট সরাতে টুইটার অস্বীকার করেছে। বরং কয়েক জন বি জে পি নেতার পোস্টকে তারা 'ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

● করোনা ভাইরাসের ডেল্টা স্ট্রেনকে 'ভারতীয় স্ট্রেন' বলা হয়েছে, এমন পোস্ট তারা বহাল রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে।

● সরকার দেশের 'নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর' পোস্টের উৎস জানতে চাইতে পারবে, নতুন বিধিতে সরকারের তরফে দেওয়া এই শর্তের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানিয়েছে টুইটার। দাবি জানিয়েছে বিধি বদলের।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক কড়া ভাষায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টুইটার দেশের আইন ও বিধি মানুক। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের আইনকে তারা নিজের পথে ও মতে চালিত করার চেষ্টা যেন না করে।

ছাড়পত্র পেল চতুর্থ টিকা মডার্না

মডার্নার তৈরি করোনার প্রতিষেধকটি ভারতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হল। এর আগে তিনটি প্রতিষেধক— কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন এবং স্পুটনিক-ভি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সবুজ সংকেত পেয়েছে। ২৯ জুন সেই তালিকায় যুক্ত হল মডার্নার নাম।

মার্কিন সংস্থা মডার্নার তৈরি টিকা আমদানি করার অনুমতি পেয়েছে সিপলা সংস্থা। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৯৬ কোটি মানুষকে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। সে জন্য জুলাই-অগস্ট মাস থেকে রোজ ১ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন ও স্পুটনিকের পাশাপাশি অন্য বিদেশি টিকার জোগান না বাড়ালে সেই লক্ষ্যমাত্রা যে ছোঁয়া সম্ভব নয়, তা বুঝেই মডার্না-সহ একাধিক বিদেশি সংস্থার টিকাকে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সিপলার মাধ্যমে মডার্নার আবেদন খতিয়ে দেখে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে তা দেশে ব্যবহারের সবুজ সংকেত দিয়েছে ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ডি সি জি আই)। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাংবাদিক সম্মেলনে নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) বিনোদ পল জানান, মডার্নার পরে ছাড়পত্র পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে ফাইজার।

বর্তমানে ভারতে যে-তিনটি টিকার মাধ্যমে টিকাকরণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে কার্যকারিতার প্রশ্নে অবশ্য এগিয়ে রয়েছে মডার্না। এর কার্যকারিতার হার প্রায় ৯৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের কোভ্যাক্স প্রকল্পের আওতায় প্রথমে অনুদান হিসেবে সিপলার মাধ্যমে টিকা ভারতে পাঠাবে মডার্না। পরবর্তী ধাপে সিপলার সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে এ দেশে ধারাবাহিক ভাবে টিকা পাঠানো শুরু হবে। মডার্না ও ফাইজারের টিকা হল এম আর এন এ (মেসেঞ্জার আর এন এ) নির্ভর প্রতিষেধক। এই প্রতিষেধকের মাধ্যমে শরীরে প্রথমে করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরি হয়। ওই প্রোটিন যে-বহিরাগত, তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী ধাপে শরীর ওই প্রোটিনের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তোলে। ফলে ভবিষ্যতে শরীরে করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে স্পাইক প্রোটিন প্রবেশ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা দ্রুত সেই বহিরাগত শত্রুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। ফলে এই প্রতিষেধক-প্রাপকেরা করোনা আক্রান্ত হলেও, তাঁদের দেহে মৃদু উপসর্গ দেখা যায় এবং এঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে যান।

সাংবাদিক-রক্ষাকবচে জোর সুপ্রিম কোর্টে

সরকারের সঙ্গে ভিন্ন মত প্রকাশ করার অর্থ রাষ্ট্রদ্রোহ নয়। এ দেশের সাংবাদিকদের সেই অধিকার রয়েছে। বিনোদ দুয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা খারিজ করে দিয়ে ৩ জুন দেশের শীর্ষ আদালত মনে করাল, ১৯৬২ সালে কেদারনাথ সিংহ মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টই এই রায় দিয়ে রেখেছে।

প্রবীণ সাংবাদিক বিনোদ দুয়ার বিরুদ্ধে হিমাচল প্রদেশের এক স্থানীয় বি জে পি নেতা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে এফ

আই আর দায়ের করেন। ওই বি জে পি নেতার অভিযোগ ছিল, দুয়া গত বছর তাঁর একটি অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভোট পেতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মৃত্যুকে হাতিয়ার করেছেন। নেতার বক্তব্য, এই মন্তব্যের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য নষ্ট হবে।

দুয়া সুপ্রিম কোর্টে সুরাহা চেয়েছিলেন। গত জুনে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, দুয়াকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। আর এদিন বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত ও বিচারপতি বিনীত সরণের বেঞ্চ জানায়, কেদারনাথ সিংহ মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আগেই বলে রেখেছে, ভিন্ন মত প্রকাশ রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়। ১৯৬২ সালের ওই রায়ে আদালত রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বলেছিল, যে-কোনও নির্বাচিত সরকারের কাজকর্ম ঠিক মতো চলার জন্যই বাক-স্বাধীনতা, সরকারের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা জরুরি।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের সমালোচনা করায় বা খামতি তুলে ধরায় বহু সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনে মামলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তিন দিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট অন্ধ্রপ্রদেশে সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নতুন করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

জম্মু-কাশ্মীরের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ করে একে দু'টি কেন্দ্র-শাসিত এলাকায় ভাগ করার প্রায় দু'বছর পর, ২৪ জুন, প্রথম বার উপত্যকার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিধানসভা ভোটের পরে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পেতে পারে বলে বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী কাশ্মীরের সঙ্গে 'দিল্লি কি দূরী, ঔর দিল কি দূরী' মেটানোর কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক চলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ, জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং জম্মু-কাশ্মীরের আটটি রাজনৈতিক দলের ১৪ জন নেতা-নেত্রী।

পিপলস কনফারেন্সের নেতা মুজফফর হুসেন বেগ জানিয়েছেন, বৈঠকে উপত্যকার প্রায় সব নেতাই জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ সারার পরে বাকি কাজ হবে। তবে বিরোধীদের সন্দেহ, আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জম্মু এলাকার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত করতে চায় বি জে পি।

পরে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন, 'জম্মু-কাশ্মীরে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করাই সরকারের লক্ষ্য। আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ দ্রুত সারার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচিত সরকার পায়।'

বৈঠকে অমিত শাহও ধাপে ধাপে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। তাঁর টুইট, 'আসন পুনর্বিন্যাস ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার পথে অন্যতম মাইলফলক। সংসদে আমরা সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলাম।'

এই বৈঠককে স্বাগত জানালেও ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা বলেন, 'দু'বছর আগে এই বৈঠক ডাকলে ভালো হত। প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লি আর হৃদয়ের দূরত্ব ঘোচানোর কথা বললেও একটি বৈঠকে তা হওয়ার নয়। এই মুহূর্তে আমাদের মূল লক্ষ্য রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা।'

অ র্থ নী তি

আরও চড়া মূল্যবৃদ্ধির হার

মূল্যবৃদ্ধির হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। পাইকারি এবং খুচরো, দুই বাজারেই। ১৪ জুন প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, মে মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশের দোরগোড়ায় পৌঁছে নতুন রেকর্ড গড়েছে। খুচরো মূল্যবৃদ্ধি ৬.৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

মূল্যবৃদ্ধির হারের এই ঊর্দ্ধগামিতা বিষয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞেরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণত জ্বালানির দাম বাড়লে, পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়ে। এর প্রভাব পড়ে জিনিসপত্রের দামে। অর্থনীতিবিদরা তাই দেশে জ্বালানির দরের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন, একেই চিকিৎসার খরচ বেড়েছে, তার উপর জ্বালানি তেলের মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম এত বাড়লে মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানা সম্ভব হবে না। উলটে অত্যাবশ্যক পণ্য কিনতে গিয়ে, অত্যাবশ্যক নয় এমন জিনিসের জন্য খরচ ছাঁটবেন সাধারণ মানুষ। ফলে চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর গোটা প্রয়াসই বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

পরিসংখ্যানও বলছে, গত মাসে পাইকারি বাজারে জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৩৭.৬১ শতাংশ আর খুচরো বাজারে ১১.৫৮ শতাংশ। এর ধাক্কায় পাইকারি বাজারে যথাক্রমে ৯.০৩ শতাংশ, ১৫.১৬ শতাংশ, ১১.৯৮ শতাংশ এবং ৯.৩৯ শতাংশ হারে বেড়েছে মাছ-মাংস, ডিম, ফল এবং ডালের দাম। খুচরো বাজারেও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ৫.০১ শতাংশ।

নয়া রেকর্ড সূচকের

করোনার ধাক্কায় গত অর্থবর্ষে জি ডি পি তলিয়ে যাওয়াই হোক বা চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই— কোনও কিছুই দমিয়ে রাখতে পারছে না শেয়ার বাজারকে। ৩ জুন ৩৮২.৯৫ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স থেমেছে ৫২,২৩২.৪৩ অঙ্কে, যা নতুন রেকর্ড। নিফ্‌টি গত কয়েক দিন ধরেই নজির গড়ছে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১১৪.১৫ পয়েন্ট বেড়ে সূচকটি দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৯০.৩৫ অঙ্কে।

সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, গত এক-দেড় সপ্তাহে সংক্রমণ কমা এবং গত অর্থবর্ষে বেশ কিছু সংস্থার ভালো বাণিজ্য সূচকের বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, অর্থনীতি জুলাই থেকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং আগামী দিনে তা ভালো ফল করবে। সেই আস্থাই লগ্নিকারীদের বাজারে আসার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যা সূচককে রেকর্ড উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

যদিও বিশেষজ্ঞদের অন্য অংশ মনে করাচ্ছে, অর্থনীতির উন্নতির পক্ষে এখনও পাকাপোক্ত পরিসংখ্যান মেলেনি। যেটা ভালো মনে হচ্ছে, তার অধিকাংশই গত বছরের তলানিতে চলে যাওয়া পরিসংখ্যানের ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তার উপরে করোনাকে যুঝতে রাজ্যে রাজ্যে লকডাউনও অর্থনীতির দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ফলে বাজারের এতটা উত্থান ধরে রাখা মুশকিল। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কও বার্ষিক রিপোর্টে এই টানা উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কোভিড-অর্থনীতি সামলাতে আট দফা ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

সাধারণ মানুষ ও ছোট-মাঝারি শিল্পকে সুরাহা দিতে ২৮ জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আট দফা ঘোষণা করেন। আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেও আট দফা ঘোষণা হয়েছে। মূলত ঋণ-গ্যারান্টি প্রকল্পের আওতা ও মেয়াদ বৃদ্ধি, অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক ক্ষেত্রগুলির জন্য সহজে ঋণের ব্যবস্থাই রয়েছে এই ঘোষণার ভরকেন্দ্রে। সেইসঙ্গে অবশ্য তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিতে বরাদ্দ হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই টাকায় জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক বেড, অক্সিজেনের ব্যবস্থা বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রীর হিসেবে, আমজনতা থেকে ছোট-মাঝারি শিল্পকে সুরাহা দিতে এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এই আর্থিক প্যাকেজের পরিমাণ প্রায় ৬.২৯ লক্ষ কোটি টাকা। অবশ্য বাস্তব হল, এর সিংহভাগই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের গ্যারান্টি। সামান্য অংশ সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হবে।

উল্লেখ্য, গত বছর লকডাউন ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকার ধাপে ধাপে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে-আত্মনির্ভর প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল, তাতেও রাজকোষ থেকে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল নামমাত্র। লকডাউনের জেরে ব্যবসা বন্ধ হলে ফের তা চালুর জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ-গ্যারান্টি প্রকল্প আনা হয়। এদিন তা ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। বিপর্যস্ত পর্যটন-শিল্পের সঙ্গে জড়িত এজেন্ট, গাইডদের জন্যও যথাক্রমে ১০ লক্ষ টাকা ও ১ লক্ষ টাকার সহজে ঋণের ঘোষণা হয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রীই বলেছেন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা অন্য কাজ শুরু করতেও এই ঋণ নেওয়া যাবে।

সব মিলিয়ে নতুন করে স্বাস্থ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা ও পর্যটনশিল্পের মতো ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রগুলির জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার ঋণ-গ্যারান্টির ব্যবস্থা করল সরকার।

এক নজরে আট দফা

- কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রের জন্য ১.১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ-গ্যারান্টি প্রকল্প। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ৫০ হাজার কোটি টাকা, অন্যান্য ক্ষেত্রকে ৬০ হাজার কোটি টাকা।
- জরুরি ঋণ-গ্যারান্টি প্রকল্পে (এমারজেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিম) অতিরিক্ত ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা। মোট ঋণ-গ্যারান্টির পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা।
- ২৫ লক্ষ মানুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার মাধ্যমে ধারের বন্দোবস্ত করতে ৭,৫০০ কোটি টাকার নতুন ঋণ-গ্যারান্টি প্রকল্প। ১.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে বাজারের থেকে অন্তত ২ শতাংশ কম সুদে। ঋণখেলাপিরাও (৮৯ দিন পর্যন্ত) ধার পাবেন।
- প্রায় ১১ হাজার নথিভুক্ত টুরিস্ট-গাইড, ট্রাভেল ও টুরিজম এজেন্টদের জন্য সহজে ঋণের বন্দোবস্ত। গাইডদের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, এজেন্টদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ।
- ফের ভিসা দেওয়া চালু করার পর প্রথম পাঁচ লক্ষ বিদেশি পর্যটকের জন্য বিনামূল্যে পর্যটন ভিসা— আর্থিক দায় ১০০ কোটি।
- নতুন কর্মসংস্থানে উৎসাহ দিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ভর্তুকি প্রকল্পের মেয়াদ এ বছরের ৩০ জুন থেকে বাড়িয়ে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ করা হল। ১ হাজারের কম কর্মী নিয়ে চলা সংস্থায় নিযুক্ত নতুন কর্মীর ২ বছরের প্রভিডেন্ট ফান্ড (সংস্থা ও কর্মীর মোট ২৪ শতাংশ) সরকার জমা করবে। ১ হাজারের বেশি কর্মীর সংস্থায় নতুন কর্মীর ভাগটুকু (১২ শতাংশ) জমা করবে সরকার।
- ফসফেট ও পটাশ সারে অতিরিক্ত ১৪,৭৭৫ কোটি টাকা ভর্তুকি মঞ্জুর (আগেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র)।
- খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় থাকা মানুষের জন্য মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে অতিরিক্ত রেশনের জন্য ৯৩,৮৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ (আগেই ঘোষিত)।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেন, এই সব পদক্ষেপে আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে। উৎপাদন ও

রপ্তানি বাড়বে। কর্মসংস্থানও হবে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ থেকে আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থাগুলির দাবি, এতে বাজারে চাহিদা বাড়বে না। লগ্নিকারীদের প্রত্যাশাও মিটবে না। বাজারের কেনাকাটা বাড়াতে মানুষের হাতে নগদ জোগানো প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া লকডাউনে কাজ হারানো অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই সরকারি আর্থিক 'প্যাকেজে' কী লাভ হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার অপরিবর্তিত

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মধ্যেই গত এপ্রিলে বিপুল হারে স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ ছাঁটাই করেও, এক দিনের মাথায় তা ফিরিয়ে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। তবে আর সেই পথে হাঁটল না সরকার। ৩০ জুন রাতে এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগের সুদই বহাল থাকবে এই সমস্ত প্রকল্পে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে গত বছর এপ্রিল থেকে একই রইল স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার। অর্থাৎ—

- ডাকঘর সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদ ৪ শতাংশে।
- ১-৫ বছরের মেয়াদি জমায় সুদ ৫.৫ থেকে ৬.৭ শতাংশ।
- পাঁচ বছরের রেকারিং ডিপোজিটে সুদ ৫.৮ শতাংশ।
- সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে সুদ ৭.৪ শতাংশ।
- মাসিক আয় প্রকল্পে সুদ ৬.৬ শতাংশ।
- জাতীয় সঞ্চয়পত্র (এন এস সি), পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, কিসান বিকাশপত্র (১২৪ মাস) এবং সুকন্যা সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের হার যথাক্রমে ৬.৮ শতাংশ, ৭.১ শতাংশ, ৬.৯ শতাংশ এবং ৭.৬ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিসংখ্যানই দেখিয়ে দিচ্ছে অতিমারির জেরে আয় এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সঞ্চয় কমেছে সাধারণ মানুষের। তার উপরে জ্বালানির চড়া দরের কারণে নাগাড়ে বেড়ে চলা জিনিসপত্রের দামও চিন্তায় রাখছে মানুষকে। এই অবস্থায় স্বল্প সঞ্চয়ের মতো চাকুরিজীবী এবং প্রবীণদের লগ্নির অন্যতম ক্ষেত্রে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে ভরসা পেল না কেন্দ্র।

অপরিবর্তিতই রইল সুদের হার

অর্থনীতির উপরে অতিমারির দ্বিতীয় ধাক্কা এবং অদূর ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধি মাথাচাড়া দেওয়ার আশঙ্কা— এই দুয়ের প্রভাবে ঋণনীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কমই ছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী ৪ জুন সুদের হার একই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই নিয়ে টানা পাঁচ বার।

এর আগে ২০২০ সালের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ১১৫ পয়েন্ট সুদ কমিয়েছিল আর বি আই। শীর্ষ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঋণনীতিতে বদলের রাস্তা খোলা রাখা হচ্ছে। এদিন রেপো রেট (যে-হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়) অপরিবর্তিত রাখা হল ৪ শতাংশে। রিভার্স রেপো রেট (যে-হারে ব্যাঙ্কগুলি থেকে শীর্ষ ব্যাঙ্ক ঋণ নেয়) অপরিবর্তিত রাখা হল ৩.৩৫ শতাংশে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রেক্ষিতে এবার অন্যান্য মূল্যায়ন সংস্থার মতোই চলতি অর্থবর্ষে দেশের বৃদ্ধির পূর্বাভাস কাটছাঁট করল শীর্ষ ব্যাঙ্কও। ১০.৫ শতাংশ থেকে তা নামানো হয়েছে ৯.৫ শতাংশে। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ১০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৫.১ শতাংশ করা হয়েছে। তবে আর বি আই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, '২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অর্থনীতির চাকায় গতি আসা অবশ্যম্ভাবী। ঋণনীতি কমিটি মনে করে, সেই গতি বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অনুকূল নীতি তৈরি করে সহায়তা করতে হবে।' তিনি আশাবাদী, ভালো বর্ষার উপর নির্ভর করে জুলাই থেকে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। একই দাবি সম্প্রতি করেছেন কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যমও।

এদিন বাজারে নগদ জুগিয়ে অর্থনীতিকে সাহায্য করতে কিছু পদক্ষেপ করেছে আর বি আই। শক্তিকান্ত জানান, প্রথম ত্রৈমাসিকে ১ লক্ষ কোটি টাকার সরকারি ঋণপত্র কেনার অংশ হিসেবে ১৭ জুন ৪০,০০০ কোটির ঋণপত্র কেনা হবে। আর জুলাই-সেপ্টেম্বরে ১.২০ লক্ষ কোটির। লক্ষ্য, সরকারের ঋণ নেওয়ার খরচ কমানো। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকে কম সুদে ঋণ জোগানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অনুৎপাদক সম্পদসৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাড়ানো হয়েছে ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ। একই কারণে ব্যাঙ্ক এবং এন বি এফ সিগুলিকে পুঁজির ভিত পোক্ত রাখতে বলেছেন শক্তিকান্ত।

পরিকাঠামোয় উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের আটটি মূল পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ল ১৬.৮ শতাংশ। কিন্তু এ বৃদ্ধি প্রত্যাশিতই ছিল।

গত বছর মে মাস কেটেছে লকডাউনে। করোনাকে রুখতে সমস্ত কাজ-কারবার ছিল বন্ধ। শূন্যের অনেক নীচে তলিয়ে যাওয়া সে বারের উৎপাদনের (-২১.৪ শতাংশ) নিরিখে এই মে-তে তাই বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি মনে হচ্ছে। ৩০ জুন প্রকাশিত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোপণ্য, ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুতের উৎপাদন হার বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। তবে বাস্তব হল, গত বছর সব ক'টি ক্ষেত্রই অনেকখানি করে কমেছিল। তাই বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা পরিকাঠামোতেও ভালো রকমই লেগেছে এবং ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি দেখে স্বস্তি পাওয়ার কারণ নেই। তাঁরা বরং গত বছর এপ্রিলের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলছেন, উৎপাদন কমার বিষয়টি পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। গত বছর এপ্রিলে মূল আটটি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সার্বিক উৎপাদন বেড়েছিল প্রায় ৬১ শতাংশ।

রপ্তানি বাড়ল ৬৭ শতাংশ

মে মাসে ৬৭.৩৯ শতাংশ বেড়েছে ভারতের রপ্তানি। ২ জুন বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত

পরিসংখ্যান অনুসারে, ওই সময়ে আর্থিক অঙ্কে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩,২২১ কোটি ডলার। তবে একই সঙ্গে আমদানিও গত বছরের মে-র তুলনায় বেড়েছে ৬৮.৫৪ শতাংশ। ফলে বেড়েছে বাণিজ্য ঘাটতিও।

বিদেশে পেট্রোপণ্য, গয়না ও দামি পাথর, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিই রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমদানির পরিমাণও গত বছরের থেকে ৬৮.৫৪ শতাংশ বেড়ে মে মাসে হয়েছে ৩,৮৫৩ কোটি ডলার। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩২ কোটি। যা ২০২০-র থেকে ৭৪.৬৯ শতাংশ বেশি।

রপ্তানিকারীদের সংগঠন ফিয়োর প্রেসিডেন্ট শরদ সরাফের মতে, বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধির জেরেই টানা তিন মাস রপ্তানি বেড়েছে। আগামী দিনে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে ও অন্যান্য দেশে কড়াকড়ি উঠলে তা আরও বাড়বে বলে তাঁদের আশা। এর হাত ধরে বিশেষত হস্তশিল্প, কার্পেট, সামুদ্রিক পণ্যের মতো শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে কাজের সুযোগ বাড়বে বলে ধারণা সরাফের।

প শ্চি ম ব ঙ্গ

নিউটাউনে এনকাউন্টারে হত পাঞ্জাবের দুই গ্যাংস্টার

পাঞ্জাবের দুই পুলিশকর্মীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে, প্রায় পঁচিশ দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল উত্তর ভারতের দুই কুখ্যাত সমাজবিরোধী। ৯ জুন দুপুরে রাজ্য পুলিশের এস টি এফের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারাল দুই গ্যাংস্টার।

নিউটাউনের সাপুরজি এনক্লেভে মিনিট পঁচিশের ওই গুলির লড়াইয়ে নিহত জয়পাল সিংহ ভুল্লার ওরফে মনজিৎ এবং যশপ্রীত খারার ওরফে জস্‌সি শুধু পুলিশ হত্যায় অভিযুক্ত নয়। পাঞ্জাব পুলিশের ডিজি দীনকর গুপ্ত জানান, ওই দু'জনের বিরুদ্ধে ৪৭টিরও বেশি অপরাধের অভিযোগ আছে।

সূত্রের খবর, পনেরো বছর আগে ফিরোজপুর ও তার আশপাশের শহরে তোলাবাজি দিয়ে অপরাধ জগতে প্রবেশ ভুল্লারের। ২০১৬ সালের পর সে শুরু করে মাদকের কারবার। অবৈধ এই ব্যবসা পাঞ্জাবের সীমানা ছাড়িয়ে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অপরাধের জাল ছড়িয়েছিল ভুল্লার ও খারার। গত ১০ মে পাঞ্জাবের দোহরা চেকপোস্ট থেকে এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালায় তারা। ১৫ মে লুধিয়ানার একটি বাজারের সামনে পুলিশের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। ভুল্লারের খোঁজ দিলে ১০ লক্ষ এবং খারারের সন্ধান জানালে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পাঞ্জাব পুলিশ।

সম্প্রতি তাদের এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে পাঞ্জাব পুলিশ জানতে পারে কলকাতার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে এই দুই দাগী অপরাধী। তার পরই রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এস টি এফ) ভুল্লার ও খারারের খোঁজ শুরু করে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন নিউটাউনের একটি আবাসনে আত্মগোপন করে রয়েছে দুই দুষ্কৃতী।

এ ডি জি (এস টি এফ) বিনীত গোয়েল জানান, 'পাঞ্জাব পুলিশের কাছে খবর পেয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই ওই দুই গ্যাংস্টারের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলাম আমরা। ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এদিন দুপুরে সাপুরজি এনক্লেভের 'বি' ব্লকের ১৫৩ নম্বর বিল্ডিংয়ের ২০১ নম্বর ফ্ল্যাটে হানা দিই। কিন্তু ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই আত্মসমর্পণ না করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালাতে শুরু করে। আত্মরক্ষার্থেই এস টি এফের কর্মীরা পালটা গুলি চালান। তাতেই ওই দু'জনের মৃত্যু হয়।'

পুলিশি অপারেশন শুরু হয় সওয়া তিনটে নাগাদ। লড়াই চলে প্রায় ২৫ মিনিট। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন এস টি এফের ইনস্পেক্টর কার্তিকমোহন ঘোষ। জানা গিয়েছে, ওই ফ্ল্যাট থেকে পাঁচটি আধুনিক পিস্তল, ৮৯ রাউন্ড গুলি, বেশ কয়েকটি মোবাইল, নগদ প্রায় সাত লক্ষ টাকা ছাড়াও মিলেছে বেশ কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র।

প্রয়াত পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

ঘুমের মধ্যেই ১০ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক পরবর্তী বাংলা সিনেমার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ এই পরিচালক একাধারে কবি এবং অর্থনীতির অধ্যাপকও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরেই কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পুরুলিয়ার আনারা গ্রামে ১৯৪৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি জন্ম বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের। স্কটিশচার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন তিনি। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামসুন্দর কলেজে অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে। ১৯৬৮ সালে 'সময়ের কাছে' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা পরিচালনার মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোদস্তুর চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭৮-এ মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা 'দূরত্ব'। প্রথম ছবিই সেরা সিনেমার জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয়। তার পর দীর্ঘ চার দশক একের পর এক ছক ভাঙা সিনেমা উপহার দিয়ে গিয়েছেন তিনি— 'নিম অন্নপূর্ণা', 'গৃহযুদ্ধ', 'চরাচর', 'ফেরা', 'বাঘ বাহাদুর', 'তাহাদের কথা', 'উত্তরা', 'লাল দরজা', 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান', 'জানালা', 'স্বপ্নের দিন', 'আনোয়ার কা আজব কিসসা', 'উড়োজাহাজ' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পরিচালক সত্তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছে তাঁর কবিসত্তা। যদিও সত্তর-আশির দশকে তাঁর কবিতা তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল, গভীর আড়ালে, কফিন কিংবা সুটকেস, হিমযুগ, ছাতাকাহিনি, রোবোটের গান প্রভৃতি। বরাবরই তাঁর কবিসত্তা ছায়া ফেলে গিয়েছে তাঁর সিনেমার ভাষায়। কবিতার অল্প শব্দের মতোই, সিনেমাতেও ন্যূনতম দৃশ্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রাধান্য পেত দৃশ্যকল্প।

সিনেমা বানানো ছাড়াও তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং টেলিভিশনের জন্য কাজ করেছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ— 'দ্য কন্টিনেন্ট অব লাভ', 'ঢোলের রাজা ক্ষিরোদ নট্ট', 'ফিশারমেন অব সুন্দরবন', 'শরৎচন্দ্র', 'বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কার', 'স্টোরি অব গ্লাস', 'ইন্ডিয়া অন দ্য মুভ', 'আরণ্যক', 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান জুট' ইত্যাদি।

একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত এই পরিচালকের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ প্রমুখ।

এক নজরে পুরস্কার

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার

- **সেরা সিনেমা:** দূরত্ব ('৮১), বাঘ বাহাদুর ('৮৯), চরাচর ('৯৩), লাল দরজা ('৮৭), মন্দ মেয়ের উপাখ্যান ('০২), কালপুরুষ ('০৮)।
- **সেরা পরিচালক:** উত্তরা (২০০০), স্বপ্নের দিন ('০৫)।
- **সেরা চিত্রনাট্য:** ফেরা ('৮৭)
- **বাংলা ভাষার সেরা সিনেমা:** দূরত্ব ('৭৮), ফেরা ('৮৭), তাহাদের কথা ('৯৩)।

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

- **সিলভার লায়ন ফর বেস্ট ডিরেক্টর:** উত্তরা (২০০০)

লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

- **ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড:** দূরত্ব
- **স্পেশ্যাল জুরি অ্যাওয়ার্ড:** নিম অন্নপূর্ণা

এশিয়া প্যাসিফিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

বেস্ট ফিল্ম: জানালা

- ***কার্লোভি ভ্যারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল***

স্পেশ্যাল জুরি অ্যাওয়ার্ড: নিম অন্নপূর্ণা

খে লা ধু লো

বিশ্বকাপে সোনার হ্যাটট্রিক দীপিকা কুমারীর

টোকিয়ো অলিম্পিক্সের আগে দুরন্ত ছন্দে দীপিকা কুমারী এবং ভারতের তিরন্দাজি দল। ২৭ জুন প্যারিসে তৃতীয় পর্যায়ের তিরন্দাজি বিশ্বকাপে তিনটি সোনা জিতল ভারত। সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন দীপিকা কুমারী।

তারকা তিরন্দাজ-দম্পতি দীপিকা এবং অতনু দাসের জুটি মিক্সড টিম বিভাগে সেরা হওয়ার পাশাপাশি রিকার্ভ বিভাগে ভারতের মহিলা দলও সোনা জেতে। পরে মেয়েদের রিকার্ভের ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন দীপিকা। ৬-০ ফলে হারান রাশিয়ার এলেনা ওসিপোভাকে।

সোনা জয়ের পরে দীপিকার প্রতিক্রিয়া, 'এই প্রথম বার বিশ্বকাপ তিরন্দাজির মঞ্চে তিনটি পদক জিতলাম। খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে আরও উন্নতি করতে হবে। বিশেষ করে, দলগত বিভাগে আমাদের সামনে অনেক বড় পরীক্ষা রয়েছে।'

আসন্ন অলিম্পিক্সে দীপিকা এবং অতনু ভারতের হয়ে পদক জিতে আনতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিন ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের সেফ ফান ডান বার্গ এবং গ্যাব্রিয়েলা স্লসারের বিরুদ্ধে প্রথমে ০-২ পিছিয়ে পড়লেও ৫-৩ ফলাফলে ম্যাচ জেতেন দীপিকা এবং অতনু। তার আগে দীপিকা, অঙ্কিতা ভকত এবং কোমালিকা বারি মেক্সিকোর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে সোনা জয় নিশ্চিত করেন।

ফ্রেঞ্চ ওপেন জয় ক্রেচিকোভা, জকোভিচের

ফরাসি ওপেন গ্র্যান্ড স্লাম টেনিস প্রতিযোগিতা জিতলেন চেক রিপাবলিকের বারবোরা ক্রেচিকোভা এবং সার্বিয়ার নোভাক জকোভিচ। এই

ক্রেচিকোভা। ২০১৬-র পর দ্বিতীয় বার এই গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জিতলেন জকোভিচ।

১২ জুন মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে বারবোরা ক্রেচিকোভা ৬-১, ২-৬, ৬-৪ ফলাফলে হারালেন রাশিয়ার আনাস্তাসিয়া পাভলিউচেঙ্কোভাকে। ২৫ বছর বয়সি ক্রেচিকোভা সিঙ্গলসে এই নিয়ে পঞ্চম বার এত বড় মাপের প্রতিযোগিতায় নেমে প্রথম বার সাফল্য পেলেন। রোলাঁ গারোজে গত পাঁচ বছরে এই নিয়ে তৃতীয় অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ট্রফি জিতলেন। শুধু তাই নয়, এদিন মহিলা ডাবলসের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি আরও একটি নজির গড়লেন। ২০০০ সালে মেরি পিয়ার্সের পরে প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ফরাসি ওপেনের সিঙ্গলস এবং ডাবলস, একই সঙ্গে দু'টি খেতাব জিতলেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার হাত থেকে ট্রফি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছি। তা-ও আবার আমার আদর্শ মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার সামনে।' প্রসঙ্গত, গত দু'মাসে দ্বিতীয় ডব্লিউ টি এ খেতাব জিতলেন ক্রেচিকোভা। ক্লে কোর্টের প্রতিযোগিতায় স্ট্রাসবার্গ ওপেনে গত মাসেই চ্যাম্পিয়ন হন তিনি এবং এই মুহূর্তে টানা ১২টি ম্যাচে তিনি অপরাজিত।

অন্য দিকে, ফ্রেঞ্চ ওপেন আর রাফায়েল নাদাল যখন প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছে, তখনই নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল টেনিস-বিশ্ব। নোভাক জকোভিচ। ১৩ জুন গ্রিসের স্টেপানোস চিচিপাসের বিরুদ্ধে চার ঘণ্টার লড়াইয়ের পর জকোভিচ জেতেন ৬-৭(৬-৮), ২-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ ফলাফলে। এদিন নিজের কেরিয়ারের ১৯তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে নিলেন তিনি। তাঁর সামনে এখন রয়েছেন শুধু রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরার। দু'জনেই ২০টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। জকোভিচের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিয়র্ন বর্গ। উল্লেখ্য, গত ৫২ বছরে মধ্যে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটে গ্র্যান্ড স্লাম দু'বার করে জেতার নজির গড়ে ফেললেন জকোভিচ। নাদাল ও ফেডেরার ২০টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেও নাদাল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফেডেরার ফরাসি ওপেন ১ বার করে জিতেছেন। জকোভিচের পরিসংখ্যান— অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৯ বার, ফরাসি ওপেন ২ বার, উইম্বলডন ৫ বার, ইউ এস ওপেন ৩ বার।

এক নজরে অন্যান্য খেতাব

- **পুরুষ ডাবলস:** ফ্রান্সের পিয়েরে হার্বার্ট ও নিকোলাস মাহুত জুটি ৪-৬, ৭-৬(৭-১), ৬-৪ ফলাফলে হারালেন কাজাকস্তানের আলেকজান্দার বুবলিক ও আন্দ্রে গোলুবেভ জুটিকে।
- **মহিলা ডাবলস:** চেক রিপাবলিকের বারবোরা ক্রেচিকোভা ও ক্যাতেরিনা সিনিয়াকোভা জুটি ৬-৪, ৬-২ ফলাফলে হারালেন আমেরিকার বেথানি মাটেক-স্যান্ডস ও পোল্যান্ডের ইগা শিয়নটেক জুটিকে।
- **মিক্সড ডাবলস:** আমেরিকার ডেজিরায়ে ক্রজিক ও গ্রেট ব্রিটেনের জো স্যালিসবুরি জুটি ২-৬, ৬-৪(১০-৫) ফলাফলে হারালেন রাশিয়ার এলিনা ভেসনিনা ও আসলান কারাতসেভ জুটিকে।
- **জুনিয়র বয়েজ সিঙ্গলস:** ফ্রান্সের লুকা ভ্যান অ্যাশে ৬-৪, ৬-২ ফলাফলে হারালেন ফ্রান্সেরই আর্থার ফিলসকে।
- **জুনিয়র গার্লস সিঙ্গলস:** চেক রিপাবলিকের লিন্ডা নোসকোভা ৭-৬(৭-৩), ৬-৩ ফলাফলে হারালেন রাশিয়ার এরিকা আন্দ্রিভাকে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল নিউজিল্যান্ড

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল নিউজিল্যান্ড।

সাউদাম্পটনের রোজ বোলে ১৮ থেকে ২৩ জুন (রিজার্ভড ডে-সহ) আয়োজিত আই সি সি-র প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ভারতকে ৮ উইকেটে হারাল তারা।

টসে জিতে নিউজিল্যান্ড ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত প্রথম ইনিংসে করে ২১৭ রান। কাইল জেমিসনের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে অজিঙ্ক রাহানে (৪৯) ও বিরাট কোহলি (৪৪) ছাড়া কেউই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি। জেমিসন ৩১ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ধস নামে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন-আপে। ১১৭ রানে ৩ উইকেট থেকে ২৪৯ রানে অল আউট হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্য রান করেন ডেভন কনওয়ে (৫৪) ও কেন উইলিয়ামসন (৪৯)।

ভারতের হয়ে চারটি উইকেট নেন মহম্মদ শামি, তিনটি উইকেট ইশান্ত শর্মা।

৩২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ভারত। কিন্তু মাত্র ১৭০ রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। সর্বোচ্চ ঋষভ পন্থের ৪১। চারটি উইকেট নেন টিম সাউদি, তিনটি ট্রেন্ট বোল্ট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেন উইলিয়ামসন (৫২) ও রস টেলরের (৪৭) সৌজন্যে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় নিউজিল্যান্ড। দু'ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন কাইল জেমিসন।

টেস্টে বিস্ময়কর অভিষেক কনওয়ের

টেস্টে বিস্ময়কর অভিষেক ঘটল নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ডেভন কনওয়ের। ২ জুন লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ২০০ রান করেন কনওয়ে। ম্যাচ ড্র হলেও একাধিক রেকর্ড গড়েন তিনি—

● পঁচিশ বছর আগে জুন মাসেই দ্বিতীয় বিদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই শতরান করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তারও ১০৩ বছর আগে ১৮৯৩ সালে লর্ডসে প্রথম এই কীর্তি গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি গ্রাহাম। নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে তৃতীয় বিদেশি ব্যাটসম্যান যিনি এই তালিকায় নাম লেখালেন।

● সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লর্ডসের অভিষেক টেস্টে করেছিলেন ১৩১ রান। এতদিন লর্ডসে অভিষেকে সেটিই ছিল কোনও ব্যাটসম্যানের সর্বাধিক রান। কনওয়ে ম্যাচের প্রথম দিন অপরাজিত থেকে দ্বিতীয় দিন ২০০ রান করে রানআউট হন। এই রানই লর্ডসে অভিষেক টেস্টে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, লর্ডসে অভিষেক টেস্টে শতরান আছে মাত্র ছ'জনের। তিন বিদেশি ছাড়া ইংল্যান্ডের জন হ্যাম্পশায়ার, অ্যান্ড্রু স্ট্রস ও ম্যাট প্রায়রের। সেই হিসেবে লর্ডসের অভিষেকে সেঞ্চুরি করা বিশ্বের সপ্তম ব্যাটসম্যান কনওয়ে।

● লর্ডসে ১৮তম ব্যাটসম্যান হিসেবে দ্বিশতরান করলেন কনওয়ে।

● টেস্ট অভিষেকে দ্বিশতরান করার কৃতিত্ব আছে ইংল্যান্ডের টিপ ফস্টার (২৮৭ রান, ১৯০৩ সাল), দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক রুডলফ (২২২ রানে অপরাজিত, ২০০৩), ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো (২১৪ রান, ১৯৭২), কাইল মেয়ার্স (২১০ রানে অপরাজিত, ২০২১), নিউজিল্যান্ডের ম্যাথু সিনক্লেয়ার (২১৪ রান, ১৯৯৯) এবং শ্রীলঙ্কার ব্রেন্ডন কুরুপ্পুর (২০১ রানে অপরাজিত, ১৯৮৭)। অভিষেক টেস্টে রান সংখ্যার বিচারে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন কনওয়ে।

● নিউজিল্যান্ডের হয়েও অভিষেক টেস্টে সর্বাধিক রানের নজির তৈরি করলেন কনওয়ে। ভাঙলেন ম্যাথু সিনক্লেয়ারের রেকর্ড। ১৯৯৯-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে ২১৪ রান করেছিলেন সিনক্লেয়ার। কনওয়ে দু'ইনিংস মিলিয়ে করেন ২২৩ রান।

● কনওয়ে ভাঙেন কুমার শ্রীরঞ্জিত সিংহজির (রঞ্জি নামে বিখ্যাত) ১২৫ বছরের পুরনো রেকর্ড। এতদিন ইংল্যান্ডের কোনও মাঠে অভিষেক টেস্টে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড ছিল রঞ্জিরই। ম্যাঞ্চেস্টারে ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৫৪ রান করেছিলেন তিনি।

করোনায় প্রয়াত মিলখা সিংহ

করোনা এবার প্রাণ কেড়ে নিল ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট মিলখা সিংহের। ১৮ জুন প্রয়াত হলেন 'উড়ন্ত শিখ'। এক মাস আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেও ফের শ্বাসকষ্ট হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পাঁচ দিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়েই মারা যান তাঁর স্ত্রী নির্মল কৌর। মৃত্যুকালে মিলখা সিংহের বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। চণ্ডিগড়ের ২৫ নম্বর মটকা চকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর।

১৯২৯ সালের ৩০ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের গোবিন্দপুরায় (অধুনা পাকিস্তানে) জন্ম মিলখার। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেও সাফল্য পাননি তিনি। কিন্তু ১৯৫৮ সালে কার্ডিফে প্রথম

কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন এই কিংবদন্তি অ্যাথলিট। ৪৪০ গজের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যালকম স্পেন্সকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন তিনি। সময় নেন ৪৬.৭১ সেকেন্ড। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক্সে চতুর্থ হন মিলখা সিংহ। এশিয়ান গেমসেও চারটি সোনা ছিল তাঁর— ১৯৫৮ সালের টোকিয়ো এশিয়ান গেমসে ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে এবং ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটার ও ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে। মিলখা-পরবর্তী ভারতের আর কোনও পুরুষ ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড স্প্রিন্টার আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৯৫৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে।

মিলখা সিংহের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। শোক জানান কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সানিয়া মির্জা, অভিনব বিন্দ্রা, হিমা দাস-সহ দেশের সব ক্ষেত্রের ক্রীড়াবিদরা।

বি জ্ঞা ন

মহাকাশে জল-ভালুক

মহাকাশে ফের পাড়ি দিল টার্ডিগ্রেড তথা জল-ভালুকেরা। স্পেসএক্স-এর মহাকাশযান 'ড্রাগন' তাদের নিয়ে উড়ে গেল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আই এস এস)।

নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ৩ জুন ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৫৯ মিনিটে 'ফ্যালকন-৯' রকেটে চেপে রওনা দেয় 'ড্রাগন'। সঙ্গে নিয়ে গেল ৩,৩২৮ কেজি-র গবেষণা উপাদান। যার মধ্যে কিছু যন্ত্রপাতি-সহ অন্ধকারে উজ্জ্বল ১২৮টি ববটেল স্কুইড ও ৫,০০০ টার্ডিগ্রেড রয়েছে।

এই টার্ডিগ্রেড জীবজগতে এক বিস্ময়! আকারে ১ থেকে ১.৫ মিলিমিটার। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের যে-চেহারা ধরা পড়ে, তার ভিত্তিতে এদের জল-ভালুক বা মস পিগলেট বলা হয়। এদের থাবাওয়ালা আটটি পা। গোল অদ্ভুতদর্শন মুখ। কিন্তু বিচিত্র বিষয় হচ্ছে, এদেরকে জলে ফোটাও বা ডিপ ফ্রিজে রাখো, চেপে গুটলি পাকিয়ে দাও বা শুকিয়ে নাও, মহাকাশে শূন্যপ্রায় অভিকর্ষে নিয়ে গিয়ে ফেলো, কিছুতেই মৃত্যু হয় না। ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রাতেও এরা বেঁচে থাকতে পারে। হিমালয়ে ১৮ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায়, 'সপ্ত নরক' হিসেবে পরিচিত জাপানের ফুটন্ত কুণ্ডে, সমুদ্রের অতলে ও দক্ষিণ মেরুর হিমদেশে সর্বত্রই হাজির এরা। ২০০৭-এ মহাকাশে ঘুরিয়ে আনার পরেও দেখা গিয়েছে, এদের অনেকে দিব্যি ডিম পেড়েছে। ছানাও হয়েছে সুস্থ। এদের জিয়নকাঠির রহস্য কী? সেটাই জানার চেষ্টা করা হবে মহাকাশের আন্তর্জাতিক গবেষণাগারে।

মহাকাশে খোলা ছেড়ে দিলে মানুষ ১৫ সেকেন্ডে জ্ঞান হারায়। কিন্তু টার্ডিগ্রেড বেঁচে থাকে দিব্য। মহাকাশে মানুষকে যে নানা রকম চাপ নিতে হয়, সেগুলি কমানোর কোনও উপায় জানা যেতে পারে এই খুদে বহুকোষী প্রাণীগুলির কাছ থেকে।

২০১৯-এ ইজরায়েলের একটি যান এই জল-ভালুকদের পাঠিয়েছিল চাঁদে। যানটি চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়। তবে, জল-ভালুকেরা এখনও চাঁদে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে বলেই অনুমান বিজ্ঞানীদের।

২০ হাজার বছর আগেও করোনা ছিল, গবেষণায় দাবি

এক-দু'বছর নয়, করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০ হাজার বছর আগেও— সম্প্রতি এক গবেষণায় দাবি করলেন এক দল বিজ্ঞানী। তাঁদের গবেষণায় জানা গিয়েছে, এখন যে-অঞ্চল পূর্ব এশিয়া হিসেবে পরিচিত, কুড়ি হাজার বছর আগে সেই অঞ্চলেই মহামারি ডেকে এনেছিল করোনা ভাইরাস এবং এতটাই শক্তিশালী ছিল সেই ভাইরাস, যে তার ছাপ এখনও রয়ে গিয়েছে মানুষের জিনে।

অস্ট্রেলিয়া ও ওয়াশিংটনের এক দল বিজ্ঞানীর এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'কারেন্ট বায়োলজি' নামে একটি বিজ্ঞান-পত্রিকায়। বিশ্বের ২৬টি জনগোষ্ঠীর ২,৫০০ মানুষের জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেছেন ওই বিশেষজ্ঞেরা। দেখা গিয়েছে, মানুষ যে কয়েক হাজার বছর আগে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়েছিল, বিবর্তনের পরেও সেই ছাপ রয়ে গিয়েছে জিনে।

এক গবেষকের কথায়, 'ভাইরাস নিজের 'কপি' বা অনুলিপি তৈরি করে সংক্রমণ ছড়ায়। তবে এই কাজ করার জন্য তাদের নিজেদের কাছে কোনও উপায় নেই। এর জন্য কোনও 'হোস্ট' বা আধারের উপর নির্ভর করতে হয় ভাইরাসকে। সেই আধারে প্রবেশ করে সেটির মাধ্যমে নিজেদের অনুলিপি তৈরি করে ভাইরাস।' এ ভাবেই মানুষের কোষকে আধার হিসেবে ব্যবহার করে বিস্তার লাভ করে ভাইরাস এবং জিনে ছাপ রেখে যায়।

জিনের গঠন বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, চিন, জাপান ও ভিয়েতনামের পাঁচটি জনজাতির জিনে করোনার সঙ্গে লড়াই করার প্রমাণ রয়েছে। তবে এর থেকে প্রমাণ হয় না এই তিন দেশেই শুধু করোনা ছড়িয়েছিল। বাকি দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা না হওয়ায় হয়তো প্রমাণ তথ্য পাওয়া যায়নি।

কে কী বললেন*

দক্ষিণ আফগানিস্তানের এই এলাকার আফগান সেনাদের থেকে বার্তা পেয়ে আফগান বাহিনীর এলিট কমান্ডোরা কন্দহরে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছি আমিও। পথে আমাদের কনভয়ের উপরে তালিবান হামলা চালিয়েছিল। এ যাত্রা জোর বেঁচে গিয়েছি।

দানিশ সিদ্দিকি, *তালিবান হানায় মৃত ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক*

মৃত্যুর তিনদিন আগে ট্যুইটারে দেওয়া শেষ পোস্টে
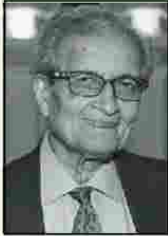
বিজেপির লাগাতার 'জয় শ্রীরাম' প্রচারে অনেকেরই মনে হয়েছিল, মানুষ বুঝি শিবির বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন। কিন্তু ফল ঘোষণার পরে দেখা গেল, সব ক্ষেত্রে একেবারেই তা হয়নি। তাই আমার মতে, জনতার অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যত নিয়ে যখন প্রশ্ন, তখন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং দূরদৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি জরুরি।

অমর্ত্য সেন, *নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ*

ভোটে জেতা আর দীর্ঘমেয়াদি জনপ্রিয়তা অর্জন এক জিনিস নয় বোঝাতে

বিপুল সংখ্যক মানুষ যেভাবে শৈলশহরে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন, মাস্ক ছাড়াই যেভাবে বাজারে জমায়েত করছেন, তা একেবারেই ঠিক নয়। ভিড় রুখতে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত। মনে রাখতে হবে, ভাইরাস কিন্তু নিজে থেকে যায়-আসে না। নিয়ম ভেঙে আমরাই তাকে ডেকে আনি ঘরে।

নরেন্দ্র মোদী, *ভারতের প্রধানমন্ত্রী*

দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আগে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে

দু-ধরনের সিদ্ধান্তপ্রণেতা হয়। একদল আগে সব কারণ ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদল আগে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ করে, তারপর ভাবে কেন তারা এই সিদ্ধান্তটি এল।

কৌশিক বসু, *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ*

সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রসঙ্গে নিজের মতামত দিতে গিয়ে

দেশে করোনা সংক্রমণ কমছে, কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে, এটা বিপদসঙ্কেত। আগামী ১০০-১২৫ দিন কোভিড মোকাবিলার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভি কে পল, *নীতি আয়োগ সদস্য*

দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে অনীহা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদীর ছবি দিয়ে সার্টিফিকেট দিতে যতটা প্রস্তুত, করোনার ভ্যাকসিন দিতে ততটা নয়। আরে, তার আগেই মানুষটা মরে গেলে সার্টিফিকেট কোথায় রাখবে? মানুষ ডেডবডি হয়ে গেলে ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেট কি মানুষ টাঙিয়ে রাখবে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী*

কেন্দ্র থেকে করোনা টিকার অপর্যাপ্ত জোগানের সমালোচনা করে

সাংবাদিকতার অধিকার খর্ব করার জন্য ওঁর (নরেন্দ্র মোদী) হাতে রয়েছে আইনের অস্ত্র। যেমন রাষ্ট্রদ্রোহীর তকমা লাগিয়ে সাংবাদিককে জেলে পোরা। এই অস্ত্রে শান দেওয়ার জন্য মোদী কাজে লাগান তাঁর অনলাইন ট্রোল করার 'যোদ্ধা' বাহিনীকে। অপছন্দের সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এরা নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণ্য প্রচার চালায়, তাঁকে হত্যারও ডাক দেয়।

রিপোটার্স স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ঔপনিবেশিক। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এই আইনের কোনও প্রয়োজন আছে? এই আইনের ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। প্রশাসনের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। একজন কাঠের মিস্ত্রিকে আপনি একখণ্ড কাঠ কাটার জন্য করাত দিলেন আর তিনি পুরো গাছই কেটে ফেললেন! এই আইনের প্রভাব তেমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও পক্ষ অন্য পক্ষের কথা শুনতে না-চাইলেই এই আইনে অভিযোগ আনছে।

এন ভি রমনা, *সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি*

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ব্রিটিশ জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন সরকার রেখে দিতে চায় কি না সেই ব্যাখ্যা চেয়ে

জম্মু ও কাশ্মীরকে আগে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কংগ্রেস এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্য দলগুলিও তাই চায়। অথচ সরকারের প্রতিশ্রুতি হল আগে নির্বাচন পরে রাজ্যের মর্যাদা।

পি চিদাম্বরম, *প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা*

জম্মু-কাশ্মীকে ধাপে ধাপে রাজ্যের মর্যাদায় ফিরিয়ে দিতে কেন্দ্রের দেওয়া আশ্বাস প্রসঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী পরে চোখের জল ফেলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কান্নায় তো মানুষ বাঁচবে না। তাঁর কান্না স্বজনহারার চোখের জলও মোছাতে পারবে না। মৃত্যু মিছিল রুখতে ফের সেই বিপর্যয়ের দিন ফিরে না-আসা, তার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই।

রাহুল গান্ধী, *কংগ্রেস সাংসদ*

প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যর্থতা তুলে ধরে

সংবাদ নিবন্ধ

প্রশ্নের* মুখে আইনের অপব্যবহার

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জেসুইট পাদ্রি ও সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামীর তালোজা জেলে বেদনাদায়ক মৃত্যু বিতর্কিত আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রোটেকশন অ্যাক্ট বা ইউ এ পি এ আইনকে ফের বড় একটা প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে দেশের প্রধান বিচারালয়ই এবার এ দেশে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সুপ্রিম কোর্ট বা দেশের কোনও বিচারালয়ই আইন তৈরি করে না, আইন তৈরি করে দেশের আইনসভা। আইনসভার সদস্যদের এ দেশের মানুষ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচিত করেন।

স্ট্যান স্বামীও এ দেশের এমনই একজন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিক ছিলেন। তামিলনাড়ুর এই যাজক রাঁচিতে শুধু ধর্মকর্ম করেননি, দলিত মানুষের অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় ইউ এ পি এ আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেপ্তার হয়ে ৯ মাস মুম্বইয়ের তালোজা জেলে বন্দি ছিলেন ৮৪ বছর বয়স্ক স্ট্যান স্বামী। স্বামীর পার্কিনসনস রোগ ছিল, বয়সজনিত অন্যান্য শারীরিক সমস্যা তো ছিলই, জেলে থাকতে তিনি করোনাতেও আক্রান্ত হন। কিন্তু এই রোগজর্জর কয়েদবাসেই তাঁর শারীরিক-মানসিক হেনস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেনি, ছিল ঢের বেশি অমানবিক লাঞ্ছনা। শক্ত খাবার খেতে পারতেন না। পার্কিনসনস রোগী হওয়ায় হাত কাঁপত তাঁর, জলের গ্লাস মুখে নিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য চলে গিয়েছিল। আদালতের কাছে একটি সিপার ও একটি স্ট

চেয়েছিলেন তিনি। আইনের গেরোয় সেই আবেদনও বাতিল হয়ে যায় বারবার।

বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ সম্প্রতি বলেছেন, স্বামী মোটেও মাওবাদী ছিলেন না। যদি তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দায়ে দোষীও হন, তবু একটু মানবিক আচরণ তাঁর প্রাপ্য ছিল। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তো সরাসরিই ঘটনাটিকে 'বিচারবিভাগীয় খুন' আখ্যা দিয়েছেন।

স্ট্যান স্বামীকে ইউ এ পি এ আইনেই গ্রেপ্তার করা হল কেন? শুধু স্ট্যান স্বামীকে নয়, ২০১৮ সালের কুখ্যাত ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় আসলে গ্রেপ্তার করা হয় ১৬ জনকে। এঁরা সকলেই বিভিন্ন সামাজিক পেশার সঙ্গে যুক্ত, কেউ সাংবাদিক, কেউ শিক্ষক, কেউ আইনজীবী, কেউ শ্রদ্ধেয় কবি। এঁদের অনেকেই গত তিন বছর ধরে এই দানবীয় আইনে জেলে বন্দি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছেন অশীতিপর কবি ভারাভারা রাও। স্ট্যান স্বামীকে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ গ্রেপ্তার করে ২০২০ সালের অক্টোবরে। এখানে ২০১৭-র ৩১ জানুয়ারি আর ২০১৮-র ১ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে ঘটে যাওয়া ভীমা-কোরেগাঁও সংঘর্ষ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন।

দু'শো বছর আগে পুণের ভীমা নদীর তীরবর্তী কোরেগাঁও ভীমায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল মারাঠা সেনাদলের। মারাঠারা পরাজিত হয়। কিন্তু একে ঔপনিবেশিক শক্তির জয় হিসেবে স্থানীয়রা কেউ মনে রাখেনি। মনে রেখেছে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে হিন্দ

দলিত সম্প্রদায়ের জয় হিসেবে। কারণ, ইংরেজ সেনাদল গঠিত হয়েছিল দলিত আদিবাসী মাহারদের নিয়ে, অন্য দিকে, মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন পেশোয়ারা ছিল চিতপাবন ব্রাহ্মণ। কোরেগাঁও ভীমার যুদ্ধ দলিত-শ্লাঘার প্রতীক হয়ে আজও জাত্যভিমানের শিকড়ে রয়ে গেছে। এই যুদ্ধেরই দু'শো বছর পূর্তিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল পুণের ভীমা কোরেগাঁওয়ে। কয়েক লক্ষ দলিত হিন্দু এসেছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ২০১৮-র প্রথম দিনে এই জমায়েতের উপর আক্রমণ নেমে আসে। মূল অভিযোগ ছিল দুই হিন্দু নেতার দিকে। যদিও পুণে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে আবিষ্কার করে যত নষ্টের গোড়া ওই জমায়েতই, আর নেপথ্যে সেটির আয়োজক 'মাওবাদী'রা। পরের কয়েক মাসে একে একে গ্রেপ্তার হন গবেষক রোনা উইলসন, কবি ভারাভারা রাও, আইনজীবী অরুণ ফেরেইরা, আইনজীবী সুধা ভরদ্বাজ, সাংবাদিক গৌতম নওলাখা প্রমুখ। মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার অভিযোগে তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই ইউ এ পি এ আইন বলবৎ হয়, যে-আইনে জামিন পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে দুরূহ কাজ, যে-আইনে কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও চার্জশিট পেশ না করেই তাঁকে জেলে পুরে রাখা যায় একটানা ৯০ থেকে ১৮০ দিন (সাধারণ ফৌজদারি আইনে ৬০-৯০ দিন), যে-আইনের ফেরে আদালতও অভিযুক্তের অপরাধ তাঁর গ্রেপ্তারকারীর চোখ দিয়ে বিচার করতে কার্যত বাধ্য হন। এতই কড়া এই আইন যে এই আইনে বিচার পাওয়ার হারও অত্যন্ত শ্লথ।

এক কথায় ইউ এ পি এ সন্ত্রাস বিরোধী আইন। যদিও ১৯৬৭-তে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন যখন এই আইন তৈরি হয়, তখন তাতে সন্ত্রাসবাদের নামগন্ধ ছিল না। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের ধারণায় আঘাত হানতে পারে এমন যে-কোনও কাজের বিচার ছিল এই আইনের এক্তিয়ারে। পরবর্তী কালে অন্তত ছ'বার সংশোধন করা হয় আইনটি, শেষতম সংশোধন ২০১৯ সালে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জমানায়। মোট কথা ২০০৪ পর্যন্ত ইউ এ পি এ আদৌ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ছিল না। ২০০৪-এর ডিসেম্বরে তাতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রোধ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় জোড়ে মনমোহন সিংহ সরকার। আইন পাশ হলে সেটি ইউ এ পি এ অ্যামেন্ডমেন্ট, ২০০৪ আইন নামে পরিচিতি পায়। মুম্বই হামলার পরে এই আইনের ফের সংশোধন হয়েছে, ২০১২ ও ২০১৯-এ আইনের এক্তিয়ারের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন সামগ্রিক ভাবে সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদের জন্য অর্থ প্রদান, ব্যক্তি বা দলগত সন্ত্রাস— সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আইনের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে এই আইনের প্রয়োগও। তার একটা বড় কারণ অবশ্যই বিনা বিচার ও বিনা শুনানিতে অভিযুক্তকে এ আইনে ঢের বেশি দিন আটকে রাখা যায়। তদন্তকারী সংস্থার প্রমাণ ও সাক্ষ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়। কিন্তু এই দানবীয় আইনের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিক, বিরোধী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে তা শাসকের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সহজেই। বাস্তবে সুবিচার পাওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো এই দানবীয় আইনটি বারবার বিতর্কের সামনে পড়েছে তার ঢালাও অপব্যবহারের জন্য। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আইনি সহায়তা সংক্রান্ত একটি সভায় সম্প্রতি বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেছেন, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইন সহ ফৌজদারি আইন কখনওই ভিন্ন মতকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য বা নাগরিকদের হেনস্থা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

যদিও সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা আর বিরোধীর উপর সন্ত্রাস বর্তমানে এ দেশে প্রায়শই একাসনে উঠে আসছে। স্ট্যান স্বামীর উদাহরণ বাদ দিলেও, সাম্প্রতিক কালে ঝড় তোলা কয়েকটি মামলা কোনও মতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

২০২০-র অক্টোবরে উত্তর প্রদেশের হাথরসে কুখ্যাত গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে উত্তর প্রদেশের সরকার বিবিধ অনৈতিক উপায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল যাতে সংবাদ মাধ্যমে তা না ছড়ায়। কিন্তু ঘটনা চাপা থাকেনি। অতএব 'কৃত কর্মের ফল' ভুগতে হয়েছে কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে। ৭ অক্টোবর দেশদ্রোহিতা এবং অন্য নানা অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইউ এ পি এ আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। কাপ্পান এখনও কারাবন্দি।

অসমে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে ইউ এ পি এ আইনে দেড় বছরের উপর গারদে কাটিয়ে ২ জুলাই মুক্তি পেয়েছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। একই কারণে উত্তর দিল্লির দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ তুলে ইউ এ পি এ আইন দায়ের করা হয়েছিল নাতাশা নারওয়াল, দেবাঙ্গনা কলিতা এবং আসিফ ইকবাল তনহা নামে তিন ছাত্রের বিরুদ্ধে। জুনে তাঁদের কয়েদবাসের ইতি ঘটেছে।

কঠোর এই আইনের প্যাঁচে এখনও অসহায় ভাবে কত মানুষ জড়িয়ে আছেন তার একটি হিসেব পাওয়া যায় ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর খাতায়। ২০১৯ সালের ফর্দে দেখা যাচ্ছে, শুধু সেই বছর গোটা দেশে ইউ এ পি এ আইনে ১,২২৬টি মামলা রুজু হয়েছে, যা ২০১৬-র পরিসংখ্যানের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি।

দানবীয় আইনের এই উত্তরোত্তর অপব্যবহারে শঙ্কিত দেখাচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালতকেও। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণা সম্প্রতি বলেছেন, এই আইনের চূড়ান্ত অপব্যবহার হচ্ছে। সরকারের কাছে তাঁর প্রশ্ন: স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলকদের থামাতে ব্রিটিশরা ভারতীয় দণ্ডবিধির যে-১২৪ (এ) ধারা প্রয়োগ করত, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়েও সেই আইন এখনও কেন বাতিল করা হয়নি?

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যই জানাচ্ছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে বিতর্কিত রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে ৩২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ছ'বছরে ১৪১টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে আর দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে মাত্রই ৬ জনকে। এর মধ্যে আবার ২০১৯-এই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ৯৩টি, ২০১৬-র তুলনায় বৃদ্ধি ১৬৫ শতাংশ। ২০২০-র তথ্য অবশ্য জানাতে পারেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

জেসুইট পাদ্রি স্ট্যান স্বামীর বেদনাবহ মৃত্যু ভুলতে সময় লাগবে সুশীল সমাজের। তবে তাঁর প্রয়াণ কতগুলি খুব জরুরি প্রশ্ন তুলে দিয়ে গিয়েছে। প্রতিনিয়ত সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হরণের যে-প্রবণতা খুব জাঁকিয়ে বসছে, তার নড়বড়ে ভিতে বড় ঘা দিয়ে গিয়েছেন স্ট্যান স্বামী।

অর্থনীতির হালচাল

কর্পোরেট[*] ক্ষেত্রের পৌষ মাস আমজনতার সর্বনাশ

ডঃ দেবব্রত দত্ত

ভারতীয় অর্থনীতি এখন এক বিরাট দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এ কথা সাধারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝছে। তাঁদের আর অর্থনীতিবিদদের জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে না। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা কোনও অর্থনীতিবিদ জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির কথা বললে সাধারণ মানুষ হয়তো গ্যাস (জি), ডিজেল (ডি), পেট্রোল (পি)— এই তিনের দামে হাড়জ্বালানো বৃদ্ধির কথা ভাববে। এন ডি এ সরকার পেট্রোলের উপর ৩৩ টাকা এবং ডিজেলের উপর ৩১ টাকা কর আদায় করছে, যা ইউ পি এ শাসনের সময়ে ছিল যথাক্রমে ৯ টাকা এবং ৩ টাকা। হিসেবমতো এই ৩৩ বা ৩১ টাকা, যা কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করছে, তার ৪২ শতাংশ রাজ্যের পাওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ রাজ্য সরকারগুলি কোনও কর না বসিয়েই প্রতি লিটার পেট্রোলে বা ডিজেলে ১২ টাকার বেশি পেত। ফলে রাজ্যগুলিকে আলাদা করে পেট্রোলে বা ডিজেলে কর বসাতে হত না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল বা ডিজেলের উপর এক্সাইজ করকে বিশেষ এক্সাইজ বা সেস হিসেবে আদায় করে রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করছে, যার ফলে রাজ্য সরকারগুলিকে আলাদা করে কর বসাতে হচ্ছে, যার অসহনীয় বোঝা সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে। একই ভাবে ভোজ্য তেল, যার অনেকটাই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি শুল্ক বসিয়েছে। এই শুল্ক বিশ্বের বাজারের বর্তমান উচ্চ মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাজারে সরষের তেল বা সয়াবিন তেলের দাম এমন বাড়িয়েছে যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। আমরা রান্নার গ্যাসের যে ৯০০ টাকার কাছাকাছি দাম দিচ্ছি, সেই গ্যাসেরও আন্তর্জাতিক মূল্য ওই দামের থেকে অনেকটা কম। এই বাড়তি টাকাও সরকারি কোম্পানির মালিকানার সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘরে যাচ্ছে।

আমরা কিন্তু এই লেখায় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে লিখছি না। আমাদের দেখার বিষয়, এই যে কেন্দ্রীয় সরকার এত টাকার কর আদায় করছে (শুধু পেট্রোল বা ডিজেল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক আদায় বর্তমানে ৪ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, যা ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে ছিল মাত্র ৭০ হাজার কোটি টাকা), তা যাচ্ছে কোথায়। সরকার দাবি করছে রাস্তাঘাট বা রেলের মতো পরিকাঠামোয় প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের পরিকাঠামোয় বছরে খরচ হচ্ছে গড়ে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার মতো। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট মূলধনী ব্যয় গত পাঁচ বছরে ৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো, যার মধ্যে উন্নয়ন খাতে মূলধনী খরচ মাত্র ২ লক্ষ কোটি টাকার মতো। সুতরাং উন্নয়ন খাতে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে, এমনটা দেখা যাচ্ছে না। খরচ হচ্ছে সরকারের দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য। কিন্তু এই দৈনন্দিন খরচ চালানো বলতে সাধারণ ভাবে যে বেতন, পেনশন বা সুদের খাতে খরচ বোঝায়, তা নয়— এই খরচের অনেকটাই যাচ্ছে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য। সব মিলিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে, তা হল, এই সরকারের নীতির একটা বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপানো এবং সে সূত্রে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে কিছু পাইয়ে দেওয়া। হিন্দুস্তান টাইমসের একটি লেখায় যেমন বলা হয়েছিল যে, সরকারের কর-নির্ভরতা কর্পোরেট বোর্ড রুম থেকে পেট্রোল পাম্পে নেমে এসেছে।

হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কর্পোরেট ক্ষেত্র থেকে ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ২ লক্ষ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে। পর পর দু'বছর দেখা গেল কর্পোরেট ক্ষেত্র থেকে কম টাকা আদায় হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ভারতে প্রথম বারের জন্য কর্পোরেট কর আদায়ের পরিমাণ ব্যক্তিগত আয়কর আদায়ের থেকে কম। এই কর্পোরেট কর কম আদায়ের কারণ, ২০১৯ সালে দেওয়া বিপুল পরিমাণ কর-ছাড়। এরপর কোভিড হানা দিয়েছে, সরকারের দায়ভার বেড়েছে, কিন্তু ওই কর-হার সাময়িক সময়ের জন্যও বাড়ানো হয়নি, অথচ দিনের পর দিন পেট্রোল, ডিজেলের উপর কর বেড়েছে। অর্থাৎ বিস্ময়ের পর বিস্ময়! এই দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব মানুষের উপর যাদের সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল, কর দেওয়ার নয়। আর যে-কর্পোরেট ক্ষেত্রের উপর এই দায়ভার চাপানোর ছিল, তাদের উৎপাদন-ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এই বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে আগামী পাঁচ বছরে উৎপাদন উৎসাহবর্ধক অনুদান হিসেবে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় বেদনার সঙ্গে অবতারণা করতে হচ্ছে— কর্পোরেট ঋণ মকুব। ২০১৬ সালে দেউলিয়া আইন পাশ করা হয়, দাবি করা হয় যে, এই নতুন আইনের সাহায্যে ব্যাঙ্কগুলির বিপুল অনাদায়ী ঋণ আদায় হবে, ব্যাঙ্কের তথা অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফিরবে। কিন্তু পাঁচ বছর

পরে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জমা পড়া ৪,৩০০ কেসের মধ্যে মাত্র ৮%-এর নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩০% কোম্পানির ক্ষেত্রে কোনও ফয়সলা ছাড়াই গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। আরও ৪০%-এর নিষ্পত্তির চেষ্টা চলছে, বাকিগুলির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও বাকি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে, এই অনাদায়ী ঋণের বেশির ভাগটাই মকুব করে দেওয়া হচ্ছে এবং ওই ঋণ মকুবের দায়ভার প্রথমে ব্যাঙ্কের উপর এবং পরে সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে। দু'-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শিবা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে ৪,৮৬৩ কোটি টাকার ঋণের নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৩২৩ কোটি টাকার বিনিময়ে এবং বাকি টাকা আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক মকুব করেছে। ভিডিওকনের ৬৪,৮০০ কোটি টাকা ঋণের মাত্র ৪% জমা দিয়ে বেদান্ত গ্রুপ ওই কোম্পানি অধিকার করেছে, ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতি হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। অবশ্য, সাম্প্রতিকতম সংবাদ অনুযায়ী, এই ঋণ নিষ্পত্তির বিষয়ে কোম্পানি আইন (আপিল ট্রাইবুনাল) স্থগিতাদেশ দিয়েছে। রুচি সয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক ৭৪৬ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে, অন্যান্য ব্যাঙ্কেরও বহু টাকা লোকসান হয়। এরপর স্টেট ব্যাঙ্ক রামদেবকে ১,২০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে রুচি সয়া অধিগ্রহণে সাহায্য করে। মেহুল চোক্সি, বিজয় মাল্য প্রমুখ ঋণখেলাপীদের ৬৮ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনাদায়ী হিসাবে মকুব মঞ্জুর করেছে।

ঋণখেলাপী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া ঋণ মকুব করার নীতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে প্রচুর টাকার লোকসান সহ্য করতে হচ্ছে। তথ্য জানার অধিকারের আওতায় করা একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে যে, গত আট বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ৮ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে, এর মধ্যে কেবল গত চার বছরে ঋণ মকুবের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। গত চার বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ৫ লক্ষ কোটি টাকার মতো ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে কেবল ১৬% টাকা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে।

এই পরিমাণ কর্পোরেট ঋণ মকুবের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মূলধন বিপুল ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। বাসেল নামক আন্তর্জাতিক কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলির জন্য মোট আমানতের নির্দিষ্ট অনুপাতে মূলধন রাখা অত্যাবশ্যক। এই অনুপাত যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বজায় রাখতে পারে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের করের টাকা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে মূলধন জুগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত তিন বছরে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আড়াই লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূলধন জুগিয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের করের টাকা সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাতে দিচ্ছে এবং বকলমে সেই টাকা কর্পোরেট ক্ষেত্র ঋণ ফেরত না দিয়ে উপভোগ করছে।

এই স্যাঙাততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুদের হারকে কম রাখা হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধিতে মদত জোগানো হচ্ছে। জনসাধারণের উপর করের বোঝা নিত্যই বাড়ছে। এই জন্য দেশে ল্যামবোর্গিনির বিক্রি বাড়ছে, কিন্তু মোটর বাইকের বিক্রি বাড়ছে না। এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে বুঝতে রাজনৈতিক অর্থনীতির চর্চা প্রয়োজন।

লেখক গাজিয়াবাদের আই এম টি-র প্রফেসর
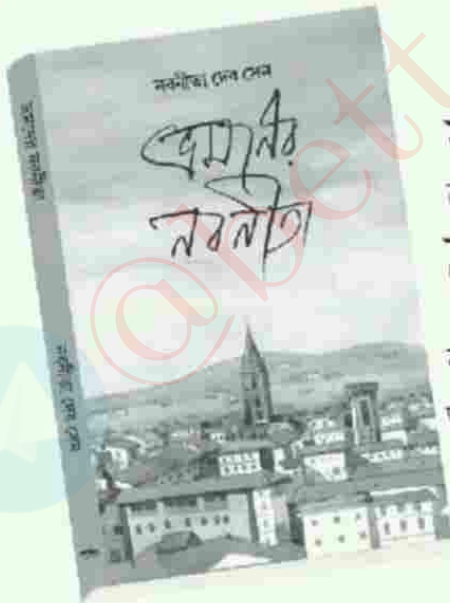
ইংরেজি শিক্ষার আসর

জেনারেল ইংলিশ

অধিকাংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণ ইংরেজি থেকে প্রশ্ন আসে। চাকরির পরীক্ষায় যে-ধরনের ইংরেজির প্রশ্ন আসে, এখানে তেমনই কিছু নমুনা প্রশ্ন সাজিয়ে দেওয়া হল। নিয়মিত চর্চা করলে ক্রমশ ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে উঠবেন। প্রস্তুত করেছেন **কমলেশ কুমার**।

Improve the sentences:

1. I like tea and I like coffee.
(a) tea to coffee (b) tea after coffee (c) both tea and coffee (d) No improvement
2. The climate of Shillong is somewhat like Kohima.
(a) as Kohima (b) as Kohima's (c) No improvement (d) like Kohima's
3. They tried to win control of the company from their step brothers.
(a) inherit (b) swindle (c) wrest (d) No improvement
4. The housing problem in Mumbai becomes more serious.
(a) is becoming (b) has become (c) become (d) No improvement
5. It is more better to take this route than the other one.
(a) good (b) better (c) more good (d) No improvement
6. Sincerity is always appreciated.
(a) enhanced (b) enjoyed (c) waited (d) No improvement
7. I walked back home after the movie yesterday night.
(a) last night (b) previous night (c) that night (d) No improvement
8. He came despite of his busy schedule.
(a) nevertheless (b) but for (c) in spite of (d) No improvement
9. If you were the Prime Minister of India what steps would you have taken to end unemployment?
(a) will you take (b) will you be taking (c) would you take (d) No improvement
10. I shall not go until I am invited.
(a) till (b) whether (c) unless (d) No improvement
11. He is insisted to go with me.
(a) insisted upon going (b) agreed to go (c) Insisted that he should go (d) No improvement
12. I don't understand why did you not call me last night.
(a) why had you not call (b) why you did not call (c) why not did you call (d) No improvement
13. The prisoner was kept in jail.
(a) kept in confined (b) kept in confinement (c) kept in confirmation (d) No improvement
14. The student's interest raised by an article he had read.
(a) quickened (b) multiplied (c) increased (d) No improvement
15. Gauri was waiting for Hema and I.
(a) Gauri was waiting for Hema and me (b) Gauri were waiting for Hema and me (c) Gauri were waiting for Hema and I (d) No improvement
16. Seeing that she is very tired, I walked out of the
(a) Seeing that she are very tired (b) Seeing that she was very tired (c) Seeing she is tired (d) No improvement
17. Heartfelt prayers to God will always have expected results.
(a) have amazing results (b) have good results (c) Have desired results (d) No improvement
18. A man's life is divided to four stages.
(a) into (b) as (c) of (d) No improvement
19. Shut the window, it is fairly cold.
(a) quiet (b) quite (c) rather (d) No improvement
20. We saw one tiger approached to us.
(a) approaching to us (b) approaching us (c) approaching towards us (d) No improvement
21. I did not see you for a long time.
(a) have not seen (b) saw (c) have not been seeing (d) No improvement
22. He does not laugh, nor he smiles.
(a) nor he does smile (b) neither he does smile (c) nor does he smile (d) no improvement
23. The old man is addicted to singing.
(a) is fond of singing (b) is used to singing (c) likes singing (d) No improvement
24. The second pigeon flew just as the first pigeon had flown.
(a) one had done (b) one had flown away (c) had done (d) No improvement
25. If you want to catch the first flight you may leave now.
(a) must (b) ought to (c) could (d) No improvement

Fill in the blanks with appropriate words:

26. The degree will be awarded during the annual ____.
(a) conference (b) convention (c) convolution (d) convocation
27. The United Kingdom ___ England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
(a) comprises of (b) comprises (c) combines (d) consists
28. Your _____ nature will aid you in attaining success in every venture you undertake.
(a) rotund (b) persevering (c) lackadaisical (d) catalytic
29. Will all of you _____ up for prayer?
(a) raise (b) rise (c) raze (d) race
30. There were no buses yesterday because of the strike, and so I _____ walk to college.
(a) should (b) have to (c) had to (d) will have to
31. A person came in with a baby who, she said, _____ a safety pin.

(a) swallowed (b) just swallowed (c) had just swallowed (d) was just swallowing

32. The convict tried his level best to justify himself but the judge looked _____ him and found him guilty.
(a) around (b) at (c) through (d) to

33. The student was punished for his____.
(a) impudence (b) prudence (c) modesty (d) clemency

34. Our monthly expenditure ______ by five hundred rupees when we decided to buy milk from the milkman.
(a) shot up (b) got up (c) lifted up (d) grew up

35. ____ the flight times before you book the tickets.
(a) check (b) control (c) inform (d) prove

36. You are fortunate ___ having an intelligent and obedient son.
(a) to (b) for (c) of (d) in

37. The criminal was ___ lest he should escape.
(a) fetid (b) fettered (c) fettled (d) feted

38. The driver was ____ injured; he died within an hour.
(a) significantly (b) fatally (c) fatefully (d) vitally

39. We heard that the Richards ____ their house recently.
(a) will shift (b) are shifting (c) had shifted (d) have shifted

40. The new railway counter at Dwarka should ____ all travellers.
(a) benefit (b) reward (c) reserve (d) provide

41. She is _____ of lizards.
(a) fearful (b) frightened (c) afraid (d) terrified

42. My finger is still ____ where I caught it in the door yesterday.
(a) broken (b) wounded (c) bruised (d) injured

43. Your tie does not go well ___ your shirt.
(a) above (b) with (c) for (d) over

44. My younger brother ____ my grandfather.
(a) looks on (b) looks after (c) looks to (d) looks of

45. I'm not very good ____ repairing things.
(a) at (b) for (c) in (d) about

46. _____ the new model of car, Mahindra has more leverage in increasing the sales.
(a) with (b) at (c) on (d) in

47. One should always set ____ some money for emergency.
(a) aside (b) on (c) by (d) out

48. Medical science has ___ almost everything except death.
(a) surrendered (b) conquered (c) controlled (d) crushed

49. I like ___ in the sun.
(a) laying (b) lay (c) lie (d) lying

50. You are ____ common sense.
(a) lacking of (b) devoid in (c) devoid of (d) dull on

Choose the correct one word substitution:

51. A rising of a body of water:
(a) Inundation (b) Truant (c) Ideology (d) Bridle

52. One who hated women:
(a) Impertinent (b) Infidel (c) Misogynist (d) Demagogue

53. Compulsory enlistment for military or other services:
(a) Infallible (b) Repercussion (c) Conscription (d) Intercept

54. Having every form or shape:
(a) Omniform (b) Philosophy (c) Death rattle (d) Parasite

55. Thinking oneself superior to others, arrogant:
(a) Truant (b) Culpable (c) Paranoia (d) Supercilious

56. The member of a gang of armed criminals.
(a) Byre (b) Gangster (c) Pyrotechnics (d) Respite

57. Long established and unlikely to change:
(a) Entomology (b) Inveterate (c) Impregnable (d) Internment

58. Dramatic performance with dumb show:
(a) Notorious (b) Pantomime (c) Illegal (d) Camouflage

59. Perfect in the practice of an art:
(a) Ambivert (b) Canine (c) Vacillation (d) Consummate

60. Extremely good:
(a) Opinionated (b) Exemplary (c) Congenital (d) Dissertation

61. Persons chosed or elected by other to express their views:
(a) Dodo (b) Immortal (c) Inflammable (d) Delegate

62. Poem narrating a popular story:
(a) Prosecute (b) Genius (c) Noxious (d) Ballad

63. Harsh sound:
(a) Deport (b) Parable (c) Cacophony (d) Parasol

64. A person who believes in the total abolition of war:
(a) Sonorous (b) Pacifist (c) Devour (d) Impromptu

65. Give something to make up somebody's loss:
(a) Animate (b) Colt (c) Compensate (d) Revocation

66. That which cannot be expressed in words:
(a) Pedant (b) Perquisite (c) Inexpressible (d) Stub

67. Body of a human being or animal embalmed for burial:
(a) Circumlocution (b) Mummy (c) Inexpressible (d) Neogamist

68. That which cannot be refuted or answered:
(a) Irrefutable (b) Err (c) Inexplicit (d) Blaspheme

69. Salt water lake separated from the sea by sand banks:
(a) Prerogative (b) Debauchery (c) Lagoon (d) Cajole

70. Science of crimes and criminals:
(a) Honorary (b) Duffer (c) Criminology (d) Benefactor

71. Short journey made by a group of persons together:
(a) Indignant (b) Excursion (c) Convalescence (d) Museum

72. Including much disorder:
(a) Blizzard (b) Turbulent (c) Stoic (d) Dyke

73. Active at night:
(a) Nocturnal (b) Manuscript (c) Amateur (d) Economical

74. Give off bubbles of gas:
(a) Effervesce (b) Pervasive (c) Craftsman (d) Epigraph

75. An effect which has a reference to the past:
(a) Demagogue (b) Retrospective (c) Pioneer (d) Bisque

Answers

1(c), 2(d), 3(c), 4(b), 5(b), 6(d), 7(a), 8(c), 9(c), 10(c), 11(a), 12(b), 13(b), 14(b), 15(a), 18(b), 17(c), 18(a), 19(b), 20(b), 21(a), 22(c), 23(a), 24(a), 25(a), 26(d), 27(b), 28(d), 29(b), 30(c), 31(c), 32(b), 33(a), 34(a), 35(a), 36(d), 37(b), 38(b), 39(c), 40(a), 41(c), 42(c), 43(b), 44(b), 45(a), 46(a), 47(a), 48(b), 49(d), 50(c), 51(a), 52(c), 53(c), 54(a), 55(d), 56(b), 57(b), 58(b), 59(d), 60(b), 61(d), 62(d), 63(c), 64(b), 65(c), 66(c), 67(b), 68(a), 69(c), 70(c), 71(b), 72(b), 73(a), 74(a), 75(b)

ভারতের ভূ-প্রকৃতি

বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত। অনন্য তার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ভূমিরূপ অনুসারে এ দেশকে বেশ কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। আলোচনা করছেন **পাভেল ঘোষ**।
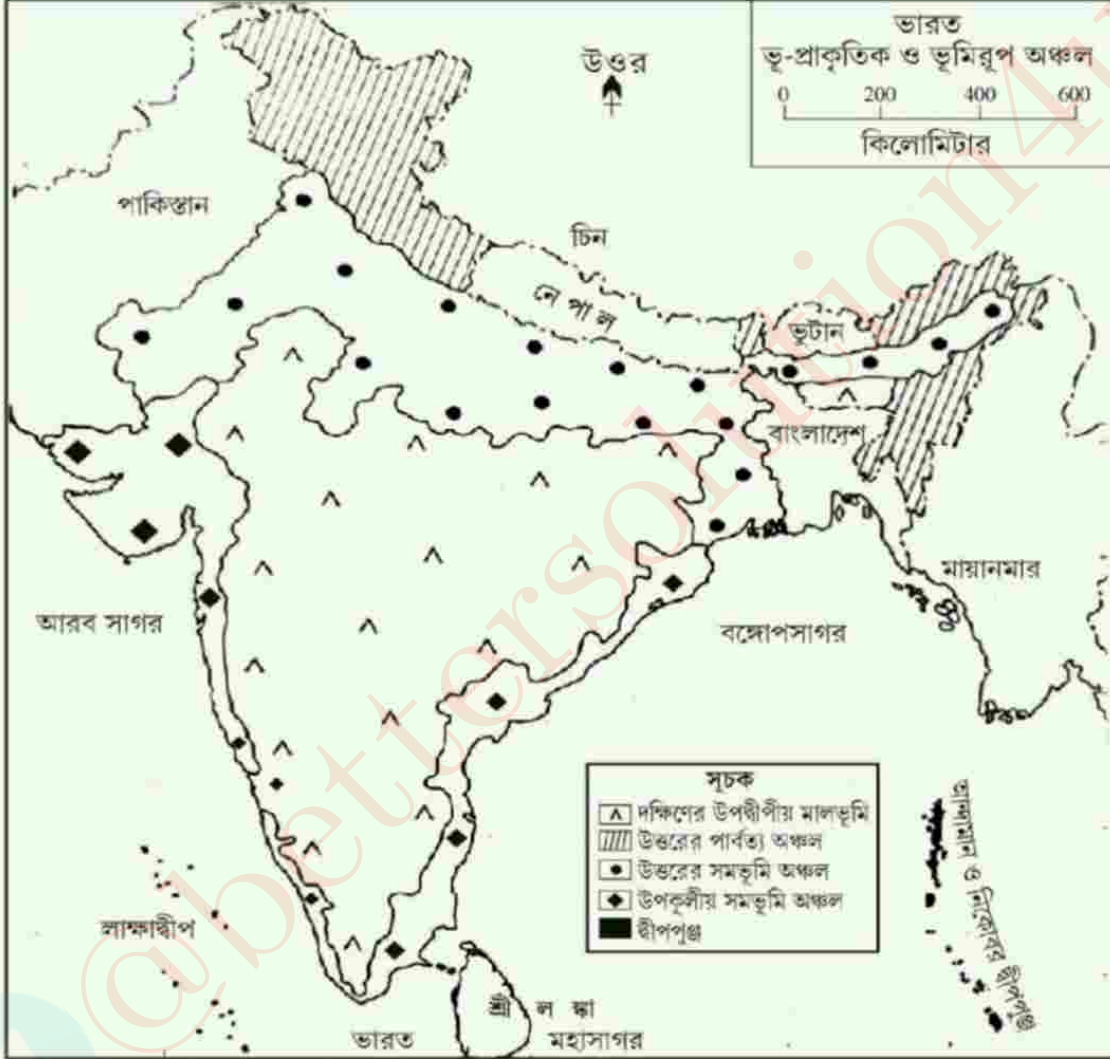
উত্তরের সমভূমি

ভারতের বৃহত্তম এই সমভূমি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ থেকে দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপীয় মালভূমির উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

- **দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ:** যথাক্রমে 2400 কিমি ও 150-320 কিমি।
- **আয়তন:** প্রায় 6 লক্ষ বর্গকিলোমিটার।
- **উৎপত্তি:** এই নদীবিধৌত সমভূমি সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি সঞ্চয়ের ফলে গঠিত।
- **অন্তর্ভুক্ত রাজ্য:** পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম।
- **শ্রেণিবিভাগ:** ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই সমভূমি অঞ্চল চারটি অংশে বিভক্ত— **(ক) রাজস্থান সমভূমি (খ) পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি (গ) গাঙ্গেয় সমভূমি (ঘ) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।**

রাজস্থান সমভূমি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: • আয়তন— 1.75 লক্ষ বর্গকিমি • প্রধান নদী— লুনী • চলমান বালিয়াড়িকে বলে— ধ্রিয়ান • লবণাক্ত জলের হ্রদগুলিকে বলে— রন বা রান • দু'টি সমান্তরাল বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী শুষ্ক অগভীর খাতকে বলে— ধান্দ।

প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ: • বাগর (আরাবল্লী পর্বতের পাদদেশ) • রোহি (আরাবল্লী থেকে নির্গত ছোট ছোট নদী দ্বারা সৃষ্ট প্লাবনভূমি) • হামাদা (কোমল শিলা দ্বারা গঠিত রুক্ষ সমভূমি) • মরুস্থলী (সর্ব পশ্চিমে বালি ও পাথর অধ্যুষিত অঞ্চল) • থালি (লুনি নদীর উত্তরে অবস্থিত বালুকাময় সমভূমি)।

ভারতের ভূগোল

পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: ● প্রবাহিত নদী— বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও বিতস্তা ● গড় উচ্চতা— 200-240 মিটার ● নবীন পলিগঠিত অঞ্চল— বেট ● বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল— দোয়াব ● বিপাশা ও ইরাবতী নদীর প্লাবনভূমি— ধায়া ● শিবালিক পর্বতের ক্ষয়প্রাপ্ত পাদদেশীয় অংশ— খোশ ● শিবালিক পর্বতের পাদদেশীয় অংশে নুড়ি, শিলাচূর্ণ দ্বারা গঠিত সমভূমি— ভাবর।

বিভিন্ন প্রকার মাটি: ● ভাঙ্গর: পুরনো পলিমাটি ● খাদার: নবীন পলিমাটি ● কংকর: ক্যালশিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত মাটি ● ভুর: বালুকাময় মাটি ● রে/কালার: লবণাক্ত মাটি।

গাঙ্গেয় সমভূমি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: ● আয়তন— 3.75 লক্ষ বর্গকিমি ● অন্তর্ভুক্ত রাজ্য— উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ।

প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি— ● প্রবাহিত নদী: গঙ্গা, যমুনা, রামগঙ্গা, ঘর্ঘরা, চম্বল ● প্রধান পলিমাটি: ভাঙ্গর (পুরনো) এবং বাদায় (নবীন)।

মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি— ● প্রবাহিত নদী: কোশী, ঘর্ঘরা, গঙ্গা, শোন ● কোশী নদী 'বিহারের দুঃখ' নামে পরিচিত।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি— ● প্রবাহিত নদী: ভাগীরথী-হুগলি ● প্রধান বিভাগ: তরাই সমভূমি, বরেন্দ্রভূমি, তাল, দিয়ারা, রাঢ় অঞ্চল, বদ্বীপ অঞ্চল ● প্রধান মাটি: পলি।

ব্রহ্মপুত্র সমভূমি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: ● অন্তর্ভুক্ত রাজ্য— আসাম ● ভারতের বৃহত্তম নদী দ্বীপ— মাজুলি (ব্রহ্মপুত্র নদের উপর)।

উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: ● মোট দৈর্ঘ্য: 6,000 কিমি।

প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি— ● বিস্তার— উত্তরে কচ্ছের রন থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ ● উপরিভাগ— কচ্ছ উপদ্বীপ - কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ - গুজরাত সমভূমি - কোঙ্কণ উপকূল - কর্নাটক উপকূলীয় সমভূমি - মালাবার সমভূমি ● প্রস্থ— 65 কিমি ● কয়াল— ভূ-আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ত হ্রদ কেরলে 'কয়াল' নামে পরিচিত।

পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি— ● বিস্তার— উত্তরে সুবর্ণরেখা নদীর মোহানা থেকে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ ● উপরিভাগ— ওড়িশা বা উৎকল সমভূমি - অন্ধ্র সমভূমি - করমণ্ডল উপকূল ● প্রস্থ— 120-200 কিলোমিটার ● উল্লেখযোগ্য হ্রদ— চিলকা (এশিয়ার বৃহত্তম উপহ্রদ, ওড়িশা উপকূল), কোল্লেরু (গোদাবরী ও কৃষ্ণা বদ্বীপের মাঝে অবস্থিত) ● কাবেরীর বদ্বীপকে বলা হয় 'দক্ষিণ ভারতের শস্যভাণ্ডার'।

দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ

প্রধান শ্রেণিবিভাগ: (ক) বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (খ) আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

● আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রায় 265টি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত ● সর্বোচ্চ শৃঙ্গ— স্যাডল পিক (737 মিটার) ● আগ্নেয়গিরি— ব্যারেন (জীবন্ত) ও নারকোন্ডাম (সুপ্ত) ● 10° চ্যানেল ও ডানকান প্রণালী এই অংশে অবস্থিত ● দ্বীপগুলি আগ্নেয় পদার্থ ও প্রবাল দ্বারা গঠিত।

আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

● উল্লেখযোগ্য দ্বীপপুঞ্জ— লাক্ষা, কান্নানোর, আমিনদিভি ও মিনিকয় (একত্রে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত) ● মৃত প্রবাল কীট দ্বারা গঠিত দ্বীপগুলিকে প্রবাল দ্বীপ বলে।

নমুনা প্রশ্ন

1. কেরল বা মালাবার উপকূলের দীর্ঘতম কয়াল হল:
(a) অষ্টমুদি (b) ভেম্বানাদ (c) কায়মকুলম (d) পুশমীকোটা
2. পাঞ্জাবে নবীন পলিগঠিত অঞ্চলকে বলে:
(a) ভাঙ্গর (b) খাদার (c) বেট (d) তুর
3. 'মাউন্ট গিরনার' শৃঙ্গটি যে ভূ-প্রাকৃতিক অংশে অবস্থিত:
(a) কচ্ছ উপদ্বীপ (b) মালাবার সমভূমি (c) কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ (d) গুজরাত সমভূমি
4. থর মরু অঞ্চলে অণুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়িগুলিকে বলে:
(a) ভিল (b) ধান্দ (c) ধ্রিয়ান (d) রন
5. লুনী নদীর উত্তরে অবস্থিত বালুকাময় সমভূমিকে বলে:
(a) হামাদা (b) থালি (c) রোহি (d) বাগর
6. কোন নদী 'বিহারের দুঃখ' নামে পরিচিত?
(a) ঘর্ঘরা (b) শোন (c) চম্বল (d) কোশী
7. নীচের কোন দ্বীপটি একটি প্রবাল দ্বীপ?
(a) আন্দামান (b) নিকোবর (c) লাক্ষা (d) মালদ্বীপ
8. এশিয়ার বৃহত্তম উপহ্রদ বা লেগুন হল:
(a) চিলকা (b) কোল্লেরু (c) পুলিকট (d) ভেম্বানাদ
9. কোন উপকূলে 'কয়াল' দেখা যায়?
(a) কোঙ্কণ (b) মালাবার (c) কর্নাটক (d) করমণ্ডল
10. রাজমহল ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অবনমিত এলাকাকে বলে:
(a) মালদা গ্যাপ (b) তাল (c) নাগা থ্রাস্ট (d) মোনাডনক

উত্তর

1(b), 2(c), 3(c), 4(a), 5(b), 6(d), 7(c), 8(a), 9(b), 10(a).

গত সংখ্যার উত্তর

1. নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে— (b) সিঙ্গালিলা পর্বত
2. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ— (c) স্যাডল পিক
3. পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মিলনবিন্দু— (d) নীলগিরি পর্বত
4. আকাশে ধ্রুবতারা বৃহত্তম কোণে দেখা যায়— (a) ফালুট থেকে
5. কাশ্মীর উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত— (d) ঝিলম নদী
6. প্রাচীনতম শিলা দ্বারা গঠিত— (d) শিবালিক পর্বত
7. তিরিচমির পর্বত অবস্থিত— (b) পাকিস্তানে
8. নেপাল হিমালয় অবস্থিত যে-দু'টি নদীর মাঝে— (d) কালী ও তিস্তা
9. দাক্ষিণাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ— (b) আনাইমুদি
10. ব্ল্যাক মাউন্টেন— (a) কামেট

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর

এ বছরের যে-কোনও প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চের প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল পদে কে নিযুক্ত হলেন?

উত্তর: পুনম গুপ্তা।

● কোন দুই সংস্থার উদ্যোগে প্রথম বার গায়ানা থেকে তেল আমদানি করল ভারত?

উত্তর: হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং মিত্তল এনার্জি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ।

● প্রথম কোন বিদেশি করোনা-প্রতিষেধক ছাড়পত্র পেল ভারতে?

উত্তর: রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি।

ওয়ার্ল্ড সিটিজ কালচারাল ফোরামে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন কে?

উত্তর: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

● কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়লগ ওরফে কোয়াডের প্রথম বৈঠক আয়োজিত হল। কোন চারটি দেশ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত?

উত্তর: ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন?

উত্তর: সুশীল চন্দ্র।

● এমপ্লয়িজ স্টেট ইনশিওরেন্স কর্পোরেশন (ই এস আই সি)-এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে কে নিযুক্ত হলেন?

উত্তর: মুখমিত এস ভাটিয়া।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক-আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ১০৩তম ডেভেলপমেন্ট কমিটি মিটিংয়ে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অংশ নিলেন। ভারত ছাড়াও মিটিংয়ে আর কোন কোন দেশের হয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন?

উত্তর: ভূটান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা।

● কিম বু-কিউম সম্প্রতি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন?

উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়া।

● ভারতের প্রথম কোন ব্যাঙ্ক আধার-নির্ভর এ টি এম পরিষেবা চালু করল?

উত্তর: ডি সি বি ব্যাঙ্ক।

মঙ্গলের মাটিতে প্রথম হেলিকপ্টার 'ইনজেনুইটি' প্রেরণ করল কোন সংস্থা?

উত্তর: নাসা।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর
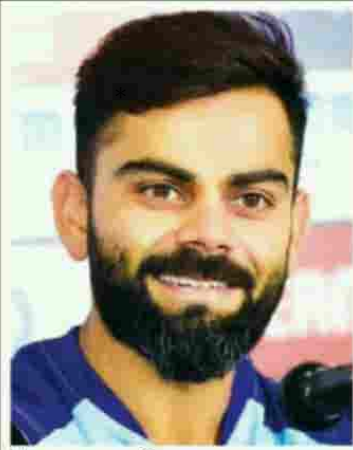
উইজডেনের বিচারে দশকের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে কাকে নির্বাচিত করা হল?
উত্তর: বিরাট কোহলি।

● দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, কোন প্রজাতির প্রাণীকে বিপন্ন ঘোষণা করা হল?
উত্তর: আফ্রিকার বন্য হাতি।

● ফাস্ট পেট্রল ভেসেল 'পি এস জোরোস্টার' কোন দেশকে উপহার দিল ভারত?
উত্তর: সেশেলেস।

● সম্প্রতি তিন হাজার বছরের পুরনো শহর 'রাইজ অব অ্যাটেন' বা 'লস্ট গোল্ডেন সিটি' আবিষ্কৃত হল কোন দেশে?
উত্তর: মিশর।

● গিলেরমো ল্যাসো কোন দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন?
উত্তর: ইকুয়েডর।

● ক্রিকেটার সুরেশ রায়নার সদ্যপ্রকাশিত আত্মকথার নাম কী?
উত্তর: 'বিলিভ— হোয়াট লাইফ অ্যান্ড ক্রিকেট টট মি'।

● ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় কোন দেশের পোস্টাল হাইওয়ে (পোষাকি নাম হুলাকি রাজমার্গ) নির্মিত হচ্ছে?
উত্তর: নেপাল।

● কোন দেশের সঙ্গে ভারতের যৌথ সেনা মহড়ার নাম খঞ্জর'?
উত্তর: কিরগিজস্তান।

গড়াপেটার দায়ে হিথ স্ট্রিককে আট বছরের জন্য নির্বাসিত করল আই সি সি। তিনি কোন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ছিলেন?
উত্তর: জিম্বাবোয়ে।

● ন্যাসকম (ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড সার্ভিসেস কোম্পানি)-এর প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন পদে কে নিযুক্ত হলেন?
উত্তর: রেখা মেনন।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে কত সাল পর্যন্ত দেশ শাসনের অধিকার দিল সে দেশের পার্লামেন্ট?
উত্তর: ২০৩৬ সাল পর্যন্ত।

● সম্প্রতি কোন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ভারতে তাদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বন্ধ করে দিল?
উত্তর: সিটি ব্যাঙ্ক।

● সদ্যপ্রয়াত হলেন চন্দ্রা নায়ডু। তিনি কী জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন?
উত্তর: তিনি ভারতের প্রথম মহিলা ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার।

● ৩৪তম এশিয়ার রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ কোন দেশে আয়োজিত হল?
উত্তর: কাজাখস্তান।

● টাইমসের বিচারে বিশ্বের একশো প্রভাবশালী সংস্থার তালিকায় ভারতের কোন দুই সংস্থা স্থান পেল?
উত্তর: জিও প্ল্যাটফর্মস এবং বাইজু'স।

এ বছর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার কে পেলেন?
উত্তর: রজনীকান্ত।

সদ্য ইন্দোনেশিয়ায় আছড়ে পড়ল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়টির নাম কী?
উত্তর: সেরোজা।

*আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

যে-কোনও প্রথম সারির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ থেকে ভারত ভূখণ্ডে বিবিধ আঞ্চলিক রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। রাজত্ব ও ক্ষমতার পরিধি বাড়াতে যুদ্ধবিগ্রহও বাড়তে থাকে। বাড়ে বহিরাগত শত্রুদের হামলা। ষষ্ঠ শতকে এ দেশে আসেন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। আলোচনা করছেন **ধীমান ঘোষ**।

যশোধর্মন

● বুদ্ধগুপ্তের আমলের একজন আঞ্চলিক শাসনকর্তা। গুপ্তদের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর উত্থান ঘটে। তিনি পশ্চিম মালব অধিকার করেন। তাঁর রাজধানী ছিল মান্দসৌর (অতীতের দশপুর)।

● তিনি হুন-নেতা মিহিরকুলকে পরাস্ত করেন।

মৈত্রক বংশ

● খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে মৈত্রক বংশের উত্থান।

● গুপ্ত বংশের সেনাপতি ভট্টারক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

● তাঁর রাজ্য ছিল বল্লভী (বর্তমান সৌরাষ্ট্র)।

● এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেন।

● খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগে আরব আক্রমণের ফলে মৈত্রক বংশের পতন ঘটে।

বাকাটক বংশ

● এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্য শক্তি। মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল নিয়েই বাকাটক রাজ্য।

● এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন।

● ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে এই বংশের অবসান ঘটে।

মৌখরী বংশ

● এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিবর্মন।

● এই বংশের শাসনক্ষেত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার কনৌজ।

● এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গ্রহবর্মন।

● তাঁর সঙ্গে পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়।

● গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে গ্রহবর্মন নিহত হন।

কামরূপ রাজ্য

● বর্তমান আসাম। ভাস্কর বর্মন ছিলেন প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের রাজা। তিনি হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের সমসাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজত্বের অবসান ঘটে।

গৌড় রাজ্য

● এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক। তিনি গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্তের সামন্ত ছিলেন।

● 600 খ্রিস্টাব্দে বাংলার গৌড়ে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

● শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মন শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

● থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

● থানেশ্বরের হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্কর বর্মনের মিলিত বাহিনী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে একাধিক বার যুদ্ধঘোষণা করলেও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। 647 খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

● খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে এই বংশের রাজত্বের সূত্রপাত।

● এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি প্রভাকর বর্ধন।

রাজ্যবর্ধন: ● প্রভাকর বর্ধনের পুত্র।

● শশাঙ্ক কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

হর্ষবর্ধন: ● পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ইনি 606 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন।

● দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন।

● উপাধি 'সকলোত্তরপথনাথ'।

● তথ্যসূত্র: হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত'।

● কৃতিত্ব: পঞ্চভারত জয়, অর্থাৎ—পাঞ্জাব (পশ্চিম), কনৌজ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা।

হিউয়েন সাঙ

● চৈনিক পরিব্রাজক। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন।

● ভ্রমণকাল: 630-644 খ্রিস্টাব্দ। 14 বছর ভারতে ছিলেন।

● আগমন পথ: চিন থেকে তাসখন্দ, সমরখন্দ হয়ে গান্ধারে পৌঁছন 630 খ্রিস্টাব্দে।

● নালন্দা: পাঁচ বছর নালন্দায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আচার্য শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা লাভ।

দ্বিতীয় পুলকেশী

● হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য ভ্রমণ করেন।

● হিউয়েন সাঙ দ্বিতীয় পুলকেশীকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা বলেছেন।

● এই সময় ভারতে মোট 138টি রাজ্য ছিল।

কনৌজের ধর্মসভা

● হর্ষবর্ধন কনৌজে হিউয়েন সাঙ-এর সম্মানে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন।

● হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনকে 'পশ্চিম ভারতের অধিপতি'

বলেছেন।

রাজপুতদের পরিচিতি

শব্দ পরিচিতি: 'রাজপুত্র' থেকে 'রাজপুত' শব্দটির উৎপত্তি। অর্থাৎ, রাজপুতরা ক্ষত্রিয়।

চাঁদ বরদৈ: চাঁদ বরদৈ 'পৃথ্বীরাজ রাসো' গ্রন্থে বলেছেন— পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন পর্বে দেশরক্ষার স্বার্থে ব্রাহ্মণগণ এক হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। এখান থেকে চার বীরের জন্ম হয় এবং এদের মধ্য থেকে পারমার, প্রতিহার, চৌহার ও চালুক্য জাতির সৃষ্টি হয়।

গুর্জর প্রতিহার

হরিচন্দ্র: গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মধ্য রাজপুতনার মাণ্ডোর ছিল তাঁর রাজ্য।

প্রথম নাগভট্ট: খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন। আরব আক্রমণ প্রতিহত করেন।

দ্বিতীয় নাগভট্ট

- রাজত্বকাল 805-833 খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)। প্রতিহার শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটান।
- 814 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হন।
- কনৌজ থেকে ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করে (816) কনৌজে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন।

মিহিরভোজ

- রামভদ্রের পুত্র এবং প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা।
- প্রতিহার রাজ্য তিনি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। 885 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম মহেন্দ্রপাল

- 885 খ্রিস্টাব্দে পিতা মিহিরভোজের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন।
- পাঞ্জাবের হাত অঞ্চল, মগধ এবং উত্তরবঙ্গ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন।

বিজয়চন্দ্র

- গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র। 1169 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জয়চন্দ্র

- পিতা বিজয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন।
- শাসনকাল 1170-1193 খ্রিস্টাব্দ।
- চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান স্বয়ংবর সভা থেকে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

তাঞ্জোরের চোল বংশ

- বিজয়ালয় চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- প্রথম রাজরাজকে চোল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
- এটি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম তামিল রাজবংশ।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

- প্রথম রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল, চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি।
- তিনি পাল-রাজ মহীপালকে পরাস্ত করেন।
- উপাধি— 'গঙ্গাইকণ্ডচোলম্'।

তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল

- চোল বংশের শেষ শাসক তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

- চোল সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- চোল শাসকরা আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, চিন প্রভৃতির সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে।

স্থাপত্য

- চোলরাজ প্রথম রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বরের মন্দির।
- চোলরাজ প্রথম আদিত্যের সময় নির্মিত শ্রীরঙ্গপত্তমের রঙ্গনাথ মন্দির।

বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল বংশ

শাসন ক্ষেত্র: যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী স্থান, বর্তমান বুন্দেলখণ্ড।

শাসক বংশ: চান্দেল্ল ও চেদী— দু'টি রাজপুত বংশ।

যশোবর্মন: হর্ষবর্ধনের পুত্র যশোবর্মন চান্দেল্ল বংশের অন্যতম রাজা।

চেদী বংশ

শাসন ক্ষেত্র: বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল— জব্বলপুরের রেওয়া- পান্না মালভূমির অংশ নিয়ে গঠিত।

শাসক: এখানে রাজত্ব করতেন উচ্চকল্প ও পরিব্রাজক বংশ।

রাজধানী: ত্রিপুরী। দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল রত্নপুর।

প্রশ্নোত্তরে আরও কিছু তথ্য

- শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?— কর্ণসুবর্ণ।
- তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল?— মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহান।
- তরাইনের প্রথম যুদ্ধে কে জয়ী হন?— পৃথ্বীরাজ চৌহান।
- শশাঙ্ক কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?— শৈব।
- কাকে 'পঞ্চভারতের অধিপতি' বলা হয়?— হর্ষবর্ধনকে।
- কনৌজের ধর্মসভা কবে আহুত হয়— 642 খ্রিস্টাব্দে।
- কনৌজের ধর্মসভা কত দিন ধরে চলেছিল?— 18 দিন।
- হর্ষবর্ধনের সময় একটি বাণিজ্যিক বন্দর ছিল। সেটির নাম কী?— তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক)।
- রাজশেখর লিখিত গ্রন্থের নাম কী?— কর্পূরমঞ্জরী।
- কোন প্রতিহার-রাজ আর্যাবর্তে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন?— মহীপাল।
- নাগহ্রদে কোন বংশের রাজধানী ছিল?— শিশোদিয়া বংশ।
- রণথম্বোরকে কে দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত করেন?— কুতুবউদ্দিন আইবক।
- প্রতিহার বংশের কোন রাজা কনৌজে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন?— দ্বিতীয় নাগভট্ট।
- গাড়ওয়াল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?— চন্দ্রদেব।
- পুষ্যভূতি রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল?— কনৌজ।
- বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা কে?— শশাঙ্ক।

ডব্লু বি সি এস মেন পরীক্ষার প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ চাকরি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) বা ডব্লু বি সি এস-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার মেন পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষায় 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ছ'টি পত্রের উত্তর দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে থাকবে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজি, তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে জেনারেল স্টাডিজ সংক্রান্ত প্রশ্ন, পঞ্চম পত্রে ভারতের সংবিধান, অর্থনীতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা এবং ষষ্ঠ পত্রে অ্যারিথমেটিক ও রিজনিং। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের পরীক্ষার্থীরা এ-ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়ের দু'টি পত্রে পরীক্ষা দেবেন। যাঁরা এ বছর এই পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের এখন শেষ লগ্নের প্রস্তুতি চলছে। এখানে ষষ্ঠ পত্রের নমুনা প্রশ্নোত্তর এবং অপশনাল ইতিহাসের দু'টি পত্রের দু'টি নমুনা প্রশ্ন প্রকাশ করা হল।

অপশনাল ইতিহাস (প্রথম পত্র, ইউনিট-এ)

Q. How do you account for the rise of Magadha as an imperial power in ancient India?

প্রাচীন ভারতের ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে চারটি ছিল রাজতন্ত্রের অধীনে। যথা— কোশল, বৎস, অবন্তী ও মগধ। আর বৃজি ছিল প্রজাতান্ত্রিক। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই শক্তিশালী মহাজনপদগুলি দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামগ্রিক ফল ছিল মগধের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। পরবর্তী কালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে হর্যঙ্ক বংশের শাসক বিম্বিসারের অঙ্গ জয়ের মাধ্যমে যে-সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছিল, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাপদ্মনন্দের আমলে তা অনেকখানি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে এর বলিষ্ঠতর রূপ দিয়েছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। সুতরাং, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ের গোড়া থেকেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চেহারা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কোশল, বৎস, অবন্তী, মগধ এবং প্রতাপশালী বৃহত্তর প্রজাতান্ত্রিক শক্তি বৃজির মধ্যে সংঘাতে মগধের সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল কেন, সে প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠবে।

মগধের এই উত্থানের পিছনে বহু কারণ দায়ী ছিল—

- ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মগধের উত্থানের পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মগধ ছিল পূর্ব ভারত ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। প্রকৃতি মগধ রাজ্য এবং এর প্রথম দিকের রাজধানী রাজগৃহকে বিভিন্ন দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছিল। গঙ্গা, শোন ও গণ্ডক নদী তিন দিক থেকে মগধকে বেষ্টন করে রাখায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মগধ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। রাজগৃহ ছিল পাঁচটি পাহাড় ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। মগধের পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই ভাবে মগধ ও তার রাজধানী প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় এক দিকে যেমন মগধ সহজে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, অপর দিকে তেমনই শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করাও তার পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।
- মগধের প্রাকৃতিক সম্পদও এ রাজ্যের উত্থানের অনুকূল ছিল। এ রাজ্যে ছিল উর্বর কৃষিজমি। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মূল্যবান কাষ্ঠ ও হস্তী মগধের নৌবাহিনী ও হস্তীবাহিনী গঠনে সহায়ক হয়। মগধের বিশাল জনশক্তির একাংশকে সংগঠিত করে পদাতিক বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। জঙ্গলে প্রাপ্ত হাতি সে যুগে সামরিক শক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভের ক্ষেত্রে মগধের হস্তীবাহিনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- মগধের রাজকোষের স্বচ্ছলতার পিছনেও প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধি, বিশেষ করে জঙ্গলগুলির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত দামি কাঠ রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধলভূম, সিংভূম ও গয়া জেলার বারাবার পাহাড়ে আবিষ্কৃত লৌহখনি এ রাজ্যে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের প্রমাণ। যেসব উন্নত অস্ত্রশস্ত্র মগধের পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার পথে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, তা তৈরি হত লৌহখনি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত লোহা দিয়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একটি বড় লাভজনক পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল লোহা। লৌহ ও লৌহজাত পণ্য রপ্তানির ফলে দেশের প্রভূত অর্থাগম হওয়ায় মগধের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।
- মগধের ক্রম-উত্থানের পিছনে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের ইতিহাসে বারবারই কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো গড়ে উঠতে দেখা গেছে। গঙ্গা ও শোন নদীবিধৌত, পলিমাটি সমৃদ্ধ মগধের জমি ছিল খুবই উর্বর। এই উর্বর জমিতে কেবল ভালো শস্য উৎপন্ন হত তাই নয়, একই জমিতে বছরে দু'বার ফসল ফলানো সম্ভব হত। অর্থনীতির

এই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে মগধের রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হওয়ায় চাষিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক নিয়মিত ভাবে আদায় করা সম্ভব হত। নিয়মিত শুল্ক আদায়ের ফলে সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও সহজ হয়, উন্নত মানের সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য ছিল। এই ভাবে কৃষি মগধের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবেও সহায়ক হয়।

● মগধ রাজ্যের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল সহজসাধ্য। নদীপথ, বিশেষত গঙ্গানদীর উপর নিয়ন্ত্রণ, মগধের বাণিজ্যিক আধিপত্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাণিজ্য থেকে নিয়মিত শুল্ক আদায়ও সে যুগে সম্ভব ছিল। প্রথম দিকে এই নদীপথে বাণিজ্য ছিল মূলত অন্তর্দেশীয়। কিন্তু বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গ রাজ্য জয়ের পর বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হয়। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার তাঁর 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, অঙ্গ রাজ্য জয়ের পর মগধের যে-বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা ছিল রীতিমতো লাভজনক।

● মগধের উত্থানের মূলে অপর কারণ— গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব থেকে এই অঞ্চল ছিল তুলনামূলক ভাবে মুক্ত। সম্ভবত বৈদিক রাষ্ট্রনীতি ও সংস্কৃতি পূর্ব ভারতে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই কারণে পূর্ব ভারতের জনগণ নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তোলার অবকাশ পায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সর্বজনীন আবেদন এই অঞ্চলের মানুষের মনে রাজনৈতিক ভাবধারার সম্প্রসারণ ঘটায়। জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মগধে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য গঠনে সহায়ক হয়। মগধের সিংহাসনে পরাক্রমশালী রাজাদের উপস্থিতি এই সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

মগধের অগ্রগতির সূচনা হয় বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গ জয়ের মধ্য দিয়ে, পরিসমাপ্তি ঘটে কলিঙ্গ জয়ের দ্বারা। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর একাধিক যুদ্ধ জয়ের সাফল্যে মগধ পূর্ব ভারতে এক প্রবল শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিম্বিসারের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপশনাল ইতিহাস (দ্বিতীয় পত্র, ইউনিট-বি)

Q. What were the results of the Industrial Revolution?

শিল্পবিপ্লব হল আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ফরাসি দার্শনিক বার্গসনের মতে, এই বিপ্লব মানবিক সম্পর্ককে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে।

● শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরনো কৃষিনির্ভর কুটির শিল্পমুখী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক, যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার সৃষ্টি হয়। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে জীবনযাত্রার উপকরণগুলিকে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করে। পরিধেয় থেকে পরিবহণ— সর্ব ক্ষেত্রে মানুষের আরাম ও বিলাসের অজস্র উপকরণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত হয়। লোকে অর্থ দ্বারা সেই সকল সামগ্রী কিনতে পারে।

● বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে নিজের বশে আনার কাজে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎ, জলশক্তিকে মানুষ যন্ত্র চালনার কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

● শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন কায়িক শ্রমের বদলে যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ে। লাঙলের বদলে ট্রাক্টর দ্বারা চাষাবাদ, তাঁতের বদলে যন্ত্র দ্বারা কাপড় বুনন, রাসায়নিক সারের দ্বারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মোটর-রেল-বিমান-জাহাজে যাতায়াত— এই ভাবে নানা ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করে।

● লোকে কলকারখানায় কাজ পাওয়ার ফলে জীবিকার নতুন নতুন ক্ষেত্রের উন্মেষ ঘটে। এই ভাবে শিল্পবিপ্লব এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করে। অর্থনীতিবিদ অ্যাস্টনের মতে, ইউরোপের জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছিল, তাতে শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানায় লোকের কর্মসংস্থান না হলে ইউরোপ দারিদ্রের পাঁকে ডুবে যেত। এশিয়া, আফ্রিকার মতো অনগ্রসর দেশে পরিণত হত। শিল্পবিপ্লব ইউরোপকে বিশ্বের অনগ্রসর অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলি ইউরোপের অধীনস্থ বাজারে পরিণত হয়। যে-জাতির হাতে যুদ্ধজাহাজ ও মারণাস্ত্র ছিল তারা বাণিজ্য-জাহাজ বোঝাই করে শিল্পদ্রব্য এই সকল অনগ্রসর দেশে অস্ত্রের জোরে বিক্রি করে। শিল্পবিপ্লব নব্য সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়।

অন্য দিকে, শিল্পবিপ্লব সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে বহু জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি করে। শহরের সংখ্যা বাড়লে গ্রামীণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে বহু লোক গ্রাম থেকে এসে শিল্পশহরগুলিতে ভিড় করে। এরা কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে ভূমিহীন, গৃহহীন কারখানার চাকুরিসম্বল শ্রমজীবী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এরা কারখানায় উদয়াস্ত খেটে কম মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করত। এই শ্রমিক শ্রেণিকে মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করে চলতে হত। একার মজুরিতে সংসার চলত না, এজন্য বাড়ির নারী ও শিশুরা কারখানায় কাজ করত। পুরুষ শ্রমিকদের ১৬-১৭ ঘণ্টা প্রত্যহ পরিশ্রম করতে হত। কলকারখানায় ছাঁটাই হলে এরা অর্ধাহার বা অনাহারে দিনাতিপাত করত। শিল্পবিপ্লবের গোড়ার দিকে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন না থাকায়, শ্রমিকের অবস্থা ছিল খুবই করুণ।

এদিকে শহরগুলিতে হঠাৎ লোকসংখ্যা বাড়ায় বাসস্থান, জল সরবরাহ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পশহরগুলির স্বাস্থ্য ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

ডব্লু বি সি এস মেন

শ্রমিকেরা বাসগৃহের অভাবে বস্তিতে, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। শ্রমিক পরিবারের শিশুরা এই পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত *পরিবেশে বেড়ে উঠত। একঘেয়ে নিরানন্দময় জীবনে বৈচিত্রের লোভে শ্রমিক তার সাপ্তাহিক উপার্জনের একাংশ ভাটিখানায় ব্যয় করত। শিশুদের শিক্ষা দান, পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, শ্রমিক বস্তিগুলি ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের পথে চলে যায়। দারিদ্র, হতাশা ও অশিক্ষা শ্রমিকের জীবনকে চুরমার করে দেয়। মার্কসের মতে, 'সূর্যালোকিত দিনের মাঝেও শ্রমিকের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।'

শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকের অর্থনৈতিক জীবনেও নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। যন্ত্রের দ্বারা শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হলে যে-সকল কারিগর নিজ হাতে শিল্পদ্রব্য তৈরি করত তারা বেকার হয়ে পড়ে। কুটিরশিল্প ধ্বংস হলে তাঁতি, কামার প্রভৃতি শ্রেণির লোকের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই শ্রেণির লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মেশিন ও কারাখানা ভাঙবার চেষ্টা করে। ১৮১১-১৬ সালে ইংল্যান্ডে মেশিন ভাঙার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহকে 'লুডাইট রায়ট' (Luddite Riots) বলা হয়। ক্রমে এই সকল লোকেরা বাধ্য হয়ে দিনমজুরের কাজে লাগে, নতুবা নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকেরা দক্ষ ও অদক্ষ দুই শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যায়। দক্ষ শ্রমিকেরা শিল্প-কারখানায় বিশেষ বিভাগে দক্ষতা অর্জন করে বেশি হারে মজুরি পায়। বাকি শ্রমিকেরা সাধারণ কাজ করে এবং কম মজুরি পায়।

শিল্পবিপ্লবের অপর একটি সমাজিক কুফল ছিল শিশুশ্রমিকদের কারখানার কাজে নিযুক্তি। যেহেতু অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা প্রতিবাদ করতে জানত না এবং কম মজুরিতে তাদের বেশি সময় খাটানো যেত, সেহেতু মিল-মালিকরা শিশুশ্রমিক নিয়োগ করে বেশি মুনাফা লুটত। সাধারণত সরকারি ভবঘুরে আশ্রয়স্থল অথবা দরিদ্র নিবাস থেকে তারা এই বালক-বালিকাদের থোক টাকায় কিনে নিয়ে কারখানার কাজে নিয়োগ করত। এদের নাম ছিল 'শিক্ষানবিশি শিশুশ্রমিক' (Apprentice Children)। শেষ পর্যন্ত শিশুশ্রমিকদের উপর নির্যাতন রদ করতে সরকার কয়েকটি আইন পাশ করে।

চাকরির আরামদায়ক জীবনের লোভে লোকে শহরে চলে আসার ফলে গ্রামগুলি অন্নহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে কলকারখানা বাড়লে দক্ষিণাঞ্চল থেকে লোক এই অঞ্চলে চলে আসে। দক্ষিণ ইংল্যান্ড তার গুরুত্ব হারায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অভিজাত শ্রেণি এতকাল যে-সকল ক্ষমতা ভোগ করত তা লোপ পায়। বুর্জোয়া শ্রেণি কাঞ্চন-কৌলিন্যের জোরে সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতা অধিকার করে। ইতিহাসে বুর্জোয়া যুগের সূচনা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণি লক্ষ্য করে যে, রাজনৈতিক অধিকার হাতে না পেলে, রাষ্ট্রকে তাদের শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এজন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজে বুর্জোয়ারা এগিয়ে আসে। তারা এমন সংবিধান রচনা করে যাতে ভোটাধিকার বুর্জোয়া শ্রেণির হাতেই থাকে। এভাবে ইউরোপের বহু দেশে বুর্জোয়াতন্ত্র স্থাপিত হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। শিল্পবিপ্লবের পর দেশের শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থার সমগ্র অংশ মালিক বা পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়। কুটির শিল্পের যুগে উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাতে। এরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দ্বারা স্থানীয় চাহিদা মেটাত। ক্ষুদ্র উৎপাদকরা চাহিদামতো জিনিস হাতে তৈরি করত। চাহিদার তুলনায় অনেক সময় উৎপাদন কম ছিল। উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য ব্যাপক পরিমাণে বিক্রি করে মুনাফা করার কোনও সুযোগ ছিল না। শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিপতি শিল্প-মালিকেরা বিশ্বের বাজারে পণ্য বিক্রির জন্য দেশের চাহিদা অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করে। এই সব সামগ্রীর দাম তারা ইচ্ছামতো বেঁধে দেয়। এই ভাবে তারা মুনাফার পাহাড় জমিয়ে ফেলে। জমা মূলধন দ্বারা তারা আরও নুতন নতুন শিল্প গড়ে। এভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণির হাতে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এরা এমনই ক্ষমতাশালী শ্রেণিতে পরিণত হয় যে, কোনও সরকার সহসা এদের চটাতে সাহস করত না।

মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণির লক্ষ্য হয় শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে বেশি মুনাফা করা। মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণি এভাবে নিরন্তর মুনাফা বাড়িয়ে ধনী হতে থাকে। অপর দিকে শ্রমিক ও ক্রেতা সকলেই তাদের হাতে শোষিত হয়। মার্কসের পরিভাষায় 'ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়'। এই কারণে সমাজে সাম্য বিনষ্ট হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্র নামক মতবাদের উদ্ভব হয়। চিন্তাবিদ দার্শনিকেরা শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে ধন বণ্টনে ঘোর বৈষম্য, শ্রমিকের দারিদ্রের কথা ভেবে এর প্রতিকারের চিন্তা করেন। সমাজতন্ত্রবিদরা এই মত প্রচার করেন যে, শ্রমই হল সম্পদের উৎস। কাঁচামাল হল প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সকলের সমান অধিকার আছে। শ্রমিক কাঁচামাল নিয়ে তার শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করে তার মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানায় মালিক প্রকৃতপক্ষে মুনাফার হকদার নয়। কারখানায় পরিচালক কেবল ম্যানেজারের কাজ করে। শিল্পের মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন দার্শনিক কার্ল মার্কস। মার্কসীয় মতবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। শ্রমিক শ্রেণি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা মালিকের কাছ থেকে তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। ধর্মঘটের চাপে মালিকশ্রেণি শ্রমিকের ন্যায্য দাবি অনেক ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমিকশ্রেণি তাদের ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চালায়। ভোটাধিকার লাভ করে শ্রমিকেরা আইনসভায় আইন রচনা করে সরকারকে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার কাজ করতে বাধ্য করে। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কম সময় কাজ, বাসস্থান, বিমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। রুশদেশে বলশেভিক দল শ্রমিকের রাষ্ট্র স্থাপন করে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে, বেশি মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণি দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি পণ্য উৎপাদন করে। এই

বাড়তি পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি অন্য দেশের* বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য করার তাগিদে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে। এর পরিণামে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। লেনিনের মতে, 'পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যমজ ভাইয়ের ন্যায় হাত ধরাধরি করে চলে।' প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশ দখলের মানসিকতা। লেনিন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁর Imperialism, the Highest Stage of Capitalism গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রস্তুত করেছেন: অমিত সেন

Arithmetic and Reasoning (ষষ্ঠ পত্র)

Arithmetic

1. A farmer travelled a distance 61 km in 9 hours. He travelled partly on foot of the rate of 4 km/hr and partly on bicyle at the rate 9 km/hr. The distance travelled on foot is:
(a) 16 km (b) 17 km (c) 18 km (d) 19 km

2. The length of the shadow of vertical tower on level ground increases by 10 metre when the altitude of the sun changes from 45° to 30°. Then the height of the tower is:
(a) $5\sqrt{3}$ m (b) $10(\sqrt{3}+1)$m (c) $5(\sqrt{3}+1)$m (d) $10\sqrt{3}$ m

3. Which of the following words can be rearranged in 720 ways?
LETTER, TRUCKS, COUNTRY, THERE
(a) TRUCKS (b) THERE (c) COUNTRY (d) LETER

4. The difference between the circumference and the radius of a circle is 37 cm. The area of the circle is (Take $\pi = 22/7$)
(a) 148 sqcm (b) 154 sqcm (c) 160 sqcm (d) 165 sqcm

5. While solving a porblem, by mistake, Anita squared a number and then subtracted 25 from it rather than first subtracting 25 from the numbers and then squaring it, she got the right answer. What was the given number?
(a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14

6. When 2^{33} is divided by 10, the remainder will be:
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

7. Rs. 800/- becomes Rs. 956/- in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will Rs. 800/- become in 3 years?
(a) Rs. 1050/- (b) Rs. 1051/- (c) Rs. 1052/- (d) Rs. 1053/-

8. If the difference between S.1 and C.1 for 2 years on a sum of money lent at 5% is Rs. 6%, then the sum is:
(a) Rs. 2300/- (b) Rs. 2400/- (c) Rs. 2500/- (d) Rs. 2600/-

9. If the radius of a circle is increased by 50%, its area is increased by:
(a) 125% (b) 100% (c) 75% (d) 80%

10. Puneeta borrowed from Reena certain sum for 2 years at simple interest. Puneeta lent this sum to venu at the same rate for 2 years compound intrest. At the end of two years she received Rs. 110 as compound interest but paid Rs. 100 as simple interest. Find the sum and rate of interest:
(a) Rs. 250, rate 10% per annum (b) Rs. 250, rate 20% per annum (c) Rs. 250, rate 5% per annum (d) Rs. 250, rate 15% per annum

11. 'A' salls an article to 'B' at a profit of 20% and 'B' salls it to 'C' at a profit of 25%. If 'O' Pays Rs. 1200/-, the cost price of the article originally is:
(a) Rs. 500 (b) Rs. 600 (c) Rs. 700 (d) Rs. 800

12. The average age of four boys, five years ago was 9 years. On including a new boy, the present average age of all the five is 15 years. The present age of the new boy is:
(a) 19 years (b) 20 years (c) 21 years (d) 22 years

13. The population of a town is 15000. If the number of males increases by 8% and that of females by 10%, then the population would increases to 16300. Find the number of females in the town:
(a) 4000 (b) 5000 (c) 6000 (d) 6500

14. The radius of a circular room is 21m. What will be the cost of carpeting the floor at the rate of Rs. 14 per sqm?
(a) Rs. 19404 (b) Rs. 19405 (c) Rs. 19406 (d) Rs. 19407

15. When 2 is added to both the numerator and denominator of a possible fraction, the fraction thus obtained is $\frac{3}{5}$. If the denominator is 6 more than the numerator, what is the original value of the denominator?
(a) 12 (b) 13 (c) 14 (d) 15

16. Present age of Ram is equal to Shyam's age 8 years ago. 6 years hence, the respective ratio between Shyam's age and Ram's age will be 6 : 5 at that time. What is Ram's present age?
(a) 32 years (b) 33 years (c) 34 years (d) 35 years

17. The side of a square is equal to the length of a rectangle; also the side of the square is twice the breadth of the rectangle. If the sum of the areas of the square and rectangle is 54 cm^2, what is the length of the rectangle?
(a) 6 cm (b) 8 cm (c) 10 cm (d) 12 cm

18. How much is the consumption wattage of a TV which when used 2hr, a day for 30 days in a month, along with household gadgets consuming 5 units a day, aggregates a monthly consumption of 159 electrical units?
(1 unit is 1000 watt)
(a) 150 watt (b) 160 watt (c) 170 watt (d) 175 watt

19. A person travels from P to Q at a speed of 40 km/h and returns to Q by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both the trips?
(a) 45 km/h (b) 48 km/h (c) 49 km/h (c) 52 km/h

20. If $a\sin\theta + b\cos\theta = C$, then $a\cos\theta - b\sin\theta$ is equal to:

(a) $\pm\sqrt{c^2+a^2-b^2}$ (b) $\pm\sqrt{a+b-c}$ (c) $\pm\sqrt{a^2+b^2-c^2}$ (d) $\pm\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

21. If radius of a circle is increased by 5%, then the increase in its area is?
(a) 2% (b) 10.25% (c) 10% (d) 5%

22. The area of a rhombus is 256 sqcm and one of its diagonal is twice the other in length. The length of its larger diagonal is?
(a) 18 cm (b) 30 cm (c) 32 cm (d) 36 cm

23. The value of $\theta(0 \geq \theta \geq 90^o)$ satisfying $2\sin^2\theta = 3\cos\theta$ is:
(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 30°

24. If p + m = 6 and $p^3 + m^3 = 72$, then the value of 'pm' is ?
(a) 8 (b) 6 (c) 9 (d) 12

25. When x^m is multiplied by x^n, product is 1. The relation between m and n is?
(a) m = –n (b) mn = 1 (c) m + n = 1 (d) m = n

Answers

1(a), 2(c), 3(a), 4(b), 5(c), 6(a), 7(c), 8(b), 9(a), 10(b), 11(d), 12(a), 13(b), 14(a), 15(b), 16(c), 17(a), 18(a), 19(b), 20(c), 21(b), 22(c), 23(b), 24(a), 25(a).

Solutions

1(a): Let distance travelled on foot is x km

Therefore, $\frac{x}{4}+\frac{61-x}{9}=9$

$\Rightarrow \frac{9x+244-4x}{36}=9$

$\Rightarrow 9x + 244 - 4x = 324$

$\Rightarrow 5x = 324 - 244 = 80$

$\Rightarrow x = 16$

Therefore, distance travelled on foot is 16 km.

2(c):

Now in ΔABC

$\tan 45^o = \frac{h}{x}$, h = x
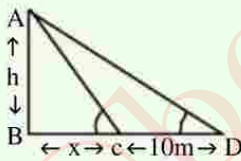
In ΔABD, $\tan 30^o = \frac{h}{x+10}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+10} \Rightarrow x + 10 = \sqrt{3}h$

put the value of x in term of h

$\Rightarrow h + 10 = \sqrt{3}h \Rightarrow h(\sqrt{3}-1) = 10$

$\Rightarrow h = \frac{10}{\sqrt{3}-1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$

$= \frac{10(\sqrt{3}+1)}{3-1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2}$

$h = 5(\sqrt{3}+1)$ m

Hence, the height of the tower = $5(\sqrt{3}+1)$ m.

3(a): In 'TRUCKS' there are 6 letters

∴ Total number of permutations = 6!

$= 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720.$

4(b): Let radius of a circle = r

Then, $2\pi r - r = 37$

$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} r - r = 37 \Rightarrow r = 7cm$

Now, area of the circle = $\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154$ sqcm.

5(c): Let the number be x

According to question, $x^2 - 25 = (x-25)^2$

$\Rightarrow x^2 - 25 = x^2 - 50x + 625$

$\Rightarrow 50x = 625 + 25 = 650 \Rightarrow x = 13$

6(a): 2^{33} (∵ power of 2 is odd)

∴ $2^1 = 2$ which is smaller than 10

$2^3 = 8$ which is smaller than 10

$2^5 = 32$ gives 2 as remainder when divisible by 10.

7(c): Simple interest of 3 years = 956 – 800 = Rs.156/-

Simple interest = $\frac{\text{Principal} \times \text{rate} \times \text{time}}{100}$

$\Rightarrow 156 = \frac{800 \times rate \times 3}{100}$

rate = $\frac{156 \times 100}{800 \times 3} = 6.5\%$.

'New rate' = 6.5 + 4 = 10.5%

Again simple interest = $\frac{800 \times 10.5 \times 3}{100}$ = Rs. 252

∴ Amount after 3 years = 800 + 252 = Rs. 1052.

8(b): Difference = $p\left(\frac{r}{100}\right)^2$ (only for 2 years)

$\Rightarrow 6 = p\left(\frac{5}{100}\right)^2$

$\Rightarrow p = \frac{6 \times 100 \times 100}{5 \times 5}$ = Rs. 2400/-

9(a): Required increased percentage in areas = 50 + 50 + $\frac{50 \times 50}{100}$ = 100 + 25 = 125%.

10(b): S.I for 2 years = 100

SI for 1 year = $\frac{100}{2} = 50$

CI – SI = 110 – 100 = 10

Rate = $\frac{10}{50} \times 100 = 20\%$

$P = \frac{SI \times 100}{R \times T} = \frac{50 \times 100}{20 \times 1}$ = Rs. 250.

11(d): Let the original price of an article be Rs. x

Cost price of B = $\frac{120}{100} \times x$

Cost price of C = $\frac{120x}{100} \times \frac{125}{100}$

According to question,

$\Rightarrow \frac{120}{100} \times \frac{125}{100} \times x = 1200$

$\Rightarrow x = \frac{1200 \times 100 \times 100}{120 \times 125}$ = Rs. 800.

12(a): Five years ago the sum of ages of four boys = 9× 4 = 36

The sum of present age of four boys = 36 + 20 = 56

Let the age of new boy be x years

According to question, 56 + x = 15 × 5

x = 75 – 56 = 19 years.

13(b): Let number of males be x, then numbers of females will be (15000 – x)

According to question, 8% of x + 10% of (15000 – x) = 16300 – 15000

$\Rightarrow x \times \frac{8}{100} + (15000 - x) \times \frac{10}{100} = 1300$
$\Rightarrow 8x + 150000 - 10x = 130000$
$\Rightarrow 2x = 150000 - 130000 = 20000$
$\Rightarrow x = 10000$
So, numbers of females = 15000 – 10000 = 5000
14(a): r = 21m
Area of room $= \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 1386$ sqm
cost of 1 sqm = Rs. 14/-
cost of 1386 sqm = 1386 × 14 = Rs. 19404.
15(b): Let numerator = x
Denominator = x + 6
According to question, $\frac{x+2}{x+6+2} = \frac{3}{5}$
$\Rightarrow 5x + 10 = 3x + 24 \Rightarrow 2x = 14, x = 7$
$\therefore$ Denominator = x + 6 = 7 + 6 = 13
16(c): Present age of Ram = x years
Present age of Shyam = (x + 8) years
According to question, $\frac{x+8+6}{x+6} = \frac{6}{5}$
$\Rightarrow \frac{x+14}{x+6} = \frac{6}{5}$
$\Rightarrow 5x + 70 = 6x + 36 \Rightarrow x = 34$ years
17(a): Let the length of the rectangle = ℓ cm
breadth of the rectangle = bcm
Given $\ell = a, b = \frac{a}{2}$
According to question, $a^2 + \ell \times b = 54$
$\Rightarrow a^2 + a \times \frac{a}{2} = 54 \Rightarrow 3a^2 = 54 \times 2 \Rightarrow a^2 = 36$
$\therefore a = 6$ cm
18(a): Let consumption on TV = x watt/hr, then 30 × 2 × x + 5 × 30 × 1000 = 159 × 1000
$\Rightarrow 60x + 150000 = 159000$
$\Rightarrow 60x = 9000 \Rightarrow x = \frac{9000}{60} = 150.$
19(b): Speed of return $= \frac{40 \times 150}{100} = 60$ km/h
Average speed $= \frac{2 \times 40 \times 60}{40 + 60} = \frac{4800}{100} = 48$ km/h.
20(c): Given a sinθ = b cosθ = c
$\Rightarrow (a \sin\theta + b \cos\theta)^2 = c^2$
$\Rightarrow a^2 \sin^2\theta + b^2 \cos^2\theta + 2ab \sin\theta.\cos\theta = c^2$
$\Rightarrow a^2(1 - \cos^2\theta) + b^2(1 - \sin^2\theta) + 2ab\sin\theta.\cos\theta = c^2$
$\Rightarrow a^2 - a^2\cos^2\theta + b^2 - b^2\sin^2\theta + 2ab\sin\theta.\cos\theta = c^2$
$\Rightarrow a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta - 2ab\sin\theta.\cos\theta = a^2 + b^2 - c^2$
$\Rightarrow (a \cos\theta - b\sin\theta)^2 = a^2 + b^2 + c^2$
$\Rightarrow a\cos\theta - b\sin\theta = \pm\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
21(b): % increase in area $= 5 + 5 + 5 \times \frac{5}{100} = 10.25\%$.
22(c): Area of rhombus $= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$ and $d_1 = 2d_2$
Therefore, $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 256$
$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 2d_2 \times d_2 = 256 \Rightarrow (d_2)^2 = 256$
$\Rightarrow d_2 = 16$ cm
$\therefore$ length of largest diagonal = 2 × 16 = 32 cm.
23(b): $2 \sin^2\theta = 3 \cos\theta$
$\Rightarrow 2(1 - \cos^2\theta) = 3\cos\theta$
$\Rightarrow 2 - 2\cos^2\theta = 3\cos\theta \Rightarrow 2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 2 = 0$
$\Rightarrow (2\cos\theta - 1)(\cos\theta + 2) = 0$
For $2\cos\theta - 1 = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos\theta = 60^o$.
24(a): p + m = 6 (squaring both the sides)
$\Rightarrow p^2 + m^2 + 2pm = 36$
$\Rightarrow p^2 + m^2 = 36 - 2pm$
Now $p^3 + m^3 = (p + m)(p^2 + m^2 - pm)$
$\Rightarrow 72 = (6)(36 - 2pm - pm)$
$\Rightarrow 12 = 36 - 3pm \Rightarrow 3pm = 24 \Rightarrow pm = 8$
25(a): $x^m \times x^n = 1$
$\Rightarrow x^{m+n} = 1 \Rightarrow x^{m+n} = x^o \Rightarrow m + n = 0 \Rightarrow m = -n$

Reasoning

1. In the word 'MATHEMATICS', If M related by P, A by D, T by W and so on then in the new arrangement of the letters the letter of the 9th place is:
(a) K (b) L (c) F (d) W
2. By changing one letter at a time, in how many minimum steps, the word 'LOCK' can be changed to 'BANK'? Each change should result in a meaningful word.
(a) 6 (b) 5 (c) 4 (d) 3
3. How many triangles are there in the given figure?
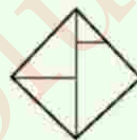
(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7
4. If 'EDITION' is written as 'IDETNOI'. How is 'MEDICAL' written in that code?
(a) DEMILAC (b) LACIMED (c) DIEMCAL (d) CADILEM
5. What number will occur in the blank space at the end of the following series?
2 – 3, 4 – 6, 7 – 10, 11 – 15, 16 – 21, 22 _ ?
(a) 25 (b) 27 (c) 28 (d) 29
6. Beena travelled 5km south ward and turned right and travelled 10 km, then turned right and travelled 5 km. How far was Beena from the starting point?
(a) 20 km (b) 10 km (c) 5 km (d) 15 km
7. Neena goes 100m to the south of her house and turns left and goes 40m. Then turning to the north she goes 60m. In which direction is she from her house?
(a) North-East (b) South-West (c) North-West (d) South-East
8. If the first and second letters in the word 'COMMUNICATIONS' were interchanged, also the third and fourth letters, the fifth and sixth, and soon. Then which letter would be present in the tenth position from the right?
(a) A (b) T (c) N (d) U
9. The sum of four consecutive two digit odd numbers, when divided by 10 becomes a perfect square. Which of the following can possibly be one of these four number?
(a) 21 (b) 25 (c) 41 (d) 67
10. Find the missing number:
5, 16, 49, 148, ?, 941
(a) 444 (b) 445 (c) 446 (d) 447

11. In a class of 50 student, 18 takes Music, 26 takes Art, and 2 takes both Art and Music. How many students in the class are not enrolled in either Music or Art?
(a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 16
12. If the letters in the word POWERFUL are rearranged as they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement?
(a) None (b) One (c) Two (d) Three
13. Find the missing letter
aa ___ b ___ a ___ ba ___ cba.
(a) caca (b) cacb (d) caab (d) cbba
14. If Y = 2, PEN = 11– 22 – 13, then 10 – 6 – 18 – 24 – 16 = ?
(a) JFRXP (b) QUACK (c) QUICK (d) QUITE
15. Suresh has scored more marks than Anita, but less than Latha. The marks of Padma are less than that of Kiran but more then that of Suresh. If the marks of Latha are less than that of Padma, who has scored highest marks?
(a) Padma (b) Kiran (c) Latha (d) Anita
16. If the letters in 'PRABA' are coded as 27595 and 'THILAK' are encoded 368451, how can 'BHARATHI' be coded?
(a) 96575368 (b) 57686535 (c) 96855368 (d) 37536689
17. Find the odd one out from the given alternatives.
(a) ACE (b) FHJ (c) KLM (d) SUW
18. If A = 2, M = 26, Z = 52, then the sum of the letters in CAB will be:
(a) 624 (b) 12 (c) 312 (d) 325
19. Find the odd one that doesnot belong to a group.
(a) Ink (b) Pen (c) Pencil (d) Brush
20. Arrange the given words in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence from the alternatives given below.
1. Lung 2. Nostril 3. Wind pipe 4. Blood
(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 3, 1, 4 (c) 1, 3, 4, 2 (d) 4, 3, 2, 1
21. Find the wrong number in the given series:
8, 17, 36, 75, 154, 308
(a) 308 (b) 36 (c) 17 (d) 75
22. Which one of the given responses would be a meaningful order of the following?
1. Plant 2. Fruit 3. Seed 4. Flower
(a) 3, 2, 1, 4 (b) 3, 2, 4, 1 (c) 3, 1, 2, 4 (d) 3, 1, 4, 2
23. If A stands for '+', Q stands for '–', V stands for 'X' and R stands for ÷, What is the value of the given equation?
16 A 8 R 2 Q 3 V 5 = ?
(a) 6 (b) 17 (c) 25 (d) 5
24. If each of the letters in English alphabet is assigned an even numerical value by giving A = 2, B = 4, and So on. What would be the total value of the letters for the word LADY when similarly coded?
(a) 72 (b) 84 (c) 82 (d) 74
25. If 1st July, 1977 was a Friday then 1st July 1970 was a:
(a) Wednesday (b) Thursday (c) Sunday (d) Tuesday

Answers

1(b), 2(d), 3(b), 4(a), 5(c), 6(b), 7(a), 8(c), 9(a), 10(b), 11(b), 12(b), 13(a), 14(c), 15(b), 16(a), 17(c), 18(b), 19(a), 20(b), 21(a), 22(d), 23(d), 24(b), 25(a).

Solutions

1(b):

M	A	T	H	E	M	A	T	I	C	S
↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3	↓+3
P	D	W	K	H	P	D	W	L	F	V

2(d) L O C K
I. L A C K
II. B A C K
III. B A N K
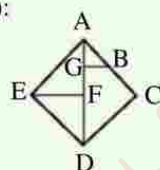
3(b):
The triangles are ΔAGB, ΔAFE, ΔDFE, ΔEDA, Δ CAD.

4(a): As, E D I T I O N → I D E T N O I
Similarly, M E D I C A L → D E M I L A C

5(c): 3 – 2 = 1, 6 – 4 = 2, 10 – 7 = 3, 15 – 11 = 4
21 – 6 = 5
Now, 22 + 6 = 28.
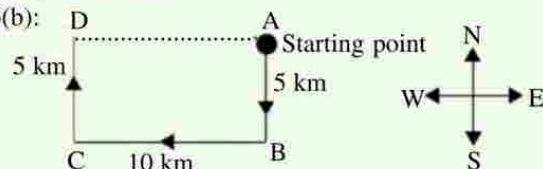
6(b):
∴ AD = 10 km.
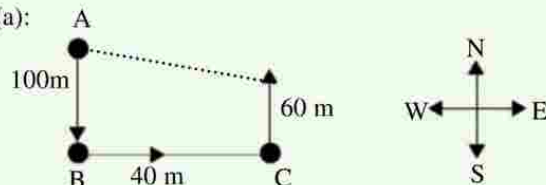
7(a):
Hence, Neena is in the North-East direction from her house.

8(c): 10th —— Right
O C M M N U C I T A O I S N
Therefore, 10th letter from the right in N.

9(a): $\frac{21+22+23+24}{10} = \frac{90}{10} = 9$
Which is a perfect square.

10(b): 5 × 3 + 1 = 16, 16 × 3 + 1 = 49
49 × 3 + 1 = 148, 148 × 3 + 1 = 445.

11(b): Required No. 50 – [18 + 26 – 2]
= 50 – 42 = 8.

12(b): P O W E R F U L
E F L O P R U W

ডব্লু বি সি এস মেন

13(a): a a c b a a c b a a c b a

14(c): 10 → Q, 6 → U, 18 → I, 24 → C, 16 → K

∴ 10 – 6 – 18 – 24 – 16 = Q U I C K.

The numbers are in reverse order of alphabets.
For example Z =1, Y = 2, X = 3, and so on.

15(b): Latha > Suresh > Anita
Kiran > Padma > Suresh
Padma > Latha
Hence, Kiran has scored highest marks.

16(a):

P	R	A	B	A
↓	↓	↓	↓	↓
2	7	5	9	5

and

T	H	I	L	A	K
↓	↓	↓	↓	↓	↓
3	6	8	4	5	1

Similarly,

B	H	A	R	A	T	H	I
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
9	6	5	7	5	3	6	8

17(c): $A \xrightarrow{+2} C \xrightarrow{+2} E$

$F \xrightarrow{+2} H \xrightarrow{+2} I$

$K \xrightarrow{+1} L \xrightarrow{+1} M$

$S \xrightarrow{+2} U \xrightarrow{+2} W$

18(b): A = 2 ⇒ position number × 2

Therefore,

C	A	B	
↓	↓	↓	
3	1	2	= 3 + 1 + 2 = 6

Reqired answer = 6 × 2 = 12.

19(a): Ink is not used directly by taking in hand, while rest are used.

20(b):

Nostril	Wind pipe	Lung	Blood
2	3	1	4

21(a): 8 × 2 + 1 = 17, 17 × 2 + 2 = 36
36 × 2 + 3 = 75, 75 × 2 + 4 = 154
154 × 2 + 5 = 313
Hence, 308 is the wrong number in the given series.

22(d): Meaningful order of the following:

Seed	Plant	Flower	Fruit
3	1	4	2

23(d): 16 A 8 R 2 Q 3 V 5
= 16 + 8 ÷ 2 – 3 × 5 = 20 – 15 = 5.

24(b): LADY = 24 + 2 + 8 + 50 = 84.

25(a): As we know the first day and the last day of any ordinary year occurs on the same day and in leap year the last day enhance by one day from the first day of that year.
1st July, 1977 Friday
1st July, 1976 Thursday
1st July,1975 Tuesday
1st July, 1974 Monday
1st July, 1973 Sunday
1st July, 1972 Saturday
1st July, 1971 Thursday
1st July 1970 Wednesday.

*প্রস্তুত করেছেন: **সাগর রায়***

পরীক্ষার প্রস্তুতি

রাষ্ট্রায়ত্ত* ব্যাঙ্কে ৫৮৩০ ক্লার্ক

নিয়োগের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

ENGLISH LANGUAGE

Direction (1 to 5): Read each sentence to find out whether there is any gramaatical error in it.

1. Sharmila was (a)/ a daily wage worker (b)/ who gone to work (c)/ despite having high fever (d)
2. Usha was very upset (a)/because she had to goes (b)/to a boarding school (c)/so she cried the entire hight (d)
3. Although Santu was born (a)/ in a rich merchant's families (b)/he was very humble and (c)/was a philanthropist by nature (d)
4. Professor Kundu were (a)/ a loved man and (b)/had students visiting (c)/ him every day (d)
5. Aditi was a model (a)/ and so she would (b)/ starve herself to maintain (c)/ his body weight (d)

Direction (6 to 10): Choose the word that best fits the meaning of the sentence as a whole.

6. Sambhu was upset because he ____ forgotten his best friend's birthday.
(a) had (b) might (c) will (d) shall
7. Raju was _____ introvert and would prefer to sit in the library rather than go out with friends.
(a) a (b) an (c) the (d) like
8. Shankar was born ___ a silver spoon in his mouth and was very proud of his wealth.
(a) on (b) along (c) within (d) with
9. Priya lost an important file and rather than confessing her ___ she blamed poushali for losing it.
(a) image (b) default (c) mistake (d) respect
10. Jacob was a rich old man who lived ____ alone in a huge house because his children did not care about him.
(a) all (b) only (c) more (d) too

Direction (11 to 15): In each question, four words printed in underline type are given. Find out the word that is wrongly spelt.

11. Ramesh was very proud (a)/ of his new car and would always (b)/ be on the look out for an excues (c)/ to flount it (d)
12. Ronald had an aversion (a)/ to alcohol and would (b)/ avoid going to Partyies(c)/with his friends (d)
13. Lucy was working (a)/over time because (b)/she had to prepare (c)/for an important meating (d)
14. Roshni was found (a)/of pets and she was a proud (b)/owner of many unique (c)/ animals/ (d)
15. Salman was not only very intelligent (a)/but also very sincere (b)/and would always strand (c)/first in his class/(d)

Direction (16 to 18): Choose the word which is most similar in meaning.

16. Humble
(a) Rich (b) Modest (c) Meek (d) Low
17. Astonished
(a) Upset (b) Petrified (c) Fearful (d) Surprised
18. Stretch out
(a) Extend out (b) Fall (c) Lie down (d) Exercise

Direction (19 and 20): Choose the word which is most opposite in meaning.

19. Deftly
(a) Sluggishly (b) Skilfully (c) Shallowly (d) Nimbly
20. In an instant
(a) At once (b) Quickly (c) One each day (d) Speedily

Direction (21 to 25): Rearrange the following six sentences A, B, C, D, E and F in the proper sequence form a meaningful paragraph.

A. Settlement 'real time' means the transaction is not subjected to any waiting period.
B. It is a funds transfer mechanism.
C. Moreover, as the money transfer takes place in the books of RBI it is final and irrevocable.
D. The acronym RTGS starts for Real Time gross settlement.
E. While 'gross settlement' means the transaction is settled without bunching it with any other transaction.
F. The transfer of funds takes place on a real time and gross basis.

21. Which should be the LAST (SIXTH) sentence after rearrangement?
(a) A (b) B (c) C (d) D
22. Which should be the THIRD sentence after rearrangement?
(a) F (b) D (c) C (d) E
23. Which should be the FOURTH sentence after rearrangement?
(a) C (b) A (c) B (d) E
24. Which should be the SECOND sentence after rearrangement?
(a) B (b) D (c) C (d) F
25. Which should be the FIRST sentence after rearrangement?
(a) E (b) B (c) C (d) D

Direction (26 to 30): In the following passage there are blanks, each of which has been numbered. Find out the appropriate word.

There is a considerable amount of research about the factors that make a company innovate. So is it possible to create an environment _26_ to innovation? This is a particularly pertinent _27_ for India today. Massive

problems in health, education etc. cannot be solved using a conventional approach but __28__ creative and innovative solutions that can ensure redical change and __29__. There are several factors in India's favour: Few countries have the rich diversity that India or its large, young population __30__ while there aid innovation policy interventions certain additional steps are also required.

26. (a) incentive (b) conducive (c) incentive (d) impetus
27. (a) question (b) objective (d) doubt (d) inforence
28. (a) necessary (b) apply (c) consider (d) requires
29. (a) quantity (b) advantages (c) growth (d) chaos
30. (a) occurs (b) enjoys (c) blessed (d) prevails

Numerical Ability

Direction (31 to 45): What should come in place of the question mark (?)

31. $(12 \times 19) + (13 \times 8) = (15 \times 14) + ?$
(a) 124 (b) 122 (c) 126 (d) 128

32. $\sqrt{65 \times 12 - 50 + 54} = ?$
(a) $\sqrt{28}$ (b) 28^2 (c) 28 (d) 784

33. 15% of 524 – 2% of 985 + ? = 20% of 423
(a) 25.9 (b) 27.7 (c) 25.7 (d) 24.9

34. $151 \times 8 + (228 \div 19)^2 = ?$
(a) 1360 (b) 1354 (c) 1368 (d) 1381

35. $\sqrt{1521} + \sqrt{225} = ?$
(a) 56 (b) 58 (c) 54 (d) 62

36. 38.734 + 8.638 – 5.19 = ?
(a) 41.971 (b) 42.179 (c) 43.072 (d) 42.182

37. $7^{8.9} \div (343)^{1.7} \times (49)^{4.8} = 7^{?}$
(a) 13.4 (b) 12.8 (c) 11.4 (d) 9.6

38. $\sqrt[3]{512} \div \sqrt[4]{16} \div \sqrt{576} = ?$
(a) 24 (b) 31 (c) 22 (d) 28

39. $(42 \times 3.2) \div (16 \times 1.5) = ?$
(a) 5.9 (b) 5.6 (c) 6.1 (d) 4.8

40. $199 + 5^3 \div 4 \times 4^2 = ?$
(a) 969 (b) 655 (c) 966 (d) 699

41. $342 \div 6 \times 28 = 1099 + ?$
(a) 497 (b) 502 (c) 486 (d) 504

42. $\frac{9.8 \times 2.5 \times 7.6}{0.5} = ?$
(a) 384.2 (b) 379.5 (c) 364.3 (d) 372.4

43. $\frac{3}{5}$ of $\frac{2}{7}$ of ? = 426
(a) 2490 (b) 2565 (c) 2475 (d) 2485

44. $3\frac{2}{5} + 1\frac{2}{9} = 4\frac{4}{5} - ?$
(a) $\frac{8}{45}$ (b) $\frac{7}{47}$ (c) $\frac{7}{45}$ (d) $\frac{8}{51}$

45. $\frac{13}{63} \div \frac{104}{14} \times \frac{52}{19} = ?$
(a) $\frac{12}{173}$ (b) $\frac{13}{171}$ (c) $\frac{17}{171}$ (d) $\frac{18}{171}$

46. Malati purchased 23 bracelets at the rate of Rs. 160 per bracelet. At what rate per bracelet should she sale the bracelets so that profit earned is 15%?
(a) Rs. 184 (b) Rs. 186 (c) Rs. 192 (d) Rs. 198

47. 35 percent of a number is two times 75 percent of another number. What is the ratio between the first and the second number respectively?
(a) 35 : 6 (b) 30 : 7 (c) 23 : 7 (d) 32 : 9

48. Area of a rectangular field is 3584 m^2 and the length and the breadth are in the ratio 7 : 2 respectively. What is the perimeter of the rectangle?
(a) 246 m (b) 292 m (c) 286 m (d) 288 m

49. Aryan got 350 marks and Vidya scored 76 percent marks in the same test. If Vidya scored 296 marks more than Aryan. What were the maximum marks of the test?
(a) 650 (b) 900 (c) 850 (d) 950

50. 855 candidates applied for a job. Out of which 80% of the candidates were rejected. How many candidates were selected for the job?
(a) 171 (b) 151 (c) 161 (d) 181

51. Average of five numbers is 61. If the average of first and third numbers is 69 and the average of second and fourth number is 69, what is the fifth number?
(a) 31 (b) 29 (c) 25 (d) 35

52. What should come in place of the question mark so that it satisfies eqality of the equation?
32% of 750 < ?
(a) 23% of 600 (b) 46% of 207 (c) 98% of 250 (d) 75% of 320

53. Bus fare between Raipur and Mirpur for one adult is six times the fare for one child. If an adult's bus fare is Rs. 114/-, how much amount will be paid by 4 adults and 5 children together for travelling the same distance?
(a) Rs. 505 (b) Rs. 551 (c) Rs. 560 (d) Rs. 572

54. A truck covers a distance of 368 km of a certain speed in 8 hours. How much time would a car take at an average speed which is 18 km/h more than that of the speed of the truck to cover a distance which is 16 km more than that travelled by the truck?
(a) 7 hrs (b) 5 hrs (c) 6 hrs (d) 8 hrs

Direction (55 to 59): What should come in place of the question mark (?)

55. 120 24 6 2 ? 1
(a) 2 (b) 0.5 (c) 1.5 (d) 1

56. 2 4 11 37 ? 771
(a) 257 (b) 194 (c) 139 (d) 153

57. 124 122 127 117 134 ?
(a) 112 (b) 108 (c) 106 (d) 116

58. 6 5 6 10 ?
(a) 20.5 (b) 26 (c) 19 (d) 22

59. 274 136 66 30 11 ?
(a) 5.4 (b) 0.5 (c) 5 (d) 1

60. Sia gave $\frac{1}{4}$th of the money she had with her to her brother. Her brother, from the money he received from Sia, spent $\frac{1}{8}$th on his bus fees, $\frac{1}{4}$th on tuition fees. After the mentioned expenses, Sia's brother had Rs. 125/- remaining with him. How much money did Sia have initially?
(a) Rs. 800 (b) Rs. 900 (c) Rs. 1000 (d) Rs. 1100

Direction (61 to 65): Study the table and answer given questions. Data regarding population and literacy/ illiteracy rate among the population in four different villages.

Village	Respective Ratio between number of males and number of females	Percentage of literates (males and females) out of total population	Number of illiterates (males and females) out of total population
A	3 : 1	40	360
B	3 : 2	30	350
C	3 : 2	75	50
D	2 : 1	60	120

Note: (Total population = Number of males Number of females)

61. The number of illiterats in village C are what percent less than that in village D?
(a) $58\frac{1}{3}$ % (b) 58% (c) 55% (d) 54%

62. If in village B, $\frac{2}{3}$rd of the literates (males and females) are males, what percent of total number of females in village B are literate?
(a) 16% (b) 18% (c) 25% (d) 30%

63. Total population of village B is what percent more than that of total population of village C?
(a) 100% (b) 125% (c) 150% (d) 130%

64. What is the difference between total number of males in village C and D together and the total number of females in the same village together?
(a) 140 (b) 150 (c) 160 (d) 170

65. What is the average number of females in village A and B?
(a) 121 (b) 120 (c) 75 (d) 175

66. 'Talk' is related to 'speak' in a certain way. Similarly, 'Honest' is related to 'Truthful'. Following the same logic, 'Listen' is related 'to' ...
(a) Music (b) Ears (c) Hear (d) Sound

67. How many such pairs of letters are there in the word WONDERS, each of which has as many letters between them in the word (in both forward and backward directions) as they have between them in the English alphabetical series?
(a) One (b) Two (c) Three (d) More than three

68. J is the son of P. P is the sister of Q. Q is the son of M. How is M related to P?
(a) Daughter (b) Son (b) Uncle (d) Mother or Father

69. Anil is the husband of Suman who is the daughter of Pankaj. Rahul is the only brother of Suman. How is Anil related to Rahul?
(a) Brother-in-law (b) Father (c) Brother (d) Son

70. In a certain code 'FLAIR' is written as '96432' and 'TIGHT' is written as '73817'. How is 'FLIGHT' written in that code?
(a) 871635 (b) 963817 (c) 963827 (d) 986273

71. In a certain code 'FLOCK' is written as '47' and 'STAIR' is written as '67'. How is 'RUST' written in that code language?
(a) 73 (b) 76 (c) 75 (d) 78

72. Select the word which can be formed using the letters of the given word
MOMENTARILY
(a) MOIST (b) TONER (c) YARD (d) LAID

73. What will come in place of (?) in the following series?
YC6, XD8, VF11, SI15, ?, JR26
(a) ON21 (b) PN19 (c) PO19 (d) OM20

74. If A = 2, B = 4, then MBA = ?
(a) 28 (b) 30 (c) 32 (d) 16

75. How many such pairs of letters are there in the word 'PAINTED' each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward directions, as there are between them in the alphabetical series?
(a) More than three (b) Two (c) Three (d) One

Direction (76 to 81): Study the following information carefully and answer the questions.
A, B, C, D, E, F, G, H and I are sitting around a circle facing a centre. C is third to the left of A. E is fourth to the right of A. D is fourth to the left of I, who is second to the right of A. F is third to the right of B. G is not an immediate neighbour of A.

76. What is H's position with respect to E?
(a) Third to the left (b) Fourth to the left (c) Fifth to the right (d) Fifth to the left

77. Who is third to the right of G?
(a) B (b) D (c) A (d) None of these

78. Who is fifth to the right of E?
(a) F (b) C (c) H (d) A

79. Who is second to the left of H?
(a) A (b) F (c) D (d) Data inadequate

80. Who is to the immediate right of D?
(a) F (c) C (c) A (d) B

81. In which group is the third person sitting between the first and second persons?
(a) CDF (b) BCA (c) HFA (d) EGB

82. If 'R' denotes '–', Q denotes '×', 'W' denotes '÷', and 'A' denotes '+', then 42 W 7 R 8 A 6 Q 4 = ?
(a) – 22 (b) –168 (c) 22 (d) 28

83. What should come next in the following letters?
CEA, IKG, OQM, ?
(a) STW (b) WUS (c) SWU (d) UWS

84. How many meaningful English words can be formed with the letters LGEU using each letter only once in each word?
(a) None (b) One (c) Two (d) Three

85. The position of how many digits in the number 59164823 will remain unchanged after the digits are rearranged in descending order within the number?
(a) None (b) One (c) Two (d) Three

Direction (86 and 87): Study the following information and answer the questions.
P is the brother of G.
G is the mother of T
T is married to K.
D is the son to K
B is the wife of D.

86. If V is the sister of D, then how is B related to V?
(a) Sister-in-law (b) Daughter (c) Sister (d) Mother-in-

law

87. How is T related to P?

(a) Cannot be determined (b) Son (c) Sister (d) Brother

88. How many such pairs of letters are there in the word LAYOUTS each of which has as many letters between them (both forward and backward directions) as they have between in the English alphabetical series?

(a) Three (b) None (c) More than three (d) One

Direction (89 and 90): Study the given information carefully and answer the given questions.

Twenty students are standing in a straight line facing north. Rina is standing sixth from the left end. There are only three students between Rina and Shweta. Radha is standing exactly between Shweta and Rina. Tina is standing sixth to the right of Radha. Anita is standing fourth from the right end of the line. There are more than four students between Rina and Tina.

89. How many people are standing between Anita and Tina?

(a) One (b) Two (c) Three (d) None

90. What is Shweta's position with respect to Anita?

(a) Sixth to the left (b) Eight to the left (c) Seventh to the left (d) Ninth to the left

Direction (91 to 95): Study the following information and answer the questions.

P, Q, R, S, T and M are six students of a school. One each studies in class I-VI. Each of them has a favourite colour from red, black, yellow, pink, blue and green, not necessarily in the same order.

Q likes black and does not study in class IV or V. The one who studies in class IV does not like green. P studies in class II. M likes blue and does not study in class IV. The one who likes yellow studies in class VI. S likes pink and studies in Class I. R does not study in class VI.

91. In which class does R study?

(a) V (b) III (c) IV (d) None of these

92. Which colour does R like?

(a) Black (b) Yellow (c) Green (d) Blue

93. Which colour does P like?

(a) Green (b) Yellow (c) Red (d) Data inadequate

94. Which combination is correct?

(a) P-II-yellow (b) Q-III-yellow (c) I-V-yellow (d) None of these

95. In which class does M study?

(a) IV (b) III (c) II (d) V

Direction (96 to 99): Study the following information to answer the questions.

Six lectures are scheduled in a week starting from. Monday and ending of Sunday of the same week. Computer Science is not on Tuesday or Saturday. Psychology is immediately after organisational Behaviour. Statistics is not on Friday and there is one day gap between Statistics and Research Methods. One day prior to the schedule of Economics there is no lecture (as that day is the 'off' day and Monday is not the 'off' day).

96. Which is the last lecture scheduled?

(a) Statistics (b) Research Methods (c) Psychology (d) Can't be determined

97. How many lectures were scheduled between Economics and Psychology?

(a) One (b) Two (c) Three (d) Cannot be determined

98. Which day is computer Science scheduled?

(a) Monday (b) Wednesday (c) Thursday (d) Cannot be determined

99. If Wednesday is the 'off' day, the code would be 2–4. If thursday was the 'off' day, the code would be 3–3. Taking account the 'off' day which code is correct?

(a) 2–3 (b) 3–3 (c) 4–2 (d) None of these

100. Which will come in the place of question mark (?)

ZYW VUS RQO ? JIG

(a) KMN (b) MNK (c) NLK (d) NMK

Answers

1(c): 'gone' will be replace by 'went', 2(b): 'goes' will be replaced by 'go', 3(b): 'families' will be replaced by 'family', 4(a): 'Were' will be replaced by 'was', 5(d) 'his' will be replaced by 'her', 6(a), 7(b), 8(d), 9(c), 10(a), 11(c) correct spelling is excuse, 12(c) correct speling is 'Parties', 13(d): correct spelling is 'Meeting', 14(a): correct spelling is 'Fond', 15(c): correct spelling is 'stand', 16(b), 17(d), 18(c), 19(a), 20(c), 21(c), 22(a), 23(b), 24(a), 25(d), 26(b), 27(a), 28(d), 29(c), 30(b), 31(b), 32(c), 33(c), 34(a), 35(c), 36(d), 37(a), 38(d), 39(b), 40(d), 41(a), 42(d), 43(d), 44(a), 45(b), 46(a), 47(b), 48(d), 49(c), 50(a), 51(b), 52(c), 53(b), 54(c), 55(d), 56(d), 57(b), 58(d), 59(b), 60(a), 61(a), 62(c), 63(c), 64(a), 65(d), 66(c), 67(d), 68(d), 69(a), 70(b), 71(d), 72(b), 73(d), 74(c), 75(c), 76(a), 77(d), 78(d), 79(b), 80(a), 81(c), 82(c), 83(d), 84(b), 85(b), 86(a), 87(a), 88(c), 89(b), 90(c), 91(d), 92(b), 93(a), 94(d), 95(d), 96(a), 97(a), 98(a), 99(c), 100(d).

Solutions

31(b): $? + (15 \times 14) = (12 \times 19) + (13 \times 8)$

$\Rightarrow ? + 210 = 228 + 104 \Rightarrow ? + 210 = 332$

$? = 332 - 210 = 122.$

32(c): $? = \sqrt{65 \times 12 - 50 + 54}$

$\Rightarrow ? = \sqrt{780 - 50 + 54} \Rightarrow ? = \sqrt{784} = 28.$

33(c): $\frac{15}{100} \times 524 - \frac{2}{100} \times 985 + ? = \frac{20}{100} \times 423$

$\Rightarrow 78.6 - 19.7 + ? = 84.6$

$\Rightarrow ? = 84.6 - 58.9 = 25.7.$

34(a): $? = 152 \times 8 + (228 \div 19)^2$

$\Rightarrow ? = 152 \times 8 + 144 = 1216 + 144 = 1360.$

35(c): $? = \sqrt{1521} + \sqrt{225}$

$\Rightarrow ? = 39 + 15 = 54.$

36(d): $? = 38.734 + 8.638 - 5.19$

$\Rightarrow ? = 47.372 - 5.19 = 42.182.$

37(a): $7^{8.9} \div (343)^{1.7} \times (49)^{4.8} = 7^?$

$\Rightarrow 7^{8.9} \div 7^{5.1} \times 7^{9.6} = 7^?$

$\Rightarrow 7^{8.9 - 5.1 + 9.6} = 7?$

By exponent comparison

$\Rightarrow ? = 18.5 - 5.1 = 13.4.$

38(d): $? = \sqrt[3]{512} \div \sqrt[4]{16} + \sqrt{576}$

$\Rightarrow ? = 8 \div 2 + 24 \Rightarrow ? = 4 + 24 = 28.$

39(b): $? = (42 \times 3.2) \div (16 \times 1.5)$

$\Rightarrow ? = \frac{134.4}{24} = 5.6$

40(d): $? = 199 + 5^3 \div 4 \times 4^2$

$\Rightarrow ? = 199 + 31.25 \times 16 \Rightarrow ? = 199 + 500 = 699.$

41(a): $? + 1099 = 342 \div 6 \times 28$

$\Rightarrow ? + 1099 = 57 \times 28 \Rightarrow ? = 1596 - 1099 = 497.$

42(d): $? = \frac{9.8 \times 2.5 \times 7.6}{0.5} \quad ? = \frac{186.2}{0.5} = 372.4$

43(d): $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} \times ? = 426$

$\Rightarrow ? = 426 \times \frac{5}{3} \times \frac{7}{2} = 2485.$

44(a): $? = \frac{24}{5} - \frac{17}{5} - \frac{11}{9}$

$? = \frac{216 - 153 - 55}{45} = \frac{216 - 208}{45} = \frac{8}{45}.$

45(b): $? = \frac{13}{63} \times \frac{14}{104} \times \frac{52}{19} \Rightarrow ? = \frac{13}{171}$

46(a): Required rate of a bracelet $= \left(160 \times \frac{115}{100}\right)$

= Rs. 184.

47(b): Let the two numbers are x and y respectively

According to qustion, $\frac{35x}{100} = 2 \times \frac{75y}{100}$

$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2 \times 75y}{100} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2 \times 75}{35} = \frac{30}{7}$

Required Ratio = 30 : 7

48(d): Let the common ratio be x

length of the rectangular field = 7xm

Breadth of the rectangular field = 2xm

According to question,

$7x \times 2x = 3584 \Rightarrow x = 16$

$\therefore$ Required perimeter $= 2(7 \times 16 + 2 \times 16)$

$= 2(112 + 32) = 2 \times 144 = 288$ m.

49(c): Let the maximum marks of the test be x

According to question, $\frac{76x}{100} - 350 = 296$

$\Rightarrow \frac{76x}{100} = 296 + 350 \Rightarrow x = \frac{646 \times 100}{76} = 850.$

50(a): Number of selected candidates $= 855 \times \frac{20}{100}$

= 171.

51(b): Sum of five numbers $= 61 \times 5 = 305$

Sum of first and third number $= 69 \times 2 = 138$

and sum of second and fourth number $= 69 \times 2 = 138$

$\therefore$ Fifth number $= 305 - 138 - 138 = 29.$

52(c): 32% of 750 < 98% of 250

$\frac{32}{100} \times 750 < \frac{98}{100} \times 250, \quad 240 < 245.$

53(b): Fare for one child $= \frac{114}{6} =$ Rs. 19

$\therefore$ Fare for 4 adults and 5 children = Rs. $(114 \times 4 + 19 \times 5)$ = Rs. 551.

54(c): Speed of truck $= \frac{368}{8} = 46$ km/h

Required time $= \frac{368 + 16}{46 + 18} = \frac{384}{64} = 6$ hrs.

55(d): 120 24 6 2 1 1

÷5 ÷4 ÷3 ÷2 ÷1

56(d): 2 4 11 37 153 771

×1+2 ×2+3 ×3+4 ×4+5 ×5+6

57(b): 124 122 127 117 134 108

−2 +5 −10 +17 −26

3 −5 7 −9

58(d): 6 5 6 10 22

×1−1 ×1+1 ×2−2 ×2+2

59(b): 274 136 66 30 11 0.5

÷2−1 ÷2−2 ÷2−3 ÷2−4 ÷2−5

60(a): Let Sia had the money initially = Rs. x

Her brother received the money = Rs. $\frac{x}{4}$

According to question, $\frac{x}{4} - \left(\frac{x}{4} \times \frac{1}{8} \times \frac{x}{4} \times \frac{1}{4}\right) = 125$

$\Rightarrow \frac{x}{4} - \frac{x}{32} - \frac{x}{16} = 125 \Rightarrow \frac{8x - x - 2x}{32} = 125$

$5x = 125 \times 32$, x = Rs. 800.

61(a): Required percentage $= \frac{120 - 50}{120} \times 100$

$= \frac{70}{120} \times 100 = 58\frac{1}{3}\%.$

62(c): Let the total population of village B = x

Number of the illiterate population of village B = 350

$\therefore x \times \frac{70}{100} = 350, x = 500$

Number of literate population of village B = 500 − 350 = 150

Number of literate males $= 150 \times \frac{2}{3} = 100$

Number of literate females = 150 − 100 = 50

Total number of females $= 500 \times \frac{2}{5} = 200$

$\therefore$ Required percentage $= \frac{500}{200} \times 100 = 25\%.$

63(c): Total population of village B = 500

Total population of village C = 200

Required percentage $= \frac{500 - 200}{200} \times 100 = \frac{300}{2} = 150\%.$

64(a): Total mumber of population of village C = 200

Number of males in village C $= 200 \times \frac{3}{5} = 120$

Number of females in village C = 200 − 120 = 80

Let total number of population of village D = x

Number of illirerate population in village D = 120

$x \times \frac{40}{100} = 120, \quad x = 300$

Number of males in village D $= 300 \times \frac{2}{3} = 200$

Number of females in village D = 300 − 200 = 100

$\therefore$ Required difference = (120 + 200) − (80 + 100) = 320 − 180 = 140.

65(d): Required average $= \left[\frac{600 \times \frac{1}{4} + 500 \times \frac{2}{5}}{2}\right.$

$= \frac{350}{2} = 175.$

67(d):

W O N D E R S

pairs are {DE, RS, NO, RW}

68(d): P is the mother of J, Q is the brother of P
M is either father or mother of P.

69(a): Anil is husband of Suman. Rahul is the only brother of Suman.
Therefore, Anil is brother-in-law of Rahul.

70(b):

F	L	A	I	R		T	I	G	H	T
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓
9	6	4	3	2		7	3	8	1	7

Therefore,

F	L	I	G	H	T
↓	↓	↓	↓	↓	↓
9	6	3	8	1	7

71(d):
F L O C K
6 + 12 + 15 + 3 + 11 = 47
S T A I R
19 + 20 + 1 + 9 + 18 = 67
Therefore, R U S T
18 + 21 + 19 + 20 = 78

72(b): There is no 'S' letter in the given word. Therefore, the word MOIST cannot be formed.
There is no 'D' letter in the given word. Therefore, the words YARD and LAID cannot be formed.

M [O] M [E NT] A [R] I L Y ⇒ TONER

73(d):
Y —−1→ X —−2→ V —−3→ S —−4→ [O] —−5→ J
C —+1→ D —+2→ F —+3→ I —+4→ [M] —+5→ R
6 —+2→ 8 —+3→ 11 —+4→ 15 —+5→ [20] —+6→ 26

74(c): As, A = 1 × 2 = 2 and B = 2 × 2 = 4
Similarly, M = 13 × 2 = 26, MBA = 26 + 4 + 2 = 32

75(c):
P R I N T E D

(76 to 81):
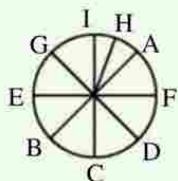
76(a), 77(d), 78(d), 79(b), 80(a), 81(c).

82(c): 42 ÷ 7 − 8 + 6 × 4 = 6 − 8 + 24 = 22.

83(d): Move six letters forward respectively.

84(b): GLUE

85(b): The number 5 9 1 6 [4] 8 2 3
Indescending order 9 8 6 5 [4] 3 2 1

86(a): B is the sister-in-law of V.

87(a): Gender of T is not clear. Hence, relation between T and P cannot be determined. Hence option (a) is correct.

88(c):

L	A	Y	O	U	T	S
12	1	25	15	21	20	19

Hence option (c) is correct.

89(b): Rina Radha Shweta Tina Anita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(91 to 95):

Class	Person	Colour
I	S	Pink
II	P	Green
III	Q	Black
IV	T	Red
V	M	Blue
VI	R	Yellow

91(d), 92(b), 93(a), 94(d), 95(d).

(96 to 99):

Days	Lectures
Monday	Computer Science
Tuesday	Research
Wednesday	Off day
Thursday	Economics
Friday	Organisational Behaviour
Saturday	Psycology
Sunday	Statistics

96(a), 97(a), 98(a), 99(c).

100(d):

প্রস্তুত করেছেন: সাগর রায়

পরীক্ষার প্রস্তুতি

*স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল

টিয়ার-১ পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

General Intelligence

Direction (1 to 4): Find out the related word/letter/number figures from the given alternatives.

1. Heavy : Light : : Smooth : ?
(a) Frail (b) Rough (c) Hard (d) Rocky

2. 26 : 5 : : 65 : ?
(a) 9 (b) 6 (c) 7 (d) 8

3. EGIK : FILO : : FHJL : ?
(a) JGPM (b) GJMP (c) GMJP (d) JGMP

4. Problem Figure
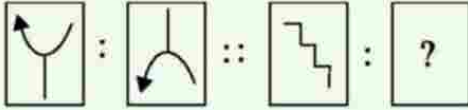
Answer Figures
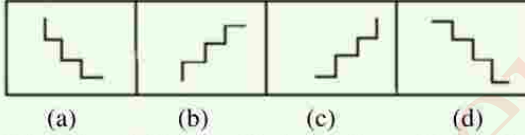
Direction (5 to 8): Find out the odd word/letter/number/figures from the given alternatives.

5. (a) Knife : Daggar (b) Pistol : Gun (c) Car : Bus (d) Engine : Train

6. (a) ZW (b) NL (c) TQ (d) SP

7. (a) 4 × 2 × 4 (b) 5 × 125 (c) 8 × 2 × 4 (d) 2 × 2 × 2 × 2

8.
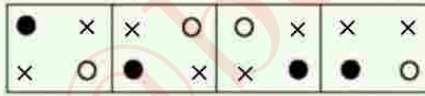
Direction (9 to 12): Choose the suitable alternative to complete the series.

9. 7, 12, 19, ?, 39
(a) 24 (b) 29 (c) 28 (d) 26

10. 4, –8, 16, – 32, 64, ?
(a) 192 (b) –128 (b) 128 (d) –192

11. CD, ? , GF, IG, KH
(a) EF (b) FG (c) EG (d) EE

12. Question Figure
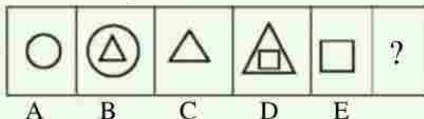
Answer Figure
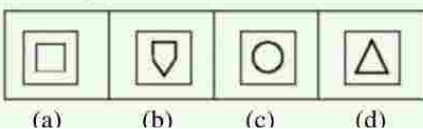
13. What are the missing letters in the following series?
pqr ___ ___ rsprs ___ ___ spq ___
(a) pqppq (b) sqpqr (c) sqprq (d) spqpr

14. If '+' means ×, '–' means +, '×' means ÷ and '÷' means –, then 6 – 9 + 8 × 3 ÷ 20 = ?
(a) –2 (b) 12 (c) 10 (d) 6

15. In a certain code language GOODNESS is written as HNPCODTR, then how will GREATNESS be written in that code?
(a) HQFZUMFRT (b) FSDBSODTR (c) HQFZUODTR (d) HQFZSMFRT

16. Which letter will be tenth to the left of the fifteenth letter from the left end of the following sequence?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(a) G (b) E (c) F (d) H

17. Some boys are sitting in a row. P is sitting fourteenth from the left and Q is seventh from the right. If there are four boys between P and Q how many boys are there in the row?
(a) 25 (b) 21 (c) 19 (d) 23

18. Kamal said to Somnath, 'The boy in blue shirt is younger of two brothers of daughter of my father's wife. How is the boy in blue shirt related to Kamal?
(a) Nephew (b) Father (c) Uncle (d) Brother

19. The Independence Day, 15th August 1996 was celebrated on Thursday. What was the first day of 1996?
(a) Monday (b) Thursday (c) Tuesday (d) Wednesday

20. If ROBUST is coded as QNATRS in a certain language which word would be coded as ZXCMP ?
(a) AWDLQ (b) AYDNQ (c) YYBNO (d) YWBLO

21. Select the similar number set from the four alternative as that of the given set:
Given Set: 84, 92, 109
(a) 7, 16, 32 (b) 9, 17, 36 (c) 34, 42, 59 (d) 63, 71, 89

22. Find out the missing number
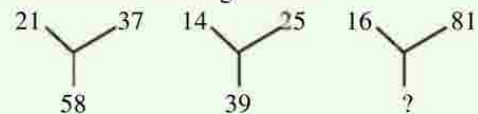
(a) 97 (b) 41 (c) 91 (d) 65

23. Which of the following shows relation among School Teacher, Field ?
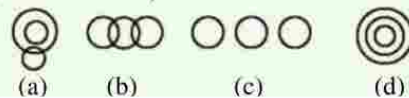
24. In a certain code SILVER is written as TKOZJX in the same way how will GOLDEN be written as?
(a) HQHOJT (b) NQOIKT (c) HPQHJT (d) HQOHJT

25. What is the number of dots on the face opposite two dots?

(a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 1

General English

Direction (26 to 28): Find out the suitable synonyms for the given words.

26. PLOY
(a) Investigation (b) Device (c) Composure (d) Entrance

27. INTEGRITY
(a) Essence (b) Embodiment (c) Honesty (d) Edifice

28. ELEMENT
(a) Particle (b) Persons (c) Prime (d) Component

Direction (29 to 31): Find out the suitable antonyms for the given words.

29. PERILOUS
(a) Fine (b) Innocuous (c) Healthy (d) Safe

30. ENMITY
(a) Amity (b) Cooperation (c) Agreement (d) Friendship

31. FRUGAL
(a) Generous (b) Gaudy (c) Extravagant (d) Charitable

Direction (32 to 34): Fill in the blanks with suitable preposition.

32. It is dangerous to fall ____ the well.
(a) through (b) in (c) into (d) on

33. The boy has never jumped ____ the river.
(a) on (b) for (c) at (d) into

34. The peasant refused to grovel ____ the feet of his master.
(a) upon (b) at (c) above (d) on

Direction (35 and 36): Find out the suitable alternative to replace the underlined words in the given sentences.

35. Purchasing of this place now depends on they coming here.
(a) their coming (b) them coming (c) they come (d) their coming

36. Having had in the foreign services for a long time, he has met many celebrities.
(a) he has been (b) having (c) had be been (d) having been

Direction (37 to 39): The following sentences are divided into four parts find out the part containing an error.

37. The villager told (a)/us where was the (b)/temple and even led us to the spot (c)/No error (d)

38. One should make (a)/his best efforts if (b)/one wishes to achieve success in this organisation (c)/No error (d)

39. Had the train services been normal (a)/I would have reached (b)/the place quite well ahead of the scheduled time (c)/No error (d)

Direction (40 to 43): Find out the wrongly spelt words.

40. (a) Veteran (b) Iritable (c) Advance (d) Declare

41. (a) Purchase (b) Segment (c) Comunity (d) Capacity

42. (a) Mausolum (b) Disregard (c) Effective (d) Emergency

43. (a) Pressure (b) Struggle (c) Increase (d) Transperant

Direction (44 and 45): Find out the suitable meanings of the given idiom/phrases.

44. To have cold feet
(a) to pour water on something (b) to feel very cold (c) to pay much attention to (d) to lose confidence

45. Ride the high horses
(a) indulge in dreams (b) become abnormal (c) appear arrogant (d) hate others

Direction (46 and 47): Find out the suitable one word for the given expressions.

46. One who performs gymnastic feats:
(a) Sportsperson (b) Acrobat (c) Gymnast (d) Athlete

47. One who habitually talks is sleep:
(a) Blabberer (b) Somnambulist (c) Insomnist (d) Somniloquist

Direction (48 to 50): Fill in the blanks with suitable alternative.

48. The ____ was very informative during the trip.
(a) burgeon (b) censer (c) centaur (d) cicerone

49. Art is long and time is ____.
(a) evanescent (b) fallow (c) ferried (d) nebulous

50. Man's fate is ____.
(a) activated (b) ineluctable (c) estivarted (d) decimated

General Awareness

51. The temperature on the surface of the sun is about:
(a) 6000° C (b) 1000° C (c) 500° C (d) 8×10^{15} °C

52. Which one of the following quantities does not have a unit?
(a) Mass (b) Velocity (c) Density (d) Specific gravity

53. The density of water is maximum at:
(a) 4° C (b) 100° C (c) 0° C (d) –273° C

54. Purity of milk is confirmed by:
(a) Hygroscope (b) Barometer (c) Lactometer (d) Altimeter

55. The meterial used in solar cells contains:
(a) caesium (b) thallium (c) silicon (d) tin

56. The pH of the juice of lemon is:
(a) 7 (b) 9 (c) 0 (d) 2.4

57. The perecentage of carbon in one molecule of carbon dioxide is approximately:
(a) 27.3% (b) 2.73% (c) 72.7% (d) 80.0%

58. Right to Freedom of Religion is guaranteed under the Constitution in Articles:
(a) 25-28 (b) 19-21 (c) 21-28 (d) 12-19

59. Indian Science Congress at Lucknow was first held in the year:
(a) 1923 (b) 1883 (c) 1953 (d) 1913

60. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the list.

List-I	List-II
P. Papaya	1. Vitamin-A
Q. Sardine	2. Vitamin-B

R. Millets 3. Vitamin-C
S. Liver 4. Calcium

	P	Q	R	S *
(a)	2	1	3	4
(b)	2	3	4	1
(c)	1	2	3	4
(d)	2	3	4	1

61. Monazite is an ore of:
(a) Iron (b) Zirconium (c) Titanium (d) Thorium
62. Congress adopted the resolution of 'Complete Independence' in its session held at:
(a) Mumbai (b) Lahore (c) Kolkata (d) Lucknow
63. The Prime Minister:
(a) is the leader of the majority party of Lok Sabha (b) is nominated by the President (c) is not elected, it is a hereditary post (d) is elected by the Chief Ministers of states
64. Which one of the following is an major constituent of petrol?
(a) Hexane (C_6H_{14}) (b) Pentance (C_5H_{12}) (c) Octane (C_8H_{18}) (d) Methane (CH_4)
65. A ship enters into sea from a river. The water level:
(a) remains same (b) decreases (c) increases (d) None of these
66. The load on a spring per unit deflection is called:
(a) Strain (b) Stress (c) Flexibility (d) Stiffness
67. A stick is dipped in a vessel containing water. It appears bent due to the property of:
(a) Refraction (b) Buoyancy (c) Newton's Law of motion (d) Reflection
68. Which is the first mRNA vaccine to get Emergency Use License in India?
(a) Moderna mRNA 1273 (b) Sputnik (c) Pfizer Vaccine (d) Sinovac
69. Which tax on crude Palm oil was recently reduced 10%?
(a) Goods and Services Tax (b) Excise Duty (c) Customs Duty (d) None of these
70. Which organisation released the report titled 'COVID-19 and Tourism?
(a) UNESCO (b) IMF (c) UNCTAD (d) WHO
71. The Rampal Power Station, that was making up news recently was located in:
(a) Kenya (b) Bangladesh (c) Pakistan (d) Nepal
72. The Tunguska event, which was recently in news happened in the year:
(a) 1914 (b) 1905 (c) 1908 (d) 1912
73. Chartered Accountants (CA) Day is celebrated in India on:
(a) July 4 (b) July 1 (c) July 2 (d) July 3
74. Eminent personality MP Jabir plays which sports?
(a) Chess (b) Athletics (c) Shooting (d) Badminton
75. Virachey National park, that was recently making news, is located in:
(a) Singapore (b) Thailand (c) Cambodia (d) Malaysia

Mathematics

76. If $\sqrt{13.69} = 3.7$ then
$\sqrt{1369} + \sqrt{0.1369} + \sqrt{0.001369} = ?$
(a) 37.470 (b) 34.707 (c) 34.307 (d) 37.407
77. At what rate percent on simple interest will Rs. 750 amount to Rs. 900 in 5 years?
(a) $5\frac{1}{2}$% (b) 4% (c) 5% (d) $3\frac{1}{2}$%
78. A train 130 metre long crosses a bridge in 21 seconds moving at the speed of 90 km/h. What is the length of the bridge?
(a) 295 m (b) 415 m (c) 395 m (d) 285 m
79. Naman deposited Rs. 8000 which amounted to ₹ 9200 after 3 years at simple interest. Had the interests been 2% more, how much would he get?
(a) ₹ 9680 (b) ₹ 9800 (c) ₹ 9380 (d) ₹ 9860
80. The average age of a class of 15 boys is 11 years. If 5 new boys having average of 9 years join the class the average age of the class will be:
(a) 10.5 years (b) 10.33 (c) 10 years (d) 20 years
81. In what time will a sum of money double itself at 3% per annum of simple interest?
(a) $23\frac{1}{3}$ years (b) $13\frac{1}{3}$ years (c) 29 years (d) $33\frac{1}{3}$ years
82. The sum of squares of two numbers is 80 and the square of difference between the two numbers is 36. Find the product of two numbers:
(a) 33 b) 26 (c) 22 (d) 11
83. a container is full of liquid in which 5 parts is milk and 3 parts is water. How many parts of the liquid should be replaced by water so that the each milk and water be $\frac{1}{2}$ part in the mixture?
(a) $\frac{4}{5}$th (b) $\frac{1}{5}$th (c) $\frac{1}{4}$th (d) $\frac{1}{2}$
84. The list price of an article is ₹ 65. A customer pays ₹ 56.16 for it, if he has availed to successive discounts of which one is 10%, then second discount is:
(a) 6% (b) 3% (c) 4% (d) 5%
85. Which of the following is the least number of 4 digits that is completely divisible by 71?
(a) 1056 (b) 1065 (c) 1006 (d) 1094
86. $\frac{0.321\times0.321-0.179\times0.179}{0.321-0.179} = ?$
(a) 0.5 (b) 0.4 (c) 0.142 (d) 0.124
87. Six kilograms of rice at ₹ 6 per kg and 4 kg of rice at ₹ 7 per kg are mixed together and the mixture is sold at 10% profit. The selling price of the mixture per kg is:
(a) ₹ 7.70 (b) ₹ 7.00 (c) ₹ 7.04 (d) ₹ 7.40
88. If $\sqrt{625} = 25$, then $16 \times \sqrt{0.000625} = ?$
(a) 0.004 (b) 0.040 (c) 4.000 (d) 0.400
89. X can do a piece of work in 5 days, Y in 4 days and X, Y and Z together in 2 days. In what time could Z do it alone?
(a) 20 days (b) 12 days (c) 15 days (d) 18 days
90. A person goes to a certain place at the speed 4 km/h. He returns on bicyle at the speed of 16 km/h. Find his average speed during the whole journey?
(a) 6 km/h (b) 6.4 km/h (c) 5.4 km./h (d) 4.5 km/h
91. The amount on ₹ 2560 in 6 months at 25% interest

per annum, if the interest is compounded quarterly is:
(a) ₹ 2890 (b) ₹ 330 (c) ₹ 8290 (d) ₹ 2980

92. If q is an acute angle and $\frac{\sin\theta + 1}{\sin\theta - 1} = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-2}$ find θ .
(a) 90° (b) 60° (c) 40° (d) 45°

93. $\frac{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 30^\circ} = ?$
(a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) 0

94. An architect wants to make a square pyramid and fill with 12000 cubic feet of sand. If the base of the pyramid is 30 feet on each side how tall does he need to make it?
(a) 40 ft (b) 35 ft (c) 13.3 ft (d) 7 ft

95. The radius of a cone is 5 cm and vertical height is 12 cm. Find the area of the curved surface?
(a) 204 cm² (b) 312.25 cm² (c) 204.28 cm² (d) 230.12 cm²

Direction (96 to 100): The bar graph given below shows the data of the production of paper (in lakh tonnes) by three different companies X, Y and Z over the years.

Production of Paper (in lakh tonnes) by Three Companies X, Y and Z over the Years.
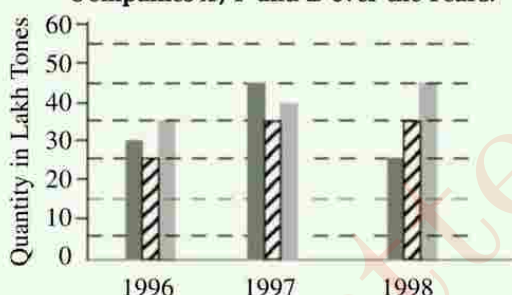
96. What is the ratio of average production of Company X in the period 1998-2000 to the average production of Company Y in the same period?
(a) 27 : 29 (b) 1 : 1 (c) 15 : 17 (d) 23 : 25

97. The average production for five years was maximum for which company?
(a) Z (b) X (c) Y (d) Both X and Z

98. What is the percentage increase in the production of Company Y from 1996 to 1999?
(a) 60% (b) 30% (c) 45% (d) 50%

99. In which year the percentage rise/fall in production from the previous year is the maximum for Company Y?
(a) 2000 (b) 1999 (c) 1997 (d) 1998

100. In which year was the percentage of production of Company Z to the production of Company Y the maximum?
(a) 1999 (b) 1996 (c) 1997 (d) 1998

Answers

1(b), 2(d), 3(b), 4(c), 5(d), 6(b), 7(a), 8(d), 9(c), 10(b), 11(d), 12(b), 13(b), 14(c), 15(a), 16(b), 17(a), 18(d), 19(a), 20(b), 21(c), 22(a), 23(a), 24(d), 25(a), 26(b), 27(c), 28(d), 29(d), 30(d), 31(c), 32(c), 33(d), 34(b), 35(d), 36(d), 37(b), 38(b), 39(c), 40(b), 41(c), 42(a), 43(d), 44(d), 45(c), 46(c), 47(d), 48(d), 49(a), 50(b), 51(a), 52(d), 53(a), 54(c), 55(a), 56(d), 57(a), 58(a), 59(d), 60(a), 61(d), 62(b), 63(a), 64(c), 65(c), 66(c), 67(a), 68(a), 69(c), 70(c), 71(b), 72(c), 73(b), 74(b), 75(c), 76(d), 77(b), 78(c), 79(a), 80(a), 81(d), 82(c), 83(b), 84(c), 85(b), 86(a), 87(c), 88(d), 89(a), 90(b), 91(a), 92(b), 93(c), 94(a), 95(c), 96(d), 97(d), 98(a), 99(c), 100(b).

Solutions

3(b):
E G I K
↓+1 ↓+2 ↓+3 ↓+4
F I L O

Similarly,
F H J L
↓+1 ↓+2 ↓+3 ↓+4
G J M P

6(b): $Z \xrightarrow{-3} W,\ T \xrightarrow{-3} Q,\ S \xrightarrow{-3} P$
But, $N \xrightarrow{-2} L$

7(a): $5 \times 125 = 625,\ 8 \times 2 \times 4 = 64,\ 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$
But, $4 \times 2 \times 4 = 32$
All other are perfect square except 32.

9(c): $7 \xrightarrow{+5} 12 \xrightarrow{+7} 19 \xrightarrow{+9} \boxed{28} \xrightarrow{+11} 39$

10(b): $4 \xrightarrow{\times(-2)} -8 \xrightarrow{\times -(2)} 16 \xrightarrow{\times(-2)} -32 \xrightarrow{\times(-2)} 64 \xrightarrow{\times(-2)} \boxed{-128}$

11(d):
C D
↓+2 ↓+1
E E (boxed)
↓+2 ↓+1
G F
↓+2 ↓+1
I G
↓+2 ↓+1
I G
↓+2 ↓+1
K H

13(b): pqr s / q rsp/rs p q /spq r

14(c): $6 - 9 + 8 \times 3 \div 20$
$\Rightarrow 6 + 9 \times 8 \div 3 - 20 \Rightarrow 6 + 9 \times \frac{8}{3} - 20$
$\Rightarrow 6 + 24 - 20 \Rightarrow 30 - 20 \Rightarrow 10.$

15(a):
G O O D N E S S
↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1
H N P C O D T R

Similarly, | | | |
G R E A T N E S S
↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1 ↓+1 ↓–1 ↓+1
H Q F Z U M F R T

17(a):
P Q
14th 7th
∴ Number of boys (14 + 4 + 7) = 25

20(b):
R O B U S T
↓–1 ↓–1 ↓–1 ↓–1 ↓–1 ↓–1
Q N A T R S

Similarly,
A Y D N Q
↓–1 ↓–1 ↓–1 ↓–1 ↓–1
Z X C M P

21(c): 84 + 8 = 92

Similarly, 34 + 8 = 42, 42 + 17 = 59.
22(a): 21 + 37 = 58; 14 + 25 = 39
$\therefore$ 16 + 81 = 97 *

24(d):

S	I	L	V	E	R
↓+1	↓+2	↓+3	↓+4	↓+5	↓+6
T	K	O	Z	J	X

Similarly,

G	O	L	D	E	N
↓+1	↓+2	↓+3	↓+4	↓+5	↓+6
H	Q	O	H	J	T

76(d): Given $\sqrt{13.69} = 3.7$

$\sqrt{1369} + \sqrt{0.1369} + \sqrt{0.001369}$

$= \sqrt{13.69 \times 100} + \sqrt{\frac{13.69}{100}} + \sqrt{\frac{13.69}{10000}}$

$= 3.7 \times 10 + \frac{3.7}{10} + \frac{3.7}{100}$

= 37 × 0.37 + 0.037 = 37.407.

77(b): SI = 900 – 750 = ₹150
Time = 5 years
Principal = 5 years

$\therefore R = \frac{I \times 100}{P \times T} = \frac{150 \times 100}{750 \times 5} = 4\%$.

78(c): Speed of the train = 90 km/h = $90 \times \frac{5}{18}$
= 25 m/sec
Distance travelled by train in 21 sec = 25 × 21 = 525 m
$\therefore$ Length of the bridge = 525 – 130 = 395 m.

79(a): Principal = ₹ 8000
Amount = ₹ 9200
Time = 3 years
SI = 9200 – 8000 = ₹ 1200

$\therefore R = \frac{I \times 100}{P \times T} = \frac{1200 \times 100}{8000 \times 3} = 5\%$

Now, the new rate = 5 + 2 = 7%

$\therefore$ New SI = $\frac{8000 \times 7 \times 3}{100}$ = ₹ 1680

New amount = 8000 + 1680 = ₹ 9680.

80(a): Total age of the class of 15 students = 15 × 11
= 165 years
Now total age of the class after 5 new boys joined
= 165 + 9 × 5 = 165 + 45 = 210 years

$\therefore$ New average age of the class = $\frac{210}{15+5} = \frac{210}{20}$
= 10.5 years.

81(d): Let the principal = ₹ x
Amount = ₹ 2x
$\therefore$ Interest = 2x – x = ₹ x
Rate = 3% per annum

$T = \frac{I \times 100}{P \times R} = \frac{x \times 100}{x \times 3} = \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3}$ years.

82(c): Let the two numbers are x and y
According to the question, $x^2 + y^2 = 80$
and $(x - y)^2 = 36$
$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2xy = 36 \Rightarrow 80 - 2xy = 36$
$\Rightarrow 80 - 36 = 2xy$
$\therefore xy = \frac{44}{2} = 22$.

83(b): Percentage of water in the liquid = $\frac{3}{3+5} \times 100$

$= \frac{3}{8} \times 100 = \frac{75}{2}\%$

water to be added has 100% water, final concentration of water in liquid = 50% liquid
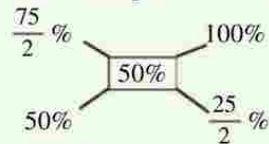
$\frac{75}{2}\%$		100%
	50%	
50%		$\frac{25}{2}\%$

or, $50 : \frac{25}{2}$ = 100 : 25 = 4 : 1.
Quantity of liquid replaced = Quantity of 100% water added = $\frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$ th of the total.

84(c): From question let second discount was x% then

$65 \times \frac{100-10}{100} \times \frac{100-x}{100} = 56.16$

$\Rightarrow 100 - x = \frac{56.16 \times 100 \times 100}{65 \times 90} = \frac{56160}{65 \times 9} = 96$

$\Rightarrow$ x = 100 – 96 = 4%.

85(b): Least number of 4 digits = 1000 dividing by 71

```
     14
7 | 1000
    71
    290
    284
      6
```

So, (1000 – 6) = 994 is divisible by 71
(994 + 71) = 1065 will be least 4 digit number divisible by 71.

86(a): $\frac{0.321 \times 0.321 - 0.179 \times 0.179}{0.321 - 0.179}$

$= \frac{(0.321)^2 - (0.179)^2}{0.321 - 0.179} = \frac{(0.321 + 0.179)(0.321 - 0.179)}{0.321 - 0.179}$

[$\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$] = 0.321 + 0.179 = 0.5.

87(c): Cost price of 6 kg of rice ₹ 6 per kg = 6 × 6
= ₹ 36
cost price of 4 kg of rice at ₹ 7 per kg = 4 × 7 = ₹ 28
$\therefore$ Total cost price = 36 + 28 = ₹ 64

$\therefore$ selling price at 10% profit = $64 \times \frac{110}{100}$ = ₹ 70.40

Total weight of rice = 6 kg + 4kg = 10 kg

$\therefore$ selling price per kg = $\frac{70.40}{10}$ = ₹ 7.04.

88(d): $16 \times \sqrt{0.000625}$ = 16 × 0.025 = 0.400.

89(a): X can do a piece of work in 5 days

$\therefore$ X can do in 1 day = $\frac{1}{5}$ th part of work

Y can do a piece of work in 4 days

$\therefore$ Y can do in 1 day = $\frac{1}{4}$ th part of work

(X + Y + Z) can do a piece of work in 2 days

$\therefore$ (X + Y + Z) can do in 1 day = $\frac{1}{2}$ part of the work

Now, work done by Z in 1 day = $\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right)$

$= \frac{1}{2} - \frac{9}{20} = \frac{10-9}{20} = \frac{1}{20}$

$\therefore$ Z will do the work in 20 days

90(b): Let the distance between two places = x km

$\Rightarrow$ Time taken in going $= \frac{x}{4}$ hrs

Time taken in coimng back $= \frac{x}{16}$ hrs

Total time taken in 2x distance $= \frac{x}{4} + \frac{x}{16} = \frac{5x}{16}$

$\Rightarrow$ Average speed $= \frac{\text{distance}}{\text{time}} = \frac{2x}{\frac{5x}{16}} = \frac{32}{5} = 6.4$ km/h.

91(a): The interest is compounded quarterly

$\therefore r = 25\%$ per annum $= \frac{25}{4}\%$ quarterly

t = 6 months = 2 quarters   p = ₹ 2560

$A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^t = 2560\left(1+\frac{25}{400}\right)^2$

$= 2560\left(1+\frac{1}{16}\right)^2 = 2560\left(\frac{17}{16}\right)^2 = 2560 \times \frac{17\times17}{16\times16}$

= ₹ 2890.

92(b): $\frac{\sin\theta + 1}{\sin\theta - 1} = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-2}$

$\frac{(\sin\theta + 1) + (\sin\theta - 1)}{(\sin\theta + 1) - (\sin\theta - 1)}$

$= \frac{(\sqrt{3}+2)+(\sqrt{3}-2)}{(\sqrt{3}+2)-(\sqrt{3}-2)}$

$\frac{2\sin\theta}{2} = \frac{2\times\sqrt{3}}{4}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\because \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore \sin\theta = \sin 60^\circ \;\; \therefore \theta = 60^\circ$.

93(c): $\frac{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 30^\circ}$

$= \frac{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \left(\sqrt{3}\times\frac{1}{\sqrt{3}}\right)} = \frac{\frac{(3-1)}{\sqrt{3}}}{1+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

94(a): Volume of pyramid $= \frac{1}{3} \times$ area of base $\times$ height

$\Rightarrow 12000 \text{ ft}^3 = \frac{1}{3} \times 30\text{ft} \times 30\text{ft} \times H$

$\Rightarrow 12000 = 300 \times H$

$\Rightarrow H = \frac{12000}{300} = 40$ ft.

95(c): Radius of cone (r) = 5 cm

Height of cone (h) = 12 cm

Slant height of cone (ℓ) = ?

we know, $\ell^2 = r^2 + h^2$

$\Rightarrow \ell^2 = 5^2 + 12^2$

$\Rightarrow \ell^2 = 25 + 144 = 169$

$\Rightarrow \ell = 13$ cm

Now, area of the curved face $= \pi r \ell$

$= 3.14 \times 5 \times 13 \text{ cm}^2$

$= 204.28 \text{ cm}^2$.

96(d): Average production of Company x in the period 1998 – 2000 $= \left[\frac{1}{3}\times(25+50+40)\right] = \frac{115}{3}$ lakh tons

Average production of Company Y in the period 1998 – 2000

$= \left[\frac{1}{3}\times(35+40+50)\right] = \left(\frac{125}{3}\right)$ lakh tons

$\therefore$ required ratio $= \frac{\frac{115}{3}}{\frac{125}{3}} = \frac{115}{125} = \frac{23}{25} = 23 : 25$.

97(d): Average production in five years for Company X Y and Z are

Company X $= \left[\frac{1}{5}\times(30+45+25+50+40)\right] = \frac{190}{5} = 38$

Company Y $= \left[\frac{1}{5}\times(25+35+35+40+50)\right] = \frac{185}{5} = 37$

Company Z $= \left[\frac{1}{5}\times(35+40+45+35+35)\right] = \frac{190}{5} = 38$

$\therefore$ Average production of five years is maximum for both the companies X and Z.

98(a): Percentage increase in the production of company Y from 1996 to 1999 $= \left[\frac{(40-25)}{25}\times100\right]\%$

$= \left[\frac{15}{25}\times100\right]\% = 60\%$.

99(c): For 1997 $= \left[\frac{(35-25)}{25}\times100\right] = 40\%$

For 1998 $= \left[\frac{(35-35)}{35}\times100\right] = 0\%$

For 1999 $= \left[\frac{(40-35)}{35}\times100\right]\% = 14.29\%$

For 2000 $= \left[\frac{(50-40)}{40}\times100\right]\%$ 25%

Hence, the maximum percentage rise/fall in the production of company Y is for 1997.

100(b): For 1996 $= \left(\frac{35}{25}\times100\right)\% = 140\%$

For 1997 $= \left(\frac{40}{35}\times100\right)\% = 14.29\%$

For 1998 $= \left(\frac{45}{35}\times100\right)\% = 128.57\%$

For 1999 $= \left(\frac{35}{40}\times100\right)\% = 87.5\%$

For 2000 $= \left(\frac{35}{50}\times100\right)\% = 70\%$

$\therefore$ highest percentage is of 1996.

প্রস্তুত করেছেন: এম্পা কাঁড়ার

সংবাদ শিরোনামে

*

(১-৩০ জুন ২০২১)

শীর্ষ ব্যক্তিত্ব

ভ্লাদিমির পুতিন: ভারত-চিন সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবেন বলে ৫ জুন মন্তব্য করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেন, 'আমি জানি ভারত ও চিনের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে নানা সমস্যা থাকে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও চিনা প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিও আমি জানি। তাঁরা খুবই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই দুই নেতা যে-কোনও সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন বলেই আমি মনে করি। তবে ওই অঞ্চলের বাইরের কোনও শক্তির এই বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়।' নাম না করলেও রুশ প্রেসিডেন্টের ইঙ্গিত আমেরিকার দিকে বলেই মনে করছেন কূটনীতিকরা।

হাসান রৌহানি: ৩ জুন পরমাণু চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি। মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'আমেরিকার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান মিলেছে। কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা বাকি। তা মিটলেই চুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে পারব।' উল্লেখ্য, ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে, এই অভিযোগে ২০১৮ সালে পরমাণু চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল আমেরিকা।

নরেন্দ্র মোদী ও অ্যাঙ্গেলা মের্কেল: ১৩ জুন কোভিড ভ্যাকসিনের উপর থেকে পেটেন্ট বা স্বত্ব তুলে নিলে টিকার উৎপাদন বিপুল ভাবে বাড়ানো সম্ভব, এই যুক্তিতে জি-৭ দেশগুলির বৈঠকে পেটেন্ট তোলার পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও আমেরিকার এলিট গ্রুপের বৈঠকে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখার ডাক পেয়েছিল ভারত। করোনা মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে 'এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য' নীতির প্রস্তাব দিলেন মোদী। ভারতের নীতির সমর্থন করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেল। অতিথি অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশও ভ্যাকসিনের পেটেন্ট তোলার ব্যাপারে মোদীকে সমর্থন জানায়।

বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু ও নাফতালি বেনেট: ১২ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহুকে ১৩ জুন পদ ছাড়তে হল। সে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম বিরোধী জোট সরকার গড়ল। নতুন জোটের প্রধানমন্ত্রী হলেন নাফতালি বেনেট। বেনেট দু'বছর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। তারপর ইয়ার ল্যাপিড প্রধানমন্ত্রী হবেন। প্রসঙ্গত, ইজরায়েলে কিছুতেই সরকার গঠন করা যাচ্ছিল না বলে, দু'বছরে সেখানে ৪টি নির্বাচন হয়েছে।

ইমরান খান: কাশ্মীর সমস্যা সমাধান হয়ে গেলেই পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডারের আর কোনও প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না বলে দাবি করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ২১ জুন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা তুলে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য আমেরিকার সাহায্যও চেয়েছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে কথা হলে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন বলেও জানান ইমরান। যদিও ভারত তার অবস্থান অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়েছে, কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়, এ ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।

নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ: ২০১৯-এ জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রায় দু-বছর বাদে ২৪ জুন প্রথমবার উপত্যকার রাজনৈতিক নেতাদের
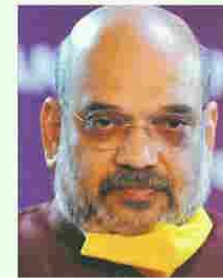
সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু-কাশ্মীরকে ধাপে ধাপে রাজ্যের মর্যাদায় ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তাঁরা। অমিত শাহ বলেন, 'আসন পুনর্বিন্যাস ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হল জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার অন্যতম মাইল-ফলক। সংসদে আমরা সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলাম।' যদিও কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম মোদী-শাহের এই আশ্বাসের কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরকে আগে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কংগ্রেস এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্য দলগুলিও তাই চায়। অথচ সরকারের প্রতিশ্রুতি হল আগে নির্বাচন পরে রাজ্যের মর্যাদা।'

অমর্ত্য সেন: ঠিক মতো কাজ না করেই কৃতিত্ব দাবি এবং তার জেরেই দেশে করোনা অতিমারি লাগামছাড়া হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। ৫ জুন মুম্বইয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা দলের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারতের করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় মোদী সরকার সম্পূর্ণ 'ব্যর্থ' এবং তার ফলেই দেশের করোনা সংক্রমণ এত ভয়াবহ আকার নিয়েছে। চলতি বছরের গোড়ার দিকেই করোনা জয় হয়ে গিয়েছে বলে মোদী সরকারের প্রচারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সংশয়ে ভুগতে থাকা সরকার অতিমারি প্রতিরোধে নজর দেওয়ার তুলনায়, যেটুকু কাজ হয়েছে, তার কৃতিত্ব দাবি করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। তাই সমস্যা বেড়েছে।' অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ-কে উদ্ধৃত করে তাঁর মন্তব্য, 'কাজ না করে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা কম বুদ্ধির লক্ষণ। ভারত সেটাই করেছে।'

নরেন্দ্র মোদী: ৭ জুন কেন্দ্রের টিকা নীতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন এবং বিরোধীদের চাপের মুখে দেশের টিকা নীতি বদলাতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন জাতির উদ্দেশে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ১৮-৪৪ বছর বয়সিদের জন্য টিকাও এখন থেকে কেন্দ্রই জোগাবে রাজ্যকে, বিনামূল্যে। এতদিন মোদী সরকারের নীতি ছিল, স্বাস্থ্যকর্মী, ফ্রন্টলাইন কর্মী বাদে শুধুমাত্র ৪৫ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য রাজ্যকে টিকা পাঠাবে কেন্দ্র। এদিন মোদী জানান ২১ জুন যোগ দিবস থেকে ১৮ বছরের বেশি বয়সি সকলের জন্য টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে।

রাহুল গান্ধী: করোনা প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যর্থতাকে তুলে ধরে এবং কেন্দ্রকে এ বার আগাম সতর্ক হতে হবে— এই দাবি তুলে কংগ্রেসের তরফে ২২ জুন শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন রাহুল গান্ধী। জানালেন, দেশবাসীর স্বার্থেই তাঁর এই পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী এই অতিমারিকে যথাযথ গুরুত্ব দিলে ৯০ শতাংশ মৃত্যু এড়ানো যেত বলেও দাবি তাঁর। নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রী পরে চোখের জল ফেলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কান্নায় তো মানুষ বাঁচবে না। তাঁর কান্না স্বজনহারার চোখের জলও মোছাতে পারবে না। মৃত্যুমিছিল রুখতে পারে শুধু অক্সিজেনই। তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়লে যাতে ফের সেই বিপর্যয়ের দিন ফিরে না-আসে, তার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত ও জনমতকে গুরুত্ব দিয়েই করোনার দরুন এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ জুন নবান্নে একই সঙ্গে আলিম, ফাজিল এবং হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তও জানিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ, বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা না নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেইসব মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাদ্রাসা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

বিনোদ দুয়া: ৩ জুন প্রবীণ সাংবাদিক বিনোদ দুয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের মতে, ভিন্ন মত প্রকাশ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়। এ দেশের সমস্ত সাংবাদিকের এই ব্যাপারে রক্ষাকবচের অধিকার রয়েছে। এদিন দেশের শীর্ষ আদালত ফের সে কথা স্পষ্ট করে দিয়ে মনে করাল, ১৯৬২ সালে কেদারনাথ সিংহ মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টই এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। উল্লেখ্য, সাংবাদিক দুয়া কোভিড মোকাবিলায় ব্যর্থতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হিমাচলপ্রদেশে এক বিজেপি নেতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন।

আইশা সুলতানা: ১২ জুন লাক্ষাদ্বীপের ভূমিকন্যা, পরিচালক-অভিনেত্রী আইশা সুলতানাকে 'দেশদ্রোহী'-র তকমা দেওয়ায়, শেষ অবধি আইশার পাশে দাঁড়িয়েই বিজেপি থেকে ইস্তফা দিলেন লাক্ষাদ্বীপের বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশ। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটিতে করোনার বাড়বৃদ্ধির জন্য সেখানকার প্রশাসক প্রফুল খোড়া প্যাটেলকে দায়ী করে আইশা মন্তব্য করেন, কেন্দ্র লাক্ষাদ্বীপের মানুষের বিরুদ্ধে প্রফুলকে 'জৈব অস্ত্রের' মতো ব্যবহার করছে। তাঁর এই মন্তব্যকে 'দেশদ্রোহ' বলে উল্লেখ করে এফআইআর দায়ের করেন লাক্ষাদ্বীপের বিজেপি প্রধান সি আব্দুল কাদের হাজি। এই ঘটনার প্রতিবাদেই ইস্তফা দিলেন বিজেপির ১৫ নেতা-কর্মী।

সুলভ শ্রীবাস্তব: ১৪ জুন উত্তরপ্রদেশে এক সাংবাদিকের রহস্যমৃত্যু নিয়ে সরব হলেন দেশের নানাপ্রান্তের মানুষ। সে রাজ্যের প্রতাপগড়ের মদ চোরাচালান চক্র ও লিকার মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করার জন্যই সাংবাদিক সুলভ শ্রীবাস্তবকে খুন করে তাকে 'দুর্ঘটনা' বলে চালানোর অভিযোগ উঠেছে। যোগী অদিত্যনাথের প্রশাসনে সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও। এডিটর্স গিল্ডের বক্তব্যে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাক্‌স্বাধীনতার কথা বললেও দেশে সাংবাদিক ও কার্টুনিস্টদের সুরক্ষা নেই।

দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল ও আসিফ ইকবাল তানহা: গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হিংসার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া 'পিঁজরা তোড়'-এর দুই সদস্য দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসিফ ইকবাল তানহার জামিন ১৬ জুন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালতে পেশ করা দিল্লি পুলিশের চার্জশিটের জবাবে, আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'বিক্ষোভ দমনের তাড়নায় রাষ্ট্রের মনে সংবিধানস্বীকৃত প্রতিবাদের অধিকার এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যেকার সীমারেখা যেন কিছুটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই মানসিকতা যদি প্রাধান্য পায়, তা হবে গণতন্ত্রের পক্ষে দুঃখের দিন।

সিদ্দিক কাপ্পান: ১৬ জুন কেরালার সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আনা শান্তিভঙ্গের অভিযোগ খারিজ করে দিল মথুরার একটি আদালত। কাপ্পানের অন্য তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগও খারিজ করেছে ওই আদালত। উল্লেখ, গতবছর ৫ অক্টোবর হাথরসের নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে চার সঙ্গী-সহ কাপ্পানকে গ্রেপ্তার করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। পিএফআই নামক নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য সন্দেহে মুজফফরনগরের আতিউর রহমান, বাহরাইচের মাসুদ আহমেদ, রামপুরের আলম নামে তিনজনও গ্রেপ্তার হন। কাপ্পানের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে মামলা করা হয়েছিল। দেশজুড়ে তোলপাড় হওয়া এই মামলায় ফের প্রমাণ হয়ে গেল, কাপ্পানকে হাথরসে যেতে বাধা দেওয়ার জন্যই অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

জিম লাই ও ফুং ওয়াই-কং: ২৭ জুন হংকংয়ের গণতন্ত্রকামী দৈনিক অ্যাপল ডেলির মালিক জিম লাই ও দৈনিকটির ইংরেজি ওয়েবসাইটের প্রধান লেখক ফুং ওয়াই-কং-কে চিনের আরোপিত জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করল হংকং পুলিশ। উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগে লিখতেন ফুং। এর এক সপ্তাহ আগেই শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে গণতন্ত্রকামী দৈনিকটির।

অ্যান্ড্রু পোলার্ড: ১৯ জুন কোভিশিল্ড টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের নীতিকে সমর্থন করলেন ব্রিটেনের অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন ট্রায়ালের মুখ্য সুপারভাইজার প্রফেসর অ্যান্ড্রু পোলার্ড। জানালেন, কোভিশিল্ডের দুটো ডোজের মধ্যে ১২-১৬ সপ্তাহের ব্যবধানে কোনও সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, প্রথমে ৬-৮ সপ্তাহ বললেও পরে কেন্দ্র কোভিশিল্ডের দুই ডোজের মধ্যবর্তী সময়ের ফারাক ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ করে। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কও হয়। পোলার্ড আরও জানিয়েছেন, ভারতের মতো জনবহুল দেশে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে দুটো ডোজ দেওয়ার থেকে যতটা সম্ভব বেশি মানুষকে অন্তত টিকার একটি ডোজ দেওয়া বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

মুকেশ আম্বানি: আগামী তিনবছরে অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে রিলায়েন্স ৭৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে বলে ২৪ জুন ঘোষণা করলেন সংস্থার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানি। সোলার পিভি সেল, গ্রিন হাইড্রোজেন, ব্যাটারি ও ফুয়েল সেল তৈরির জন্য চারটি 'গিগা' কারখানা গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন আম্বানি। সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি শেয়ারগ্রাহকদের জানান, মূলত রুফটপ সোলার এবং গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রীকরণ পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে রিলায়েন্স ১০০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করবে।

এন ভি রমণা: দেশের বিচার-ব্যবস্থাকে বাইরের যে কোনও

ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখার পক্ষে ৩০ জুন সওয়াল করলেন প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণা। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে, আইনসভা এবং সরকার যেন কোনও ভাবেই বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করে। নয়তো দেশে আইনের শাসনই অলীক হয়ে পড়বে।’ বর্তমান মোদী সরকারের আমলে বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা ও অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি।

ডেভন কনওয়ে: ৩ জুন ইংল্যান্ডের লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই ডাবল সেঞ্চুরি করে ইতিহাস গড়লেন নিউজিল্যান্ডের বাঁ-হাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডেভন কনওয়ে। লর্ডসে অভিষেক টেস্টে শতরান রয়েছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও।

তবে লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই সর্বোচ্চ রান করে কনওয়ে এদিন ভেঙে দিয়েছেন আরেক কিংবদন্তি ভারতীয় রঞ্জিতসিংজি-র ১২৫ বছরের পুরনো রেকর্ড।

রঞ্জি নামেই যিনি বেশি পরিচিত। এতদিন ইংল্যান্ডের মাঠে অভিষেক টেস্টে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড ছিল রঞ্জির-ই। ম্যাঞ্চেস্টারে, ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৫৪ রান করেছিলেন রঞ্জি। সেই রেকর্ডই এদিন ভেঙে দিলেন কনওয়ে।

রাফায়েল নাদাল: ফরাসি ওপেনে ইন্দ্রপতন ঘটল। পরাজিত হলেন ক্লে কোর্টের সম্রাট রাফায়েল নাদাল। ১২ জুন সেমি ফাইনালে ৪ ঘণ্টা ১১ মিনিটের লড়াইয়ে নোভাক জকোভিচ ৩-৬, ৬-৩, ৭-৬ (৪), ফাইনালে উঠলেন। গত ১৫ বছরে রোলাঁ গারোয় মাত্র দু’টি ম্যাচ হেরেছেন নাদাল। ম্যাচের পর নাদালকে সম্মান জানিয়ে জকোভিচ বলেছেন, ‘এরকম অবিশ্বাস্য ম্যাচে রাফার বিরুদ্ধে খেলা ভাগ্যের ব্যাপার। প্যারিসে এটাই আমার সেরা ম্যাচ। কেরিয়ারে প্রথম তিন সেরা ম্যাচের মধ্যে থাকবে।’

নোভাক জকোভিচ ও বারবোরা ক্রেজিকোভা: ১৩ জুন রোলাঁ গারোয় দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন নোভাক জকোভিচ। ফরাসি ওপেনের ফাইনালে দু’সেটে পিছিয়ে পড়েও পাঁচ সেটের লড়াইয়ে জকোভিচ জয় ছিনিয়ে নিলেন তরুণ গ্রিক তারকা স্তেফানোস সিসিপাসের বিরুদ্ধে। ১৯৬৮-তে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য ওপেন যুগ চালু হওয়ার পর ৫৩ বছরে জকোভিচই প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় যিনি চারটি গ্র্যান্ডস্লামই একাধিকবার জিতলেন। তাঁর আগে এই নজির ছিল শুধু রড লেভার এবং রয় এমার্সনের, তবে তাও ওপেন যুগে নয়। এদিন নিজের ১৯তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন সার্বিয়ান তারকা। তাঁর আগে রয়েছেন ২০টি করে গ্র্যান্ড স্লাম জেতা রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরার।

অন্যদিকে, ১২ জুন মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজিকোভা। রাশিয়ার আনাস্তাশিয়া পাভলিউচেঙ্কোভাকে ৬-১, ২-৬, ৬-৪ সেটে হারিয়ে খেতাব জিতলেন ক্রেজিকোভা।

আশিস লতা রামগোবিন: প্রতারণার অভিযোগে মহাত্মা গান্ধীর আশিস লতা রামগোবিনকে ৯ জুন সাত বছরের সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দিল দক্ষিণ আফ্রিকার আদালত। গান্ধীজির দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল গান্ধীর মেয়ে এলা গান্ধীর সন্তান লতা। ২০১৫ সালে তার বিরুদ্ধে ৬.২ লক্ষ র‍্যান্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩.৩৩ কোটি টাকা) প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন এক ব্যবসায়ী।তাকে ব্যবসার ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে টাকা লগ্নি করিয়ে ব্যবসার লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

জয়পাল সিং ভুল্লার ও যশপ্রীত খারার: পাঞ্জাবের দুই পুলিশকর্মীকে হত্যা করে প্রায় পঁচিশ দিন পালিয়ে বেড়ানো দুই কুখ্যাত গ্যাংস্টারকে এনকাউন্টারে ৯ জুন খতম করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। কলকাতার প্রান্ত ঘেঁষা নিউটাউনের একটি আবাসনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল ওই দুই সমাজবিরোধী জয়পাল সিং ভুল্লার ওরফে মনজিৎ সিং এবং যশপ্রীত খারার ওরফে জস্‌সি। পাঞ্জাব পুলিশের ডিজি দীনকর গুপ্ত জানান ওই দু’জনের বিরুদ্ধে ৪৭টিরও বেশি অপরাধের অভিযোগ আছে। রাজনৈতিক নেতাকে খুন, অপহরণ, তোলাবাজি, পুলিশের অস্ত্র লুঠ, মাদক পাচার, এটিএম লুঠের মতো অপরাধের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

মেহুল চোক্সী: পলাতক ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি মেহুল চোক্সীকে ১০ জুন অবৈধ বা নিষিদ্ধ

ডমিনিকার সরকার। কিছুদিন আগেই অ্যান্টিগা ও বারবুডা থেকে নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পরে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র ডমিনিকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মেহুলকে। কমনওয়েলথ অব ডমিনিকার জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, তাদের পাসপোর্ট ও অভিবাসী আইনের আওতায় মেহুলকে সে দেশে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা হবে। যদিও এতদিন ডমিনিকার আদালতের সামনে নিজের গ্রেপ্তারি অবৈধ বলে দাবি করে আসছিলেন মেহুল। এরপর অবশ্য তাঁর দাবি খারিজ হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষে তাঁকে দেশে ফেরানোর বিষয়টিও সহজ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আসিফ মহম্মদ: বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে ঘরেই কবর দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় ঘটনার চার মাস পর ১৯ জুন পুলিশ গ্রেপ্তার করল 'টেকস্যাভি' আসিফ মহম্মদ ওরফে আনানকে। ঘটনাটি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার পুরাতন ১৬ মাইল গ্রামের। ১৯ বছর বয়সি আসিফের এমন নিখুঁত খুনের পরিকল্পনা দেখে বিস্মিত পুলিশের কর্তাব্যক্তিরাও। তবে কী কারণে এই খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

দেবাঞ্জন দেব: কলকাতায় ভুয়ো ভ্যাকসিন সেন্টার চালানোর অভিযোগে ২৩ জুন দেবাঞ্জন দেব নামে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দেবাঞ্জন নিজেকে কলকাতা পুরসভার যুগ্ম কমিশনার বলে পরিচয় দিয়ে জালিয়াতির কারবার ফেঁদেছিলেন। কসবা এলাকার রাজডাঙার এই ভুয়ো ভ্যাকসিন সেন্টারটি দিন দশেক ধরে চলছিল বলে জানা গিয়েছে। ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। ২৫ জুন রাজ্যে ভুয়ো কোভিড টিকার ঘটনায় প্রতারক চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে কলকাতা পুলিশ।
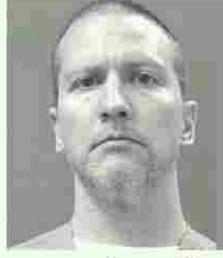
ডেরেক শভিন: আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ডেরেক শভিনকে ২৬ জুন সাড়ে ২২ বছর কারাদণ্ড দিল মার্কিন আদালত। জাল নোটের মামলায় অভিযুক্ত জর্জকে গতবছর হাতকড়া পরানো অবস্থায় রাস্তায় ফেলে ঘাড়ের উপর হাঁটু চেপে ধরেছিল ডেরেক। এর ফলে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় জর্জের। তার পর থেকেই বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে আমেরিকা— সেইসঙ্গে আরও নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন। পুলিশ হেফাজতে জর্জের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের মামলা অবশ্য গত মার্চেই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৩ কোটি ডলার অর্থসাহায্য পায় জর্জের পরিবার।

জেকব জুমা: আদালত অবমাননার দায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেকব জুমাকে ২৮ জুন ১৫ মাসের কারাদণ্ড দিল জোহানেসবার্গের এক আদালত। দুর্নীতি মামলায় একাধিক বার আদালত তাঁকে সশরীর হাজিরার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ না মানায় এই রায় দিয়েছে আদালত।

নিয়োগ / নির্বাচিত পদত্যাগ / বরখাস্ত
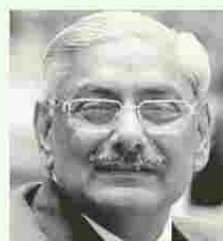
অরুণ মিশ্র: ২ জুন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণ মিশ্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন। ২০১৯-এ মানবাধিকার আইন সংশোধনের পরে এই প্রথম কেউ ওই পদে এলেন যিনি প্রধান বিচারপতির পদে ছিলেন না। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন প্রধান রাজীব জৈন এবং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এম এম কুমারও কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান, লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গেকে নিয়ে তৈরি কমিটির সুপারিশে অরুণ মিশ্রকে নিয়োগ করা হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়: ৫ জুন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই দলে তিনি দ্বিতীয় স্থানে চলে এলেন। দলীয় পদ পাওয়ার পরে এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক বলেন, 'সংগঠনের কাজ করে দলকে আগামীদিনে অন্তত ১০টি রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

আবদুল্লা শাহিদ: ৮ জুন রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৭৬তম অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদ। ১৯৩ সদস্যের এই সভার নির্বাচনে জিততে গেলে অন্তত ৯৭টি ভোট প্রয়োজন। আবদুল্লা পেয়েছেন ১৪৩টি। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিবছর একবার করে ভোট হয়। যার মেয়াদ হয় একবছরের জন্য। এবছরের মেয়াদ শুরু হবে সেপ্টেম্বর থেকে। তার পর থেকে একবছরের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন আবদুল্লা। ভারত প্রথম থেকেই আবদুল্লাকে

অনুপচন্দ্র পাণ্ডে: ৯ জুন প্রাক্তন আইএএস অনুপচন্দ্র পাণ্ডেকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করল কেন্দ্র। ফলে তিন সদস্যের কমিশনে আর কোনও শূন্যপদ থাকল না। আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদকে চিঠি লিখে নির্বাচনী সংস্কারের বাকি থাকা কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল চন্দ্র। এর মধ্যে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ার সাজা বাড়িয়ে ২ বছরের কারাদণ্ড করার প্রস্তাবও রয়েছে।

জিতিন প্রসাদ: ৯ জুন কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন এইআইসিসি-তে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে থাকা জিতিন প্রসাদ। বিজেপিতে যোগদানের পর তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে বিজেপি-ই একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয় দল। বাকি সবই হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নয়তো আঞ্চলিক দল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের নাতি জিতিনের দলত্যাগ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার পরে গান্ধী পরিবারে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। জিতিন ইউপিএ সরকারের আমলে একাধিক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।

সত্য নাদেলা: ১৭ জুন বিশ্বের বৃহত্তম সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক সংস্থা মাইক্রোসফট-এর শীর্ষপদে বসলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সত্য নাদেলা। ২০১৪ সাল থেকে তিনি সংস্থার সিইও-র পদে ছিলেন। গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স তাঁকে একই সঙ্গে চেয়ারম্যান পদেও বসালো। মাইক্রোসফট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস-এর পরে এতদিন পর্যন্ত আর কেউ একইসঙ্গে সংস্থার চেয়ারম্যান এবং চিফ একজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) পদে বসেননি। নাদেলা সিইও হওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বেই সংস্থার মূল্যায়ন ২ লক্ষ কোটি ডলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। করোনা অতিমারির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, এ বছরেও সংস্থার লাভের অঙ্ক রেকর্ড ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁয়েছে।

এস্থার ডাফলো, রঘুরাম রাজন, অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম, জাঁ দ্রেজ ও এস নারায়ণ: ২১ জুন তামিলনাড়ুতে বিশেষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সেই নবগঠিত কমিটিতে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এস্থার ডাফলো, প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর রঘুরাম রাজন, কেন্দ্রের প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম। এছাড়াও উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন জাঁ দ্রেজ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থসচিব এস নারায়ণ।

এ কে শর্মা: ১৯ জুন উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সহ-সভাপতি পদে নিয়োগ করা হল মোদী ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন আমলা এ কে শর্মাকে। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের ব্যর্থতা, হাসপাতালের দুরবস্থা, উচ্চবর্ণের প্রতি যোগীর পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি নানান কারণে দলের মধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী হয়েই শর্মাকে নিজের দপ্তরে নিয়ে এসেছিলেন মোদী। ২০২০-তে তাঁকে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প-সংক্রান্ত সচিবের পদ দেওয়া হয়। দায়িত্ব ছাড়ার পর এবার সাংগঠনিক দিক থেকে বিজেপির ভিত্তি মজবুত করতে উত্তরপ্রদেশে তাঁকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল দল।

পুরস্কার / সম্মান

পুলিৎজার পুরস্কার

১২ জুন তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার পুরস্কার পুলিৎজার জিতে নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেঘা রাজাগোপালন। তাঁর কলমে উঠে এসেছে চিনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের ডিটেনশন ক্যাম্পের জীবন্ত দলিল। আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল বেদীও পেয়েছেন পুলিৎজার। ট্যাম্পা বে টাইমসের এই সাংবাদিক স্থানীয় রিপোর্টিংয়ের সূত্রেই পুরস্কার পেয়েছেন। 'বাজফিড নিউজ'-এর সাংবাদিক মেঘার জিনজিয়াং সিরিজ আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে। একই কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন বাজফিডের আরও দুই কর্মী অ্যালিসন কিলিং এবং ক্রিস্টো বসচেক।

প্র য়া ণ

অতুল রায়: করোনায় ৯ জুন প্রয়াত হলেন কামতাপুর আন্দোলনের অন্যতম নেতা অতুল রায় (৫৯)। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তাঁর। নব্বইয়ের দশকে কামতাপুর আন্দোলনের সূচনায় নেতৃত্ব দেন অতুল। তিনি ছিলেন কামতাপুর পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরে গড়েন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি। এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গেই ছিলেন তিনি।

স্বামী শিবময়ানন্দ: ১০ জুন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবময়ানন্দ (৮৬) প্রয়াত হলেন। তিনি হাইপারটেনশন, হাঁপানি ও কিডনির অসুখে কয়েকবছর ধরে ভুগছিলেন। ১৯৩৪ সালে বিহারে জন্ম স্বামী শিবময়ানন্দের। ১৯৫৯ সালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। মিশনের বহু শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব সামলেছেন বহু বছর ধরে।

ডিঙ্কো সিং: মাত্র ৪২ বছর বয়সেই ক্যানসারে ১১ জুন প্রয়াত হলেন ভারতের অন্যতম সেরা বক্সার ডিঙ্কো সিং। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ডিঙ্কো প্রয়াত হন পূর্ব ইম্ফলে সেকটা মায়াই লেইকাইয়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে। অর্জুন পুরস্কার ও পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন ডিঙ্কো। কর্মসূত্রে যুক্ত থেকেছেন নৌবাহিনী ও স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে। মণিপুরের অন্যতম সেরা ক্রীড়াপ্রতিভা ডিঙ্কোর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

জিওনা চানা: ১৩ জুন ৩৮ জন স্ত্রী, ৮৯ সন্তান এবং ৩৩ নাতি-নাতনির ভরা সংসার ছেড়ে প্রয়াত হলেন জিওনা চানা (৭৬)। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিবারের প্রধান ছিলেন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আইজলের হাসপাতালে প্রয়াত হন চানা। তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়ে টুইট করেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরাম থাঙ্গা। তিনি জানিয়েছেন, জিওনার সৌজন্যে মিজোরামের বাকতাং লাংনুয়াম গ্রাম রীতিমতো পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত: অভিনেত্রী ও প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (৭১) ১৬ জুন প্রয়াত হলেন। অনেকদিন ধরেই কিডনির অসুখে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। রেখে গেলেন স্বামী এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং একমাত্র কন্যা অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্তকে। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। চলচ্চিত্রে খুব বেশি কাজ না করলেও মঞ্চাভিনয়ে 'নটী বিনোদিনী', 'নাম ভূমিকায়', 'ফুটবল', 'খড়ির গণ্ডি', 'আন্তিগোনে', 'শঙ্খপুরের সুকন্যা', 'ফেরিওয়ালা' ও আরও অসংখ্য নাটকে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

মিলখা সিং: ১৮ জুন প্রয়াত হলেন ভারতের 'উড়ন্ত শিখ' কিংবদন্তি দৌড়বিদ মিলখা সিং (৯১)। করোনা পরবর্তী জটিলতাতেই মৃত্যু হল তাঁর। ১৯৫৮ সালের কমনওয়েলথ গেমস-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মিলখা। ১৯৬০-এ রোম অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতে অ্যাথলেটিক্সের পরিচিতি বা জনপ্রিয়তা বাড়ে মিলখার সুবাদেই। কমনওয়েলথ গেমস-এ প্রথম সোনা, এশিয়াডে তিনটে স্বর্ণপদক। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক্সে নজির গড়ে চতুর্থ হন তিনি। তাঁকে দেখেই এ দেশের বহু ছেলে-মেয়ে অ্যাথলেটিক্সে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়েও সম্মানিত করে।

জয়ন্ত নস্কর: প্রায় একমাস করোনার কারণে চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯ জুন প্রয়াত হলেন সুন্দরবনের গোসাবা বিধানসভার তিনবারের দাপুটে বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর (৭৩)। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরপরই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। প্রবীণ বিধায়কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দরবনের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
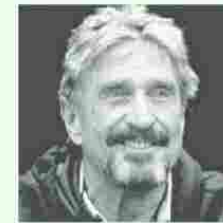
জন ডেভিড ম্যাকাফি: ২৪ জুন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ম্যাকাফির আবিষ্কর্তা জন ডেভিড ম্যাকাফি (৭৫)-র মৃত্যু হল স্পেনের এক জেলে। কম্পিউটারের দুনিয়ায় নিজের নামেই প্রখ্যাত হলেও কর ফাঁকি-সংক্রান্ত মামলায় বন্দি ছিলেন তিনি। ১৯৮৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারায় ম্যাকাফি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন। কয়েক বছরের মধ্যেই ১০০ মিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলে বিশ্বের অন্যতম সেরা সংস্থা হয়ে ওঠে ম্যাকাফি। ম্যাকাফির মৃত্যুর দিনই স্প্যানিশ কোর্ট তাঁকে কর ফাঁকির মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও আইনের বাঁধন আটকে রাখতে পারল না এক সময়ের অন্যতম সেরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞকে।

ডোনাল্ড রামসফেল্ড: আমেরিকার প্রাক্তন প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড (৮৮) ৩০ জুন প্রয়াত হলেন। জেরাল্ড ফোর্ড ও জর্জ ডব্লিউ বুশের জমানায় প্রতিরক্ষাসচিব ছিলেন তিনি। বুশ জমানায় ২০০১ সালের জঙ্গি হামলার সময়ে পেন্টাগনের দায়িত্বে ছিলেন রামসফেল্ড। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার যুদ্ধের অন্যতম রূপকার হিসেবে কাজ করেন। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে একাধিক বিতর্কেও জড়িয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্থান

ভারত: ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে আসা অ-মুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ১ জুন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। কেন্দ্র দাবি করেছে, এর সঙ্গে ২০১৯ সালে তৈরি হওয়া বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঘুরপথে ওই আইনই কার্যকর করার চেষ্টা হচ্ছে বলে বিরোধীদের একাংশ অভিযোগ করেছে।

নেপাল: ৩ জুন নেপালকে ৮ লক্ষ কোভিড টিকার ডোজ পাঠাল চিন। গত ২৬ মে নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারীকে চিন ১০ লক্ষ ডোজ পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছিল। গত মার্চেও দেশীয়ভাবে তৈরি 'ভেরো সেল' ভ্যাকসিনের ৮ লক্ষ ডোজ নেপালকে পাঠিয়েছিল বেজিং।

আফ্রিকা: ৫ জুন আফ্রিকার বুরকিনা ফাসোয় এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় কমপক্ষে ১০০ জন সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হল। সংবাদ সংস্থার খবর, সন্ত্রাসবাদীরা রাতের অন্ধকারে দেশের উত্তরাঞ্চলে মালির সীমান্তবর্তী ইয়াগা প্রদেশের সোলহান শহরে ওই হামলা চালায়। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন বয়সি মানুষ। নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, হামলার প্রতিরোধে নেমেছিল বুরকিনা ফাসোর সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সংগঠন 'ডিফেন্স অব মাদারল্যান্ড'। কিন্তু জঙ্গিরা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। ঘটনার পরে কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি।

বিহার: বিহারে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা লুকানোর জেরে ১০ জুন দেশে একদিনের নিরিখে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা রেকর্ড ৬,১৪৮-এ পৌঁছল। বিহারের নীতিশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে মৃত্যুর আসল সংখ্যা লুকানোর অভিযোগ ওঠায় পাটনা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে গত এপ্রিল-মে মাসে কোভিডে মৃত্যুর

চিন: ৬ জুন করোনা অতিমারির তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার মুখে চিন ৩ বছর বয়স থেকেই টিকাকরণ শুরু করে দিল। ছোটদের টিকাকরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তিত রয়েছে গোটা বিশ্ব। বড়দের একাংশ টিকা পেলেও ছোটরা এখনও অরক্ষিত রয়েছে। ব্রিটেন, আমেরিকা ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে টিকাকরণ শুরু করে দিয়েছে। চিন এদিন আরও এক ধাপ এগোল। সে দেশে তৈরি 'সিনোভ্যাক বায়োটেক'-এর কোভিড টিকা ৩ বছর বয়স থেকেই শিশুদের দেওয়ার জন্য অনুমোদন করল তারা।

ইংল্যান্ড: ২৩ জুন টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বসেরার খেতাব জিতল নিউজিল্যান্ড। ব্যাটিং ব্যর্থতাতেই পর পর বড় প্রতিযোগিতাতে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে উঠেও খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে বিরাট কোহলির ভারতকে। আটবছর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে শেষবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল ভারত। তারপর আর আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়নি তারা। ইংল্যান্ডেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও কাটল না সেই খরা। ভারতের প্রথম ইনিংসে ২১৭ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪৯ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয় আরও প্রকট হয়ে মাত্র ১৭০ রানে ইনিংস শেষ হয়। নিউজিল্যান্ড মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৪০ রান তুলে ফেলে।

সংখ্যা অডিট করতে নির্দেশ দেয়। দেখা গিয়েছে, ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে ৭ জুন পর্যন্ত ৭৭৭৫ জন করোনায় মারা গিয়েছেন বিহারে। যা আগের হিসেবের তুলনায় ৭২ শতাংশ বেশি। এই তথ্য সামনে আসায় দেশের দৈনিক মৃত্যুর গ্রাফেও বদল হল এদিন।

পাকিস্তান: ২৫ জুন কট্টর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় 'ফিনানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স' বা এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকাতেই রইল পাকিস্তান। এফএটিএফ-এর বক্তব্য, তাদের চিহ্নিত সমস্যাগুলির বেশ কিছুর এখনও সমাধান হয়নি। সন্ত্রাসবাদ রুখতে এফএটিএফ-এর অ্যাকশন প্ল্যান এখনও অনুসরণ করতে পারেনি ইসলামাবাদ। টানা তিনবছর ধূসর থাকায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সাহায্য পাবে না পাক সরকার।

সংখ্যাতত্ত্ব

২,৯২৮

—টন। অতিমারি পরিস্থিতিতে কেবল চলতি বছরের জুন মাসে যে-পরিমাণ পণ্য বহন করেছে পূর্ব রেল। আয় হয়েছে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। সড়কপথে জ্বালানির ব্যয়বৃদ্ধির জন্যই পার্সেল ট্রেনে পণ্য পরিবহণের মাত্রা বেড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১৮০

—টি। হিমবাহে দ্রুত গলনের ফলে গত দশ বছরে সুইস আল্পস পর্বতমালার কাছে তৈরি হয়েছে মোট যতগুলি জলাশয়। একে বিশ্ব উষ্ণায়নের চরম ক্ষতিকর প্রভাব বলে মনে করছেন গবেষকরা।

১৬০

—বছর। দেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের যত তম জন্মদিন ছিল ১৮ জুলাই। গুগল এই দিন তাদের ডুডল-এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় স্নাতক হন।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

৩ আগস্ট: আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস।
৬ আগস্ট: হিরোসিমা দিবস।
৯ আগস্ট: ভারত ছাড়ো দিবস, নাগাসাকি দিবস।
১৫ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস।
১৮ আগস্ট: বিশ্ব আদিবাসী দিবস।
২৯ আগস্ট: জাতীয় ক্রীড়া দিবস।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

Home in the World: A Memoir Hardcover *by* Amartya Sen.
Lady Doctors: The Untold Stories of India's First Women in Medicine *by* Kavitha Rao.
A Begum and A Rani *by* Rudrangshu Mukherjee.
Sach Kahun Toh: An Autobiography *by* Neena Gupta.
Diamonds in the Dust *by* Saurabh Mukherjea.
By My Own Rules *by* Sheela Anand.
Operation Khukri *by* Major General Rajpal Punia.
Amnesty *by* Aravind Adiga.
Savarkar (Part 2) *by* Vikram Sampath.
My Life in Full:Work, Family, and Our Future *by* Indra K. Nooyi.

সংক্ষিপ্ত শব্দ

NDRC: National Dolphin Research Centre.
ADB: Asian Development Bank.
CABE: Central Advisory Board of Education.
HTML: Hyper Text Markup Language.
LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
GANDHI: Green Action for National Dandi Heritage Initiative.
ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
FLAG: Fibre-optic Link Around the Globe.
NEPA: National Environmental Policy Act.
SSR: Sport-Specific Regulations.

বিবিধ

ডাইনোসর-জীবাশ্ম মেঘালয়ে

টাইটানোসরাস সউরোপড ডাইনোসরের অস্থি-জীবাশ্ম মিলল মেঘালয়ের পশ্চিম খাসি পাহাড়ে।

প্রায় ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত এই ডাইনোসর। জিওলজিক্যাল সার্ভের উত্তর-পূর্ব জীবাশ্মবিদ্যা শাখার গবেষকরা দীর্ঘ গলা, লম্বা লেজ, ছোট মাথা ও খাটো থামের মতো পা-ওলা বিশালাকার এই ডাইনোসরের বিভিন্ন আকারের ২৫ টুকরো অস্থি-জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন। সবচেয়ে বড় টুকরোটির দৈর্ঘ্য ৫৫ সেন্টিমিটার। ভারতে এই প্রজাতির ডাইনোসরের জীবাশ্ম এর আগে মিলেছে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে। উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলেও যে এই বিরাট ডাইনোসরের বিচরণ ছিল, তা এই প্রথম জানা গেল।

স্বর্ণাক্ষরের সব বই নীচের ঠিকানায় পাওয়া যায়

অনলাইন কিনতে হলে লগ ইন করুন ▶ www.readbengalibooks.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে কাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা। **দ্বিতীয় মুদ্রণ** ₹২০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

ভ্রমণকাহিনীর মহাসংকলন

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের অবিস্মরণীয় ভ্রমণকথা

১ম খণ্ড ৫ম মুদ্রণ ₹৭৫০

২য় খণ্ড ৩য় মুদ্রণ ₹৩০০

৩য় খণ্ড ১ম প্রকাশ ₹৩০০

বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৮ম মুদ্রণ ₹৩০০

শঙ্খ ঘোষের **ইছামতীর মশা** ₹১৫০ **বেড়াতে যাবার সিঁড়ি** ₹১২০

নবনীতা দেব সেনের **ভ্রমণের নবনীতা** ₹১২৫

প্রতাপকুমার রায়ের **দেশে দেশে** ₹৭৫

বসন্ত সিংহ রায়ের **কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান** ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর **বন্ধুভরা বসুন্ধরা** ₹১২০

রবীন চক্রবর্তীর **বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে** ₹৯০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর **চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া** ₹৯০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পসংকলন **নিমফুলের মধু** ₹৬০

অমিতাভ চৌধুরির **মহাজনসঙ্গ** ₹১২০

কালীকৃষ্ণ গুহর **গ্রিক কথামৃত** ₹১৫০

ক্ষণকথক বিরচিত **ক্ষণের বচন** ₹৪৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত **কবিতা-পরিচয়** ₹৩০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতার বই **ভূমিকম্পের রাত** ₹১০০

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৬০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাজের বই **কাজের বাংলা** ₹৩০

শিশিরকুমার আচার্যর **বাংলা সমাস** ₹৭৫

বাংলা প্রত্যয় প্রকরণ ও পদ্ধতি ₹১০০

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

গরিলার চোখ

মধ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডার আদিম অরণ্যে গরিলাদের মুখোমুখি। কিশোর উপন্যাস। ₹৮০

সাহিত্য অকাদেমি (শিশুসাহিত্য) পুরস্কারপ্রাপ্ত

মহাশ্বেতা দেবীর **তুতুল** ৩য় মুদ্রণ ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

চলো দেখে আসি দশম মুদ্রণ ₹৫০

চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

নেকড়ের চোখ ₹৬০

প্রখ্যাত ফরাসি লেখক দানিয়েল পেনাক-এর L'OEIL DU LOUP বইয়ের অনুবাদ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম** ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর **আমার ছেলেবেলা** ₹১৮

পবিত্র সরকারের **কথামালা: ছড়ায় ঢালা** ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

নতুন ছড়ার বই

জল-বাতাসা

প্রত্যেক পাতায় দেবব্রত ঘোষের প্রাণঢালা চিত্রাঙ্কন। মূল্য ৮০ টাকা

সঙ্গে বিনামূল্যে লেখকের কালোত্তীর্ণ কিশোর উপন্যাস **ঋষিকুমার**

হীরু ডাকাত

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প। ১০ম মুদ্রণ ₹১২০

সঙ্গে বিনামূল্যে দু'ঘণ্টার অখণ্ড MP3 সিডি

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি। নানা ভাষায় অনূদিত। ৭ম মুদ্রণ ₹৭০

চোখে দেখা গল্প

মোঙ্গোলিয়ায় যাযাবরদের তাঁবুতে, সিরিয়ায় মরুভূমিতে বেদুইনদের সঙ্গে, আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলাদের মুখোমুখি, শ্রীলংকায় ভেলায় চড়ে ভারত মহাসাগর। চোখে দেখা সব সত্যি গল্প। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ₹১৫০
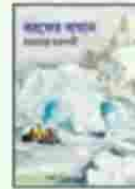
বরফের বাগান

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। পাতায় পাতায় ছবি ₹১২০

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজনের গভীরে রহস্যে ঢাকা অরণ্যবাসীদের নিয়ে বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। ৯ম মুদ্রণ ₹৮৫

লেখকের অন্যান্য বই: লিচুবাগানের চৌকিদার ₹৮০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ঋষিকুমার ₹২০ ভূতের বাঁশি ₹৪০ পাখির খাতা ₹৪০ তালগাছের ডোঙা ₹২০ মাতলাগাছের ভূত ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹১২০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ ফোন: ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫ **কথাশিল্প**, কলেজ স্ট্রিট। **অভিযান বুক স্টোর**, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯ ফোন: ৮০১৭০ ৯০৬৫৫। **দে বুক স্টোর** (আদি), **দে বুক স্টোর** (দীপু), **বলাকা বুক স্টল** ইত্যাদি। ■ **বাংলাদেশে: বাতিঘর চট্টগ্রাম**, প্রেস ক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন: ০৩১২৮৬৯৩৯১/০১৭৩৩০৬৭০০৫। **বাতিঘর ঢাকা**, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭, ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা ১০০০।

স্বর্ণাক্ষর ✆ ৯৮৩৬৩ ০৯১৭০ (সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা) | swarnakshar.books@gmail.com

PESHAPROBESH ◻ Vol. 17 No. 8 ◻ 1 August 2021 ◻ Rs. 20 ◻ 68 RNI No. 87167